

রাহু

ভাঃ

Creutzer Sonata : Count L. N. Tolstoi

রাহু

অনুবাদ ঃ

কৃষ্ণ চক্রবর্তী

অগ্রণী বুক ক্লাব
কলিকাতা

প্রকাশক
প্রফুল্ল রায়
অগ্রণী বুক ক্লাব
১৩ শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদপট
শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্লক নির্মাণ ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও
৭২।১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য দুই টাকা

মুদ্রাকর
শক্তি দত্ত
দি প্রিন্টিং হাউস
৭০, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

ভূমিকা

প্রেম বা ভালবাসা মানুষের জীবনে রূপান্তর আনে। সে রূপান্তর সুখী এবং সমৃদ্ধ জীবন গড়ে তুলবার দিকে, না জীবনকে বিষাক্ত পরিণতির দিকে টেনে নিতে? ভালবাসা যেখানে দেহের প্রতি জৈবিক আসক্তি মাত্র সেখানে ভালবাসা দুটি আত্মার একান্ত মিলনকে সুখী এবং চিরস্থায়ী করে না। ইন্দ্রিয়াসক্ত জীবনে শান্তিময় নীড় বাঁধবার যে ক্ষণিক ইচ্ছা, তার পরিণতি সমাজের বুকে অপরাধের সংখ্যা বাড়ায় মাত্র, 'মূর্ছারোগীর' সৃষ্টি করে। সত্যকার প্রেম দেহাতীত কোন বস্তু, দেহকে ছাড়িয়ে তার প্রেরণা।

এই বইয়ের ভেতর উচ্চ শ্রেণীর সমাজের মধ্যেকার যে বিভৎস জীবন-ছবি ফুটে উঠেছে তা কি করুণ!

কৃষ্ণ চক্রবর্তী

"কিন্তু আমি বলি, কেউ যদি লালসার দৃষ্টিতে চায় কোন রমণীর প্রতি, অন্তরে সে অনেক আগেই তার প্রতি ব্যভিচারী হয়েছে।"

—ম্যাথু : ৫ : ২৮

"তাঁর শিষ্যেরা বললেন, মানুষের সঙ্গে স্ত্রীর সম্বন্ধ যদি এই হয় তবে বিয়ে না করাই ভাল। তিনি বললেন, সব লোকের জন্যে এ উপদেশ না, কেবল যাদের জন্যে দেওয়া হয়েছে তাদের জন্যে। কারণ জন্ম থেকেই অনেকে ক্লীব, অনেককে মানুষই ক্লীব করেছে। অনেকে স্বর্গরাজ্যে পৌছবার জন্যে ক্লীবত্ব বরণ করেছে। যে এ উপদেশ নিতে পারে কেবল সেই নেবে।"

—ম্যাথু : ১৯ : ১০, ১১, ১২

এক

বসন্তের প্রারম্ভ। ট্রেনে দু'দিন দু'রাত্রি কাটলো। অল্প দূরের যাত্রীরা সর্বক্ষণই আসছে যাচ্ছে, কেবল আমি আর তিনজন যাত্রী শুরু স্টেশন থেকে সারা পথ আসছি। এই তিনজনের মধ্যে একজন মহিলা আছেন। এখন আর তিনি যুবতী নন। দেহের লাবণ্য হারিয়েছেন, ধূমপান করেন, পুরুষের মত একটা মোটা ওভারকোট তাঁর গায়ে, মাথায় পাতলা একটা টুপি, মুখে দীর্ঘকালের গাঢ় দুঃখ অভিজ্ঞতার ছাপ। তাঁর সঙ্গে আছেন এক ভদ্রলোক। বয়েস চল্লিশ হবে। সাজপোশাক নিখুঁত নতুন। ভদ্রলোক একটু বেশি কথা বলেন। তাছাড়া আরও এক ভদ্রলোক আছেন। বেঁটেখাটো চেহারা, বৃদ্ধ না হলেও কোঁকড়ানো চুল এর মধ্যেই সাদা হয়ে গেছে, কেমন অস্থির উত্তেজিত চালচলন। অন্য সব যাত্রী থেকে তিনি একটু তফাতে বসে আছেন। চোখ দুটি দ্রুত এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

গায়ে তাঁর কোন এক সম্ভ্রান্ত দর্জীর তৈরি পুরনো ওভারকোট। তার সঙ্গে অনুরূপ অস্ট্রাখান-কলার এবং অস্ট্রাখান-টুপি মিশ খেয়েছে। ওভারকোটের নিচে আছে জ্যাকেট আর এমব্রয়ডারি করা রাশিয়ান শার্ট। এ লোকটির বিশেষত্ব হচ্ছে সময় সময় এক অদ্ভুত শব্দ করে উঠছেন—শব্দটা মৃদু কাশি বা হাসির মত। কিন্তু শুরু হয়েই হঠাৎ থেমে যাচ্ছে। সারা পথই তিনি সহযাত্রীদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় দৃঢ় প্রযত্নে পরিহার করে চলেছেন। কেউ কথা বলতে গেলে কাটছাঁট উত্তর দিয়ে পড়ায় মন দিচ্ছেন বা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ধূমপান করছেন। কখনো ব্যাগ থেকে চায়ের সরঞ্জাম বের করে চা করছেন, খাচ্ছেন। আমার মনে হোলো নিঃসঙ্গতার বোঝা তাঁকে পীড়া দিচ্ছে। চেষ্টা করলাম অনেকবার কথা বলতে। তিনি বসে ছিলেন আমার সুমুখের সিটের এক কোণে। চোখাচোখি হয়ে যাচ্ছিলো অনেকবার। কিন্তু চোখাচোখি হতেই মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে তিনি চাইছিলেন জানালার বাইরে বা পড়ায় মন দিচ্ছিলেন।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় এক বড় স্টেশনে গাড়ি থামলো। অধৈর্য যাত্রীটি বাইরে গেলেন চায়ের জল আনতে। নিখুঁত পোশাকের লোকটি রেস্তোরাঁয় গেলেন চা খেতে। ধূমপায়ী মহিলাও গেলেন তাঁর সঙ্গে। পরে জেনেছি ভদ্রলোক আইনব্যবসায়ী। এঁরা বাইরে থাকতে কিছু নতুন যাত্রী এলেন কামরায়। একজন দীর্ঘদেহ বৃদ্ধ ভদ্রলোক। গোঁফ-দাড়ি সুষ্ঠুভাবে কামানো, বয়সের ছাপ মুখের রেখায় ফুটে উঠেছে। তিনি একজন ব্যবসায়ী। গায়ে বড় একটা ফার-কোট, আমেরিকার ভোঁদড়ের চামড়ায় তৈরি। মাথায় গুচ্ছওয়ালা কাপড়ের টুপি। মহিলাটির সুমুখের সিটে তিনি আসন নিলেন এবং কোন ভণিতা না করে আর এক জনের সঙ্গে কথা শুরু করলেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তিটি সেই স্টেশনেই উঠেছেন। মনে হোলো ব্যবসায়ীর কেরানি।

বিপরীত আসনের শেষ প্রান্তে বসে ছিলাম আমি। ট্রেন দাঁড়িয়ে ছিলো, তাঁদের কথাবার্তার তাই কিছু কিছু ধরতে পারছিলাম। ব্যবসায়ী গোড়াতেই তাঁর গন্তব্যস্থল জানিয়ে কথা পাড়লেন। পরবর্তী স্টেশনে তাঁর তালুকে চলেছেন তিনি। এবার তাঁরা বাজার দর, ব্যবসার অবস্থা, মস্কোর তখনকার ব্যবসার গতি, নিজ্‌নি নেভ্‌গোরদের বাজার ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। কেরানি সেখানকার এক বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ীর মদ্যপানের প্রতিদ্বন্দিতা এবং জাঁকালো আসর নিয়ে কথা পাড়লেন। কিন্তু বৃদ্ধ তাঁকে কথা শেষ করতে দিলেন না। বাধা দিয়ে পুরনো দিনের কুনভিন বাজারের এক আনন্দোৎসবের কথা বললেন। সেখানে তিনি নিজে অংশ গ্রহণ করতেন। এই উচ্ছৃঙ্খল আনন্দোৎসবে অংশ গ্রহণ করায় গর্বিত এবং ভাববিগলিত হয়ে বলতে লাগলেন কি ভাবে ঐ কুনভিনের ধনী ব্যবসায়ী এবং তিনি নেশার ঝোঁকে এমন এক নষ্টামি করেছিলেন যা একমাত্র ফিস্ ফিস্ করে ছাড়া বলা যায় না। কেরানি ব্যাপারটা শোনার পর হো হো করে হেসে উঠলেন। কামরার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে তাঁর হাসি প্রতিধ্বনিত হোলো। বৃদ্ধও দুটি তাম্রবরণ দাঁত বের করে হাসলেন সমানে। নতুন আর কিছু শোনবার নেই বলে গাড়ি ছাড়া পর্যন্ত প্ল্যাটফর্মে হেঁটে বেড়াবার মতলবে দরজার কাছে এলাম। দরজার গোড়ায় দেখতে পেলাম আইনব্যবসায়ী আর মহিলাটিকে। ফিরে আসবার পথে তাঁরা কি নিয়ে যেন অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা করছেন। 'এখন আর সময় পাবেন না আপনি', আইনজ্ঞ বললেন, 'দ্বিতীয় ঘণ্টা এখনই বাজবে।'

ঠিকই বলেছিলেন তিনি। ট্রেনের শেষ অবধি পৌঁছতেই দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়লো। ফিরে এলাম। দেখলাম তাঁরা দু'জন তখনো আলোচনা করছেন। বৃদ্ধ ব্যবসায়ী ওঁদের সুমুখে বসে সোজা তাকিয়ে আছেন। মাঝে মাঝে ঠোঁট কুঁচকে আসছে তাঁর। যেন একমত হতে পারছেন না। 'তিনি তখন সোজা বলে দিলেন তাঁর স্বামীকে,' আইনজ্ঞ হেসে বললেন। 'বলে দিলেন যে, তিনি আর তাঁর সঙ্গে থাকতে পারেন না এবং থাকবেন না, কারণ হচ্ছে...' গল্পের বাকিটা আমি আর ধরতে পারলাম না। আমি বসতেই অন্য সব যাত্রীরা ঢুকে এলেন, গার্ড এসে গেলো। কিছু বাদেই মোটঘাট নিয়ে কুলিরা এলো এবং বেশ কিছুক্ষণের জন্য এমন হৈ চৈ শুরু হোলো যে কথা আর শোনা গেলো না।

গণ্ডগোল থামলো। আইনজ্ঞের গলা আবার শুনতে পেলাম। এবার দেখলাম আলোচনাটা নতুন মোড় নিয়েছে। ব্যক্তিগত আলোচনা থেকে এখন সর্বসাধারণের আলোচনার পর্যায়ে উঠে এসেছে। আইনজ্ঞ বলছিলেন, বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রশ্নটা এখন সমস্ত ইউরোপের জনসাধারণের কাছেই গুরুতর হয়ে দেখা দিচ্ছে এবং গভীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এমন কি রাশিয়াতেও বিবাহ-বিচ্ছেদ ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। হঠাৎ তিনি বুঝতে পারলেন কামরাতে তাঁর গলাই কেবল শোনা যাচ্ছে। এবার থেমে বৃদ্ধ ব্যবসায়ীর দিকে চেয়ে মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন—'আগের কালে নিশ্চয় এসব ছিলো না, তাই না?' ব্যবসায়ী কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু এই সময় ট্রেন ছাড়ল। মাথা থেকে টুপি খুলে তিনি ক্রুশ চিহ্ন আঁকতে আঁকতে অস্ফুটস্বরে প্রার্থনা করলেন। আইনজ্ঞ শিষ্টাচারসম্মত ভাবে চোখ ফিরিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। প্রার্থনা শেষে নিজেকে তিনবার ক্রুশশুদ্ধি

করে তিনি টুপি পরলেন আবার। টুপিটা মাথায় বেশ করে চেপে দিয়ে জুৎ করে বসে বলতে আরম্ভ করলেন :

'পূর্বেও ছিলো, কেবল এখনকার মত এতো বেশি না। কিন্তু এখন এ না হয়ে উপায় নেই। লোকে এতো আশ্চর্য রকম শিক্ষিত হয়ে উঠেছে।'

ট্রেনের গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠছে। তার গোঙানী আর ঝম্ ঝম্ শব্দে আমার পক্ষে কিছু শোনাই কষ্টকর হয়ে পড়েছে। কিন্তু আলোচনায় কৌতূহলী হয়ে পড়াতে বক্তাদের আরো কাছে সরে এলাম। পার্শ্ববর্তী সেই উদ্ব্যস্ত যাত্রীটির প্রখর চোখদুটিও দেখতে পেলাম উৎসুক হয়ে উঠেছে। তিনিও কি বলা হচ্ছে স্পষ্টভাবে ধরবার চেষ্টা করছেন—অবশ্য জায়গা থেকে একটুও না নড়ে।

'শিক্ষাকে কি করে দায়ী করা যায়?' মহিলা ঈষৎ হেসে জিজ্ঞেস করলেন। 'নিশ্চয় আগের কালের ঐ বিয়ের ধরনটাকে ভাল বলা যায় না, যে-বিয়ের আগে মেয়ে বা ছেলে কেউ কাউকে কোনদিন দেখেই নি।' মহিলাদের স্বভাব বক্তার কথারই শুধু উত্তর দেওয়া না, বক্তা আরো যে সব কথা বলতে পারেন তার উত্তরও দিয়ে রাখা। এক্ষেত্রেও তিনি সেই ভাবেই বলে গেলেন। 'জানে না তারা পরস্পরকে ভালবাসে কিনা, জানে না তারা ভালবাসতে পারবে কিনা কিন্তু তবু তারা বিয়ে করে—জানে না কাকে। নিজেদের সমস্ত জীবনটাকে বিষিয়ে তোলে। তবু এইটেই কি আপনাদের মতে হচ্ছে সব চেয়ে ভাল ব্যবস্থা?' আমাকে এবং আইনজ্ঞকে উদ্দেশ করেই কথাগুলি তিনি বলে গেলেন, কখনও বা বৃদ্ধ ব্যবসায়ীকে—আসলে যাঁর সঙ্গে তিনি কথা বলছেন।

'আজকাল লোকে আশ্চর্যরকম শিক্ষিত হয়ে উঠেছে।'

মহিলার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে, অবজ্ঞাভরে তাকিয়ে ব্যবসায়ী তাঁর কথারই আবার পুনরুক্তি করলেন।

'বিবাহিত জীবনে বিরোধের সঙ্গে কি করে আপনি শিক্ষার সম্বন্ধ দেখছেন যদি বুঝিয়ে বলেন তবে সুখী হব।' সূক্ষ্মভাবে হেসে আইনজ্ঞ বললেন।

ব্যবসায়ী কি বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু মহিলা বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'না, সে সব দিন চলে গেছে।'

আইনজ্ঞ তাঁকে কোনপ্রকারে থামালেন। 'বক্তব্যটা ওঁকে বুঝিয়ে বলতে দিন।'

'যত পাপের উদ্ভব শিক্ষা থেকে,' ব্যবসায়ী বললেন।

মহিলা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দিকে যুগপৎ তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তারা এমন সব লোকের পরস্পর বিয়ে দেবে যারা কোনদিন কাউকে ভালবাসেনি। আর পরে তারা শান্তিতে বাস করছে না দেখে আশ্চর্য হবে।' কেরানি সিটে উঠে বসে হেলান দিয়ে আলোচনা শুনছিলেন আর হাসছিলেন। মহিলা এবার ব্যবসায়ীকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে বললেন, 'কেবল জীবজন্তুদের সঙ্গেই এমনি ব্যবহার সাজে। মালিক যেমনি খুশি জোড়া মিলিয়ে দাম্পত্য সম্বন্ধ পাতিয়ে দেবে। কিন্তু মানুষের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা এবং ভালবাসার প্রশ্ন আছে।'

'আপনার এভাবে বলাটা ঠিক হচ্ছে না।' ব্যবসায়ী প্রতিবাদ করলেন—'জীবজন্তুরা পশু ছাড়া আর কিছু নয়, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে আইন আছে।'

'কিন্তু একটা পুরুষের সঙ্গে একটা মেয়ে কি করে বাস করবে যদি তাকে সে ভাল না বাসে?' মহিলা ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, যেন তাঁর মৌলিক অভিমতটা প্রকাশে বিলম্ব হয়ে গেছে।

'আগেকার কালে এরকম কোন বিষয়ের প্রতি নজর দেওয়া হোত না।' ব্যবসায়ী গম্ভীর ভাবে যেন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করলেন—'আমাদের কালেই কেবল এসবের প্রচলন হয়েছে। যেই একটু মত-বিরোধ প্রকাশ পেলো স্ত্রী অমনি সবেগে বলে উঠলেন : 'থাকবো না আমি তোমার সঙ্গে।' এমন কি চাষীরাও আজকাল এই নতুন রেওয়াজ নিয়েছে, আর তাদের মধ্যেও এই একই ব্যাপার চলছে। 'তাহলে শোন' : চাষীর বৌ বলবে—'এই থাকলো তোমার কাপড় জামা আর দেরাজ, আমি জ্যাকের সঙ্গে চললাম। তার মাথায় তোমার থেকে অনেক ভাল কোঁকড়ানো চুল আছে।' এর থেকেও আশ্চর্যের ব্যাপার আর কিছু আছে? স্ত্রীলোকের ভেতরে সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান যে জিনিসটা খুঁজতে হবে সে হচ্ছে ভয়।'

কেরানি হাসি স্থগিত রেখে আমাদের দিকে একবার চাইলেন। ব্যবসায়ীর বক্তব্যটি যেভাবে আদৃত হবে সেইভাবে তিনিও তাকে সমর্থন বা বিদ্রূপ করবেন।

'কি রকমের ভয়?' মহিলা জিজ্ঞেস করলেন।

'সে তার স্বামীকে ভয় করবে—এই কথায় যে ভয় প্রকাশ পায় সেই ভয়।'

মহিলা একটু বিদ্রূপের সঙ্গে বললেন—'সে সব দিন মশায় অনেককাল আগে শেষ হয়ে গেছে।'

'না, সে-দিন শেষ হতে পারে না। প্রথম নারী ইভ্‌কে যখন মানুষের পঞ্জর থেকে জন্ম দেওয়া হয়েছিলো, তখন সে শেষ দিন পর্যন্ত তেমনিই থাকবে।' তিনি এই কথাগুলি এমন দৃঢ়তার সঙ্গে বিজয়ীর মত ঘাড় নেড়ে বললেন যে, কেরানি তৎক্ষণাৎ ধরে নিলেন বিজয় এবার তাঁর দিকেই এবং তদনুসারে হো হো করে হেসে উঠলেন।

'হাঁ, এই ভাবেই পুরুষেরা কারণ দেখায়,' মহিলা বললেন। হার মানতে তিনি প্রস্তুত নন—'তারা নিজেরা স্বাধীনতা ভোগ করবে আর মেয়েদের রাখবে বন্দী করে। নিজেদের সর্বপ্রকার স্বাধীনতার জন্যে তারা সর্বদা সতর্ক।'

'এজন্যে তাদের কোন অনুমতির দরকার হয় না। পুরুষেরা তাদের বাইরের কুকর্মের জন্যে ঘরের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করে না। কিন্তু স্ত্রীলোক, ঘরের বৌ হচ্ছে—আপনি মনে রাখবেন—জলের ওপর নিমজ্জমান জাহাজ।'

যেরকম জোরের সঙ্গে এবং গভীর সম্ভ্রমভরে ব্যবসায়ী মত প্রকাশ করলেন তাতে শ্রোতাদের ওপর স্পষ্টত রেখাপাত করল। এমন কি মহিলাও পরাভব সম্বন্ধে সজাগ হলেন। কিন্তু কিছুতেই তিনি ছাড়তে রাজি নন।

'কিন্তু আমার মনে হয় এটা আপনারা স্বীকার করবেন যে যতোই হোক মেয়েরাও মানুষ আর তাদেরও পুরুষের মতই অনুভূতি আছে। সে কি করবে যদি স্বামীকে সে ভাল না বাসে?'

'যদি স্বামীকে ভাল না বাসে?' ব্যবসায়ী প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন। 'সে বিষয়ে ভাবতে হবে না, ভালবাসতে হয় কি করে তাকে শিখিয়ে দেওয়া হবে।' এই অভাবিত উত্তরটা বিশেষ করে কেরানিকে খুশি করল। তিনি একটা সমর্থনসূচক অস্ফুট শব্দ করলেন।

'কিন্তু সে তা শিখবে না।' মহিলা বললেন, 'ভালবাসার অভাব হলে জোর করে ভালবাসানো যায় না।'

'বেশ, কিন্তু মনে করুন স্ত্রী স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসিনী হয়েছে, তাহলে?' আইনজ্ঞ জিজ্ঞেস করলেন।

'এ নিয়ে আলোচনার কি দরকার আছে?' বৃদ্ধা বললেন, 'প্রত্যেককেই এক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে—'

'হাঁ, কিন্তু ধরুন তা সত্বেও এমনি অবস্থা হোলো, আর সত্যিও এমনি ঘটে থাকে। সেক্ষেত্রে?'

ব্যবসায়ী বললেন—'অন্য যেখানেই ঘটে থাকুক, আমাদের মধ্যে এরকম ঘটনা কখনো ঘটেনি।'

প্রত্যেকেই চুপ করলেন। কেরানি একটু সরে এসেছেন। তিনিও পেছনে পড়ে থাকতে রাজি নন। তিনি এবার হেসে শুরু করলেন:

'একটা ঘটনার কথা এবার আমি বলছি। ঘটনাটা ঘটেছে আমাদের মধ্যেই এবং এড়িয়ে যাবার মত ব্যাপার নয়। জানেন, সে এক অদ্ভূত স্ত্রীলোক—চরিত্রভ্রষ্ট। এবং সে অভিসারে যেতো তাও আমি আপনাদের বলতে পারি। তার স্বামীর প্রচুর টাকাপয়সা ছিলো এবং লোকটি জ্ঞানী ব্যক্তি। দোকানের একটা ছোঁড়ার সঙ্গে সে নষ্টামী শুরু করল। তার স্বামী তাকে নরম কথায় ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু সে কিছুতেই বশ মানবে না। করতে সে কিছু বাদ রাখলে না। শেষ পর্যন্ত স্বামীর টাকা চুরি করতেও বাধলো না তার। তিনি তখন তাকে মারলেন। ফলে কি হোলো জানেন? কিছুই না, সে ক্রমেই খারাপ থেকে আরো খারাপ হতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত এক বিধর্মীর সঙ্গে উধাও হোলো—সে লোকটা এক ইহুদি। আচ্ছা, এবার বলুন তাঁর স্বামীর কি করবার ছিলো? তিনি তাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছেন। নিজে এখন কুমারজীবন যাপন করছেন। আর সে ক্রমেই আরো খারাপ থেকে আরো খারাপ হ য়ে চলেছে।'

'কারণ তিনি একটা বোকা।' ব্যবসায়ী বললেন। 'তিনি যদি

গোড়া থেকেই তার পায়ে দড়ি দিতেন,—তাকে যদি সত্যিই পোষ মানাতেন, তবে আমি বাজি রেখে বলতে পারি সে আজ তাঁর সঙ্গেই ঘর করত। গোড়া থেকে কখনোই তাদের আস্পর্ধা দিতে নেই। কথায় আছে—ঘোড়াকে কখনো মাঠের ভেতর আর স্ত্রীকে কখনো বাড়ির ভেতর বিশ্বাস করবে না।'

আলোচনা এই পর্যায়ে আসতে পরবর্তী স্টেশনের টিকিট নিতে গার্ড এসে হাজির হোলো। ব্যবসায়ী তাঁর টিকিট এগিয়ে দিলেন। বললেন—'হাঁ মশায়, মেয়েছেলেকে ঠিক সময়মত পোষ মানাতে হবে, না হলে উপায় নেই।'

আমি আর চুপ থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি তাহলে কি করে সেই কুনভিন বাজারের রসরঙ্গের সঙ্গে এ কথার সঙ্গতি দেখাচ্ছেন?'

'ও, সে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার।' বলেই তিনি থেমে গেলেন।

কিছুক্ষণ বাদেই ইঞ্জিনের তীক্ষ্ণ শব্দ কানে এলো। ব্যবসায়ী উঠলেন। আসনের নিচ থেকে একটা ব্যাগ টেনে বের করে ফার-কোটটা টেনে দিলেন গায়ের ওপর। তারপর টুপিটা তুলে বিদায় জানিয়ে ছোট্ট প্লাটফর্মে নেবে গেলেন।

দুই

তিনি চলে যেতে পুনরায় আলোচনা আরম্ভ হোলো। কয়েকজনের গলা শুনতে পেলাম।

'মহামান্য পিতামহ আমাদের ছেড়ে গেলেন।' কেরানি বললেন।

'সংসার-শাসনের স্বেচ্ছাচারী অবতার!' মহিলা বললেন মুহূর্ত

বিলম্ব না করে। 'মেয়েদের সম্বন্ধে আর বিবাহ সম্বন্ধে কি বর্বর ধারণা লোকটির !'

'বিবাহ ব্যাপারে এখনো আমরা ইউরোপীয় ভাবধারা থেকে অনেক পেছনে', আইনজ্ঞ বললেন।

'এই সব লোক আসলে বোঝে না ভালবাসাকে বাদ দিয়ে বিবাহের কোন মানেই হয় না।' মহিলা বললেন, 'বিবাহকে পবিত্র করে তুলতে পারে একমাত্র ভালবাসা। ভালবাসার পরিণতি যে বিবাহ সেই বিবাহই সত্যি।'

কেরানি সহাস্যে শুনতে লাগলেন। তিনি চেষ্টা করছেন ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্যে যতো বেশি ভাল ভাল মন্তব্য মনে গেঁথে রাখা যায়। মহিলার কথার মাঝখানে চাপা হাসি বা চাপা দীর্ঘনিশ্বাসের মত শব্দ শোনা গেলো। আমরা মুখ ফিরিয়ে দেখলাম সেই নিঃসঙ্গ লোকটি। চোখের দৃষ্টি তাঁর অসম্ভব প্রখর হয়ে উঠেছে। আমাদের আলোচনা তাঁকে নিশ্চয় উৎসাহিত করে তুলেছে। অজান্তে কখন তিনি সরে এসেছেন আমাদের অতি কাছে। মুখের পেশীগুলির বিহ্বল সংকোচন নগ্নভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে।

'কি রকম ভালবাসার কথা বলছেন আপনি, যে-ভালবাসা বিবাহকে পবিত্র করে তোলে?'

প্রশ্নকর্তার উত্তেজনার মাত্রা লক্ষ্য করে মহিলা যতখানি সম্ভব ভদ্রতা এবং যুক্তি মিশিয়ে উত্তর দিলেন :

'সত্যি এবং খাঁটি প্রেম। যদি এমনি প্রেম কোন পুরুষ এবং মেয়ের মধ্যে জেগে থাকে তবেই বিবাহ সম্ভব।'

'হাঁ, কিন্তু সত্যি এবং খাঁটি প্রেম বলতে আমি কি বুঝবো?' মৃদু হাসির সঙ্গে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

'নিশ্চয় প্রত্যেকেই জানে প্রেম বলতে কি বোঝায়!'

'আমি জানি না। আপনি পরিষ্কার করে বলুন যে—'

'কেন, এ তো খুব সোজা।' কিন্তু মহিলা কিছুক্ষণের জন্যে চিন্তামগ্ন হলেন, তারপর বললেন—'প্রেম কাকে বলে? প্রেম হচ্ছে অন্য সব লোককে বাদ দিয়ে একজনের আর একজনকে ভাল-লাগা।'

'কতো দিনের জন্যে ভাল-লাগা? এক মাস? ছ' দিন? না আধ ঘণ্টা?'

'না, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে আপনার মনে অন্য কিছু আছে।' মহিলা বললেন।

'না, আপনি যা বলছেন, আমিও তাই বলছি।'

'ভদ্রমহিলা বলতে চাইছেন,' আইনজ্ঞ মধ্যস্ততা করে বললেন, 'বিবাহ প্রথমত পরস্পরের প্রতি অনুরাগ থেকেই হওয়া উচিত। আপনি একে অনুরাগ না বলে প্রেমও বলতে পারেন। এবং যদি এই রকম কোন মনোভাব জেগে থাকে তবেই বিবাহটা হবে সার্থক। দ্বিতীয়ত, যে বিবাহ এইরূপ পূর্বানুরাগ (অথবা বলতে পারেন প্রেম) থেকে ঘটেনি তাতে কোন নৈতিক বাঁধন নেই। কি, আপনার বক্তব্য বলা হয়েছে?'

মহিলা মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

'অন্যদিকে—' আইনজ্ঞ আবার বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু ভদ্রলোক (তাঁর দুটি প্রদীপ্ত চোখ এখন মনে হচ্ছে যেন দুখণ্ড জ্বলন্ত অঙ্গার) আইনজ্ঞের কথার ওপরে আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না।

'না, আমিও ঠিক ঐ এক কথাই বলছি—একজনের প্রতি আর একজনের অনুরাগ। কেবল আমি জিজ্ঞেস করছি এই অনুরাগ কত দিনের জন্যে।'

'কত দিনের জন্যে? অনেক দিন, কখনো সারা জীবন।' মহিলা বললেন।

'কিন্তু সে কেবল উপন্যাসে। বাস্তব জীবনে কখনো হয় না। বাস্তবে এই অনুরাগ খুব কমক্ষেত্রেই কয়েক বছর টিকে থাকে। সাধারণত কয়েক মাস, কয়েক সপ্তাহ, কয়েক দিন বা কয়েক ঘণ্টা এর আয়ু।'

আমরা তাঁর প্রতিটি কথায় চমকে উঠছিলাম। তিনি তা বুঝছিলেন আর যেন খুশিই হচ্ছিলেন তা জেনে।

'তা কি করে! না,—ক্ষমা করবেন, কিন্তু—' আমরা সব এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম। এমন কি কেরানিও প্রতিবাদ করে কি যেন বলতে গেলেন।

'আমি জানি,' তিনি গলার স্বর একটু চড়িয়ে বললেন—'আপনারা বলছেন যা হওয়া উচিৎ, আর আমি বলছি যা হয়ে থাকে। প্রত্যেক লোকই প্রত্যেক সুন্দরীকে দেখে অনুরাগ বোধ করে, আপনারা যাকে বলছেন প্রেম।'

'ওঃ, কি ভীষণ কথা! প্রেম বলে নিশ্চয় কিছু আছে, যে-প্রেম শুধু মাস নয়, বৎসর নয়, সারা জীবনের জন্যে আমাদের মধ্যে আছে। তাই নয় কি?' মহিলা জিজ্ঞেস করলেন।

'নিশ্চয় না। যদিও আমি স্বীকার করি কোন পুরুষ কোন নারীকে ভালবাসলে সে হয়তো সারা জীবন ধরে তাকে ভালবাসতে পারে কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে আর একজনকে ভালবাসা বিতরণের সম্ভাবনাই বেশি। এমনিই চিরকাল হয়ে আসছে এবং এমনিই চিরকাল হতে থাকবে এ পৃথিবীতে।' তিনি সিগারেট-কেস বের করে সিগারেট ধরালেন।

'পরস্পরের ক্ষেত্রেই সেটা হতে পারে।' আইনজ্ঞ বললেন।

'না, তা হতে পারে না। যেমন এক গাড়ি মটরের ভেতর কোন

দুটো ময়ূর একভাবে পাশাপাশি শুতে পারে না। তাছাড়া এখানে আমরা শুধু অসম্ভব নিয়ে আলোচনা করছি না, প্রশ্নটার অবধারিত বিষয়বস্তু হচ্ছে সম্পূর্ণতা। সারাজীবন কেউ একজনকে ভালবাসতে পারে বলা, আর একটা প্রদীপ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জলতে থাকবে বলা একই কথা।'

'আপনি ভালবাসা বলতে অন্য কিছু বোঝাতে চাইছেন।' মহিলা প্রতিবাদ করলেন, 'আপনি একই আদর্শে অনুপ্রাণিত ভালবাসা, বা আধ্যাত্মিক প্রেম বলে কিছু স্বীকার করেন না ?'

'একই আদর্শে অনুপ্রাণিত !' বিস্মিত স্বরে তিনি পুনরুক্তি করলেন—'কিন্তু সে-ক্ষেত্রে তাদের যে এক সঙ্গে শুতে হবে এমন কোন কথা নেই। আমাকে এই অশিষ্ট উক্তির জন্যে ক্ষমা করবেন। যেহেতু দু'জনের আদর্শ অভিন্ন সেহেতু তারা দাম্পত্য জীবন যাপন করবে !' তিনি অসংলগ্নভাবে হেসে উঠলেন।

'একটা কথা আপনাকে আমি বলতে চাই,' আইনজ্ঞ মধ্যে থেকে বললেন—'ঘটনা কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। আমরা দেখছি বিবাহ সর্বত্রই ঘটছে। অধিকাংশ মানুষই অথবা তাদের মধ্যে অধিক সংখ্যকই বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হচ্ছে এবং তাদের মধ্যে বেশির ভাগই দীর্ঘ বিবাহিত জীবন শান্তিতে কাটাচ্ছে।'

পক্ক-কেশ যাত্রীটি এবার হাসলেন।

'আপনারা বলছেন বিবাহের মূলে আছে প্রেম, কিন্তু আমি যখন একমাত্র দৈহিক প্রেম ছাড়া অন্য কোন প্রেমের অস্তিত্ব অস্বীকার করছি আপনারা তখন সেই সত্যিকারের প্রেমকে প্রমাণ করতে চাইছেন বিবাহের নজির দেখিয়ে। এ যুগে বিবাহটা প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছু নয়।'

'মাপ করবেন,' আইনজ্ঞ বললেন, 'আমি শুধু বলতে চাইছি বিবাহ পূর্বেও ঘটে থাকতো এখনো ঘটছে।'

'বিবাহ ঘটছে বই কি! কিন্তু সেগুলি কেন ঘটছে? লোকে যে পূর্বে বিবাহ করেছে বা এখনো করছে তার কারণ তারা এটাকে দেখে রহস্যজনক পবিত্র ধর্মানুষ্ঠান হিসাবে—যে অনুষ্ঠানটিকে মনে করা হয় ভগবানের কাছে একটা বন্ধন স্বীকার। এই সব লোকের ভেতরে বিবাহটা স্থায়ী হয় কিন্তু আমাদের ভেতরে হয় না। আমাদের দেশে লোকে দাম্পত্য প্রণয় খোঁজে, কিন্তু বিবাহের ভেতরে তারা সেরকম কিছু দেখতে পায় না—ফলে দাঁড়ায় প্রবঞ্চনা আর হিংসার প্রাবল্য। যদি প্রবঞ্চনা হয় তাহলে খুবই সাধারণ—স্বামী এবং স্ত্রী দু'জনেই দু'জনকে ছলনা করে। একে অপরকে বিশ্বাস করায় যে তারা সত্যিই দাম্পত্যজীবন যাপন করছে, আসলে তারা একাধিক পত্নী এবং একাধিক স্বামীর সঙ্গে দিন কাটাচ্ছে। এটা খারাপ, তবু যাহোক সহনযোগ্য। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যা হয়—যখন স্বামী আর স্ত্রী কর্তব্যের খাতিরে সারাজীবন এক সঙ্গেই বাস করছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিবাহের দ্বিতীয় মাস থেকেই তারা পরস্পরকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে এবং যদিও আন্তরিক ভাবে কামনা করে পরস্পরকে ছেড়ে যেতে তবু ছেড়ে যেতে পারছে না। অবশেষে জীবন হয়ে ওঠে তাদের কাছে দুস্তর নরকের সামিল। তারা তখন বাঁচবার পথ হিসাবে বেছে নেয় অতিরিক্ত মদ খেয়ে মৃত্যুবরণ অথবা একজনে আর একজনের মাথা ফাটায়, বিষ দিয়ে একজন আর একজনের জীবন নাশ করে।' এতো দ্রুত তিনি বক্তব্য শেষ করলেন যে আর কেউ মাঝখানে পড়ে একটি কথাও বলবার সুযোগ পায়নি। বলতে বলতে তিনি ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন।

আমরা প্রত্যেকেই চুপ করে ছিলাম, কিন্তু অস্বস্তি বোধ করছিলাম।

'হাঁ, বিবাহিত জীবনে সত্যিই শোকাবহ ঘটনা ঘটে।' আইনজ্ঞ অবশেষে নিস্তব্ধতা ভংগ করলেন। আলোচনা তিনি এইখানেই শেষ করে দিতে চাইছিলেন কারণ আলোচনাটা অত্যন্ত গরম হয়ে উঠছিলো।

'আমাকে কি চেনেন আপনারা?' অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং শান্ত ভাবে এই রহস্যজনক যাত্রিটি জিজ্ঞেস করলেন।

'না, আমাদের সে সৌভাগ্য হয়নি।'

'যাহোক, জানা এমন কিছু কঠিন না। আমার নাম পজ্‌দ্‌নিশ্‌চেফ। যে লোকের জীবনে সেই ঘটনা ঘটেছিলো। আপনারা যে ঘটনার কথা বলছেন। ঘটনাটা স্ত্রী-হত্যাজনিত।' আমাদের দিকে তিনি একবার দ্রুত দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিলেন। আমরা কেউই এরকম কোন ঘটনার প্রতি ইংগিত করিনি। সবাই তাই চুপ করে রইলাম।

'যাহোক, সে একই কথা।' ভদ্রলোক আবার সেই অদ্ভুত শব্দ করলেন। শব্দটার সঙ্গে আমরা সবাই এর আগে পরিচিত হয়েছি। 'যেতে দিন।' আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইছি। আর আপনাদের মাঝে থেকে আপনাদের বিব্রত করব না।'

'না না, কখনই না, এ কি বলছেন আপনি!' আইনজ্ঞ বাধা দিয়ে বল্‌লেন। 'কখনই না...' বলতে যে তিনি কি বলছেন তা হয়তো তিনি নিজেই জানেন না। পজ্‌দ্‌নিশ্‌চেফ কিন্তু তিনি কি বললেন কিছুমাত্র খেয়াল না করে ফিরে গিয়ে নিজের আসনে বসলেন। ভদ্রলোক মহিলার সঙ্গে অস্ফুটস্বরে কথা বলতে লাগলেন।

তিন

পজ্‌দ্‌নিশ্‌চেফ-এর সামনের আসনে আমি বসে ছিলাম। বলবার উপযোগী কিছু খুঁজে পেলাম না। অন্ধকার হয়ে যাওয়াতে কিছু পড়বারো উপায় ছিলো না। চোখ বন্ধ করে ঘুমের ভান করে শুয়ে রইলাম। পরবর্তী স্টেশনে ভদ্রলোক আর মহিলা অন্য কামরায় গেলেন। গার্ডকে বলে তাঁরা আগেই ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। কেরানি শুয়ে আরাম করে ঘুম দিচ্ছেন। পজ্‌দ্‌নিশ্‌চেফ সারাক্ষণই চা খাচ্ছেন আর ধূমপান করছেন। চা তিনি আগের স্টেশনে করে রেখেছিলেন। আমি চোখ খুলে একবার আশপাশে চাইতেই তিনি কথা বললেন। স্বরে তাঁর স্পষ্ট জ্বালা ফুটে উঠলো। 'বোধহয় এখন আমার কাছে বসে থাকতে আপনার আত্মসম্মানে বাধছে। যদি তাই হয়, তবে আমি অন্যখানে যাচ্ছি।'

'দয়া করে সে রকম কিছু ভাববেন না।'

'বেশ, আপনাকে একটু দিতে পারি কি? বোধহয় একটু বেশি কড়া হবে।' তিনি খানিকটা চা ঢেলে দিলেন।

'এরা অনেক কথা বলে···কিন্তু যা বলে সবই মিথ্যে।···'

'কিসের কথা বলছেন আপনি?'

'ঐ বিষয়েই। ওঁদের ঐ প্রেম আর প্রেমতত্ত্ব। আপনার কি ঘুম পাচ্ছে?'

'না, একটুও না।'

'আচ্ছা, আপনি যদি শুনতে রাজি থাকেন তবে বলি কি করে

এই ভালবাসা থেকেই আমি শেষ পর্যন্ত যা করেছি তাই করতে গেলাম।'

'নিশ্চয়, অবশ্য যদি আপনার পক্ষে কষ্টদায়ক না হয়।'

'না, চুপ করে থাকাই বরং কষ্টকর। আর একটু চা নেবেন? খুব বুঝি কড়া হয়েছে?'

চা-টা সত্যিই অতিরিক্ত কড়া, প্রায় মদের মত। তবু এক গেলাস খেলাম। কণ্ডাক্টর কামরার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে গেলো। পজদ্‌নিশ্‌চেফ ভ্রূ কোঁচকালেন। বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি আরম্ভ করলেন না।

'এবার আপনাকে আমি বলব সে গল্প। কিন্তু সত্যিই কি আপনার শুনবার আগ্রহ আছে?'

আমি তাঁকে আশ্বস্ত করলাম যে সত্যিই আমি শুনতে খুব উৎসাহী। তিনি বলতে আরম্ভ করলেন:

"বিবাহের পূর্বে অন্য সবার মত আমিও আমার সামাজিক স্তর অনুযায়ী চলতাম। আমি একাধারে একজন ভূস্বামী, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপাধিধারি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী এবং এক সময় অভিজাত সম্প্রদায়ের মার্শালও ছিলাম। যতদিন না বিবাহ করেছি আমার জীবন ছিল অন্য সবার মতই, অর্থাৎ নীতিভ্রষ্ট জীবন। আমার সম্প্রদায়ের অন্য সবার মত আমিও মনে করতাম এইভাবে চলেই আমি আমার কর্তব্য পালন করছি। নিজেকে ভাবতাম আদর্শস্বরূপ। প্রতারক বা নিকৃষ্ট রুচির লোক আমি ছিলাম না। আমার সম্প্রদায়ের আমার বয়সী অন্যান্য লোকের মত আনন্দকৌতুকটাই জীবনের মূল উদ্দেশ্য করিনি। স্বাস্থ্যের খাতিরে সংযত এবং রুচিসম্মত ভাবে আমি অংশ গ্রহণ করেছি। যে সব মেয়েরা ভালবেসে আমার পায়ে নিগড় পরাতে

চেয়েছে তাদের আমি এড়িয়ে চলেছি। বাকি যারা, তাদের মধ্যে আসক্তি প্রকাশ পেলেও আমি এমন ভাবে চলেছি যেন কিছুই হয়নি। আমি এটাকে শুধু সাধু আচরণ হিসাবেই দেখতাম না, এর জন্যে গর্ব বোধ করতাম।"

তিনি থেমে সেই অদ্ভুত শব্দ করলেন। যখনই কোন নতুন চিন্তা তাঁর মাথায় আসে তখনই এমনি শব্দ করেন।

"এই হচ্ছে যা আমার বিভৎস চরিত্রটাকে গড়ে তুললো।" তিনি আবার বলতে আরম্ভ করলেন—"নৈসর্গিক সম্বন্ধে বিশেষ গুরুত্ব নেই; আসল সর্বনাশ হচ্ছে ঘনিষ্টতা জন্মালে মনুষ্য যখন নৈতিক বাঁধনকে অস্বীকার করে। আর এই গুণটাকে আমি মনে করতাম আমার বিশিষ্ট পৌরুষ। আমার মনে আছে একবার আমি কি ভীষণ অস্বস্তি বোধ করেছিলাম যখন একটা মেয়েকে টাকা দিয়ে নিরস্ত করতে-চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। সম্ভবত সে আমাকে ভালবেসেছিলো। তারপর যতক্ষণ না তাকে আমি টাকা গছাতে পারলাম ততক্ষণ আমার সোয়াস্তি ছিলো না। এইভাবে তাকে আমি বুঝিয়ে দিলাম যে কোন প্রকার নৈতিক বাঁধনে জড়িয়ে পড়বার ছেলে আমি নই।"

'আপনাকে মাথা নেড়ে আমার কথা সমর্থন করতে হবে না।' ভদ্রলোক হঠাৎ বলে বসলেন—'আমি এ চাতুরী জানি। প্রত্যেক লোকই এবং আপনিও তার মধ্যে, যারা এই একই মনোভাব পোষণ করে। প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই বিষয়টা এক। আমাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে এ ভীষণ মারাত্মক।'

'কি মারাত্মক?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'মেয়েদের ব্যাপারে এবং মেয়েদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের ব্যাপারে আমরা যে প্রতারণার নরককুণ্ডে বাস করি। এ বিষয়ে আমি সংযত

হয়ে কথা বলতে পারি না। তার কারণ সেই ঘটনা নয়। তার কারণ সেই থেকে আমার চোখ খুলে গেছে এবং জিনিসগুলিকে আমি ভিন্ন চোখে দেখতে আরম্ভ করেছি। তাদের খারাপ দিকটাই এখন আমি দেখতে পাচ্ছি—হাঁ, খারাপ দিকটাই।'

তিনি একটা সিগারেট ধরিয়ে কনুয়ে ভর দিয়ে বসে পুনরায় শুরু করলেন। অন্ধকারে তাঁর মুখ দেখা যাচ্ছে না। ট্রেনের ঘর-ঘর শব্দ ছাপিয়ে শুধু তাঁর গম্ভীর সুস্পষ্ট স্বর কানে আসছে।

চার

"এইভাবে যতো দিন না আমি যন্ত্রণা আর অন্তর্দাহে দগ্ধে মরেছি ততোদিন জানতে পারিনি গলদের মূল কোথায়। এই মর্মজ্বালাকে আজ ধন্যবাদ। কেবল যে দিন বুঝতে পারলাম কি হওয়া উচিত ছিলো সেদিনই সম্পূর্ণভাবে জানলাম কি বিভৎস ব্যাপার হয়ে থাকে।

"এখন বলছি কি ভাবে ব্যাপারটার সূত্রপাত হোলো। আমার বয়স তখন পুরো ষোলও হয়নি। আমি তখন ইস্কুলের ছাত্র। আমার দাদা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন প্রবেশ করেছে। এর আগে আমি কোন নারীর সংস্পর্শে আসিনি। তাই বলে নিজেকে আর সরল বালক বলে দাবী করবার অধিকার ছিলো না, যেমন আমাদের সামাজিক স্তরের আর কোন হতভাগ্য ছেলেরই ছিলো না। প্রায় দু'বছর আগেই আমার মন কলুষিত করে দিয়েছে আমার সঙ্গীরা। কেবল নারীর চিন্তা, সে বিশেষ কোন নারী নয়, সাধারণভাবে নারীর চিন্তা আমাকে পীড়িত করে তুলত।"

"আমার নির্জনের চিন্তা তখন আর বিশুদ্ধ ছিলো না। নিজেকে

আমি পীড়ন করতে শুরু করেছি যেমন শতকরা নিরানব্বুইজন ছেলেই করে। অন্তরে আমি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছি, মর্মন্তুদ যন্ত্রণা ভোগ করছি, আবার প্রার্থনা জানাচ্ছি আবার ডুবছি। চিন্তার ক্ষেত্রে অনেক আগেই আমি কলুষিত হয়েছি। নিজে নিজেই ধ্বংস হচ্ছি, এখনো অন্য কোন প্রাণীকে আমার সঙ্গে ধ্বংসের মুখে টেনে আনিনি।

"ঠিক এই সন্ধিক্ষণে আমার ভায়ের এক বন্ধু—তিনিও ছাত্র, ফুর্তিমান যুবক, যাকে সাধারণত বলা হয় চমৎকার ছেলে (অর্থাৎ হীন নরাধম), আমাদের মদ খেতে আর জুয়া খেলতে শিখিয়েছেন তিনি—একদিন রাত্রে মদ খাওয়ার পর আমাদের কাছে তিনি প্রস্তাব করলেন সেখানে যেতে। আমরা গেলাম। আমার ভাইও সেদিন পর্যন্ত এ বিষয়ে নির্দোষ ছিল এবং সেই রাত্রে সেও প্রলুব্ধ হোলো। আর আমি ষোল বছরের কিশোর। আমারও অধঃপতন হোলো। বুঝলাম না কি আমি করলাম।

"আমার বড়দের কাছ থেকে একবারো শুনিনি যে আমি যা করতে যাচ্ছি তা খারাপ। এমন কি আজও, এখনকার ছেলেরাও একথা একবারো শুনতে পায় না। বাইবেলে যিশুর অনুশাসনের মধ্যে অবশ্য আছে, কিন্তু তা কেবল ইস্কুল কলেজে পরীক্ষাতে মুখস্ত বলবার জন্যে। এমন কি তাতেও এর বেশি প্রয়োজন নেই। যাদের মতামতকে আমি শ্রদ্ধা করি একবারো তাদের বলতে শুনিনি যে, আমি যা করতে যাচ্ছি তা খারাপ। পক্ষান্তরে, তাদের বলতে শুনেছি আমি যা করতে যাচ্ছি তা ঠিকই। আমাকে বলা হয়েছিলো একবার করার পরই আমার সমস্ত অন্তরদ্বন্দ্ব এবং মানসিক অশান্তি দূর হবে। একথা আমি শুনেছি এবং পড়েছিও। যাদের আমি জানতাম তাদের এই কাজগুলিকে মনে করতাম বীরত্ব। এতে যে ভাল ছাড়া

খারাপ ফল কিছু হতে পারে না এটাই আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠেছিলো। কোন খারাপ পরিণামের কথা কি আমি ভেবেছিলাম? কিন্তু বিজ্ঞ গভর্নমেণ্ট অনেক আগেই তা ভেবে রেখেছেন। মাইনে করা ডাক্তার নিযুক্ত আছেন এ বিষয়ে তত্বাবধান করবার জন্যে। ঠিক যে রকমটি হবার দরকার। ডাক্তাররাই তো স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে থাকেন। তাঁরাই বলে থাকেন স্বাস্থ্যের পক্ষে কোনটা নিতান্ত দরকারি। কি ভাবে চলতে হবে তাঁরাই বলে দিয়ে থাকেন। আমি নিজে অনেক মাকে জানি যারা এ ব্যাপারে ডাক্তারের উপদেশ মত চলেন। এজন্যে বিজ্ঞানই দায়ী।"

'বিজ্ঞান কেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"ডাক্তার কারা?" তিনি উত্তর করলেন। "বিজ্ঞানেরই তো হোতা তাঁরা। স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয়তার উপদেশ দিয়ে কে আমাদের যৌবনকে অকর্মণ্য করে দেয়? তারপর কিনা তাঁরা অসম্ভব গুরুত্ব নিয়ে রোগ চিকিৎসায় ব্রতী হন!"

'কিন্তু রোগ চিকিৎসাই বা করবেন না কেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"কারণ রোগ চিকিৎসায় যত শক্তি ব্যয় হয় তার যদি একশো ভাগের এক ভাগ শক্তিও তাঁরা অনাচার রোধ করতে ব্যয় করতেন তবে বহু আগে রোগ জিনিসটাই দূর হোত। কিন্তু তা তাঁরা করেন না। তাঁরা বরং সেই চেষ্টাটাকে ব্যয় করেন উৎসাহ যোগাবার কাজে, যাঁরা এই পাপে গা ভাসিয়ে দিয়েছে তাদের ভবিষ্যৎ দুষ্ট ব্যাধির হাত থেকে রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে। কিন্তু আমি যা বলতে চাইছি সে একথা না। আমি জোর দিতে চাইছি এই কথাটার ওপরই যে আমার ক্ষেত্রে যা ঘটেছিলো তা কম হলেও শতকরা নিরানব্বুই জনের ক্ষেত্রেই

ঘটে থাকে এবং শুধু আমাদের সামাজিক স্তরেই নয়। সমাজের সমস্ত স্তরেই এবং কৃষকেরাও বাদ যায় না। আমি ডুবলাম কিন্তু ভালবাসার খাতিরে ডুবছি এ-যুক্তিটাও আমার ছিলো না। ভালবাসা আমাকে টেনে নাবায়নি। আমার পতনের কারণ হচ্ছে শুধু যাদের মধ্যে আমি বাস করতাম তারা এটাকে দেখতো প্রয়োজন হিসেবে, কেউ দেখতো অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে, শুধু দোষের নয় যে তাই নয়— একেবারে একজন যুবকের পক্ষে অকপট আনন্দ হিসেবেই তারা এটাকে গণ্য করত। আমার দিক দিয়ে, আমি কখনো সন্দেহ করিনি যে আমি যেটা করেছি সেটা কোন দিক দিয়ে পতন হিসাবে গণ্য হতে পারে। আমি কেবল করছি যেটা আনন্দও বটে আবার দরকারো বটে—ঠিক যে-ভাবে মদ খাওয়া এবং সিগারেট খাওয়া ধরেছি। তবু এই প্রথম পদস্খলন ছিলো কিছুটা বিশেষ ধরনের এবং কিছুটা করুণ। আমার মনে আছে প্রথমবার ঘটনাটির পরমুহূর্তেই আমার মন বিষাদে ভরে উঠলো। আমার ইচ্ছা হোলো কোথাও বসে কাঁদতে। হাঁ, আমার কৈশোরের সরলতাকে হারাবার জন্যে আমি কাঁদতে পারতাম। যে অন্যায় আমি করেছি তার জন্যে কাঁদতে পারতাম কারণ কোন বয়সের পরিবর্তনই তাকে আর ঢেকে দিতে পারবে না।

"মেয়েদের দিকে আমি আর সেই নিষ্কলুষ পবিত্র মনের সরল আর স্বাভাবিক চোখ নিয়ে চাইবার আশা করতে পারি না। যেমন আফিম খোর, বা মোদোমাতাল স্বাভাবিক লোক নয়, তেমনি আমার মত যার পতন ঘটেছে সেও রুগ্ন, অুস্থ। একজন আফিমখোর বা মাতালকে যেমন মুখ, চলবার ভংগী এবং স্বভাব থেকেই চেনা যায় তেমনি চেনা যায় আমার মত যার পতন ঘটেছে তাকে। হয়তো

চালচলন এবং হাবভাব সংযত করে সে কিছুটা স্বাভাবিক হতে পারে—এক কথায় সে হয়তো অবশ্যম্ভাবী পরিণতির সঙ্গে কিছুটা লড়তে পারে কিন্তু সে আর কখনই মেয়েদের সঙ্গে· সেই সরল পবিত্র সম্পর্ক ফিরে পাবে না, একটি ভায়ের সঙ্গে তার বোনের যা সম্বন্ধ।

"যাহোক, এইভাবে আমি হলাম একজন ইন্দ্রিয়বিলাসী এবং তেমনিই রয়ে গেলাম। আর এই হোলো আমার ধ্বংসের মুল।

পাঁচ

"এরপর আমি আরো গভীর পাঁকে ডুবতে লাগলাম। তবু যা বললাম সে তো 'আমি' করেছি—যে আমি আমার সঙ্গীদের কাছে ভালছেলে বলে সর্বদা বিদ্রূপের পাত্র। আর যদি শুনতেন অন্য সব পোশাকে যুবকদের কথা, সেনাবাহিনীর অফিসারদের কথা, প্যারিসিয়ান-দের কথা! তবু এরাই (আমিও তার মধ্যে) যখন তিরিশ বছরের দুশ্চরিত্র লম্পট এবং এদের অন্তর যখন সহস্র অনাচারে ভরে উঠেছে, তখন কতো অতিথি সমাগমে এবং বলরুমে না এরা আপ্যায়িত হচ্ছে। নিখুঁত পরিস্কার পোশাক, গোঁফদাড়ি সযত্নে কামানো, সেণ্ট ঘষা মসৃণ ক্রটিহীন সান্ধ্য ইউনিফর্ম, যেন পবিত্রতার আদর্শ। কি রমণীয়!

"একমুহূর্ত ভেবে দেখুন কি হওয়া উচিত আর সেখানে সত্যিই কি হয়। হওয়া উচিত কি? যখন এই রকম চরিত্রের কোন লোক আমার ভগ্নি বা মেয়ের কাছে আসে আমি তাকে একপাশে ডেকে নিয়ে নিচুস্বরে বলবো: 'বন্ধু, কি-ভাবে জীবনযাপন কর আমি জানি, জানি তুমি কি ভাবে রাত কাটাও এবং কার সঙ্গে। তোমার উপযুক্ত স্থান এ নয়। এখানে অনিন্দসুন্দর নির্দোষ মেয়েরা রয়েছে। এখান

থেকে তুমি সরে পড়!' এই হচ্ছে যা হওয়া উচিত। আর সত্যিই যা হয়ে থাকে সে হচ্ছে: যখন এইরকম কেউ এসে আমার বোনের বা মেয়ের কোটি জড়িয়ে ধরে নাচে আমরা তাকে দেখে হাসি যদি সে কোন ধনী বা পদস্থ লোক হয়। ও, কি জঘন্য! কবে এই ঘৃণ্য মিথ্যার জাল ছিঁড়বে, কবে এই মিথ্যাকে মানুষ চিনবে!"

তিনি আবার সেই বিশেষ ধরনের শব্দ করলেন কয়েকবার, তারপর চা খেলেন। চা-টা ভীষণ কড়া এবং কাছে কোন জলও ছিল না যে একটু পাতলা করে নেওয়া যাবে। দু'গেলাস খেয়েছি তাতেই আমি ভীষণ উত্তেজনা বোধ করছি। তাঁরও ঠিক একই অবস্থা হচ্ছে। যতই চা খাচ্ছেন তিনি ততই উত্তেজিত হয়ে উঠছেন। গলার স্বর তীক্ষ্ম এবং স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কেবলই তিনি ঘুরেফিরে বসছেন—এই টুপি পরছেন, এই টুপি খুলছেন। অন্ধকারেও তাঁর মুখের অস্বাভাবিক পরিবর্তন ধরতে পারা যাচ্ছে।

"এইভাবে তিরিশ বছর পর্যন্ত চললাম।" তিনি আবার বলতে আরম্ভ করলেন। "এক সময়ের জন্যেও মন থেকে বিবাহ করে শান্তিতে জীবন কাটাবার ইচ্ছা অন্তর্হিত হয়নি। এই উদ্দেশ্যে একজন উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধানে লাগলাম। অত্যন্ত সতর্ক সমালোচক দৃষ্টি নিয়ে খুঁজতে লাগলাম একটা মেয়ে যার পবিত্র জীবন সত্যই তাকে আমার স্ত্রীর মর্যাদা দেবে। কয়েকজনকে প্রত্যাখ্যান করলাম কারণ তারা আমার মতে সুচরিত্রা নয়। অবশেষে আমার অনুসন্ধান সফল হোলো। একজনকে খুঁজে পেলাম আমার মনোমত।

"সে এক জমিদারের মেয়ে। অবস্থা একসময় ভালই ছিলো, কিন্তু এখন নিঃস্ব সঙ্গতিহারা। একদিন সন্ধ্যায় সে আর আমি নৌকায় বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। রাত্রি করে শুভ্র জ্যোৎস্না রাতে ফিরছিলাম

ঘরে। পাশাপাশি বসে তার সুন্দর কোঁকড়া চুল আর পরিমিত পোশাকে সুগঠিত দেহসুষমা আমাকে অভিভূত করছিল। হঠাৎ মনে হোলো এই তো সেই। সে রাত্রে আমি অনুমাণ করলাম আমার মনের ভাব সে বুঝেছে আর আমি যা ভেবেছি সে আরো মহান। আসলে এই আকর্ষণের মূলে ছিলো কোঁকড়া চুল আর গেঞ্জি, দেহের সুষমাকে ফুটিয়ে তু'লে যা কাছে পাবার প্রেরণা জাগিয়েছে।"

"কি অদ্ভুত আমাদের মোহ। যেন সৌন্দর্যই হচ্ছে সততা। একটা সুন্দরী মেয়ে যা তা বলে যাবে, আমরা তার মধ্যে অসংগতি পাইনে, পাই জ্ঞানের পরিচয়। সে কথায় কাজে ঘৃণ্য ব্যাপার করবে, আমাদের কাছে তা প্রীতিকর মনে হবে। সে যদি কথায় কাজে অসংগতি বা নীচতার পরিচয় না দেয় আমরা সোজা তাকে জ্ঞান এবং মানবতার আদর্শ প্রতীক বলে ধরে নেব। ব্যাপার হোলো—আমি মুগ্ধ হয়ে বাড়ি ফিরলাম। তাকে ভাবলাম আদর্শের মূর্ত প্রতীক, আমার স্ত্রী হবার যোগ্য। পরদিন আমি বিবাহের প্রস্তাব করলাম।

"কি অদ্ভূত ধারণা! আমাদের সমাজে বা নিম্নস্তরের লোকুদের ভেতরেও হয়তো হাজারকরা এমন একজনও নেই যে ডন জুয়ানের মত বিবাহের পূর্বে অসংখ্যবার বিবাহ করেনি। (অবশ্য এখন সত্যিই এমন সৎচরিত্র লোকের কথা শোনা যায় এবং আমি নিজেও জানি যারা চরিত্রের সততাকে ছোট করে দেখেন না। ভগবান তাঁদের সাহায্য করুন! কিন্তু আমাদের সময় দশ হাজারের মধ্যেও এরকম একটি মিলত না।) সবাই জানে এটা, তবু তারা না জানবার ভান করে।"

"সমস্ত উপন্যাসই নায়কের অনুভূতি আর উদ্দেশ্যহীন পর্যটনের কেন্দ্র লেক ও উদ্যানবৃক্ষাদির বর্ণনায় ভরতি। কিন্তু সে যখন কোন মেয়েকে

ভালবাসে তার পূর্ববর্তী জীবনের অভিজ্ঞতার কোন বর্ণনাই সেখানে পাওয়া যায় না। আর যদি থাকেও তবু যাদের জানবার প্রয়োজন সেই মেয়েদের হাতে সেগুলি দেওয়া হয় না। যে দুর্নীতি পুরুষদের জীবনের অর্ধেক জুড়ে আছে তাকে প্রথমত মেয়েদের কাছে ভণ্ডামি করে গোপন করা হয়। কালে কালে এই ভণ্ডামিতে আমরা এমন অভ্যস্ত হয়ে উঠি যে, আমরা সত্যিই বিশ্বাস করতে আরম্ভ করি আমরা চরিত্রবান্ আর পৃথিবীটাও সৎ। বেচারী মেয়েরা আন্তরিকভাবেই এই ভণ্ডামিকে বিশ্বাস করে। আমার স্ত্রীরও এই বিশ্বাস ছিলো। বিয়ের আগে আমার ডায়রী তাকে একবার দেখালাম। ডায়রী থেকে আমার পূর্ব জীবনের কিছু কিছু পরিচয় সে পেলো। বিশেষ করে আমার সর্বশেষ প্রণয়কাহিনী আমি তাকে দেখানোই প্রয়োজন মনে করলাম পাছে অন্য কেউ তার গোচরে আনে। সে যখন জানলো এবং বুঝলো, মনে আছে আমার সে কি ভীষণ ভয় ভাবনা আর হতাশা! আমি বুঝলুম সে তখনই সমস্ত সম্বন্ধ চুকিয়ে দিতে চেয়েছিলো।

'কিন্তু কেন তা সে করল না?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

তিনি আবার সেই অদ্ভুত শব্দ করলেন।

"যাহোক ভালই হয়েছিলো, হ্যাঁ ভালই হয়েছিলো। আমি তার উপযুক্ত প্রতিদান পেয়েছি।

ছয়

"কিন্তু সে কথা না। আমি বলতে চাইছি যারা এই ব্যাপারে সত্যিই প্রতারিত হয় সে হচ্ছে মেয়েরা। মায়েরা পুরুষের সততায় বিশ্বাসের ভান করেন কিন্তু স্বামীর সহযোগিতায় তাঁরা যে ভাবের কাজ

করেন তা সম্পূর্ণ আপাতবিরোধী। তাঁরা জানেন নিজের জন্যে বা মেয়ের জন্যে লোক ধরতে কি টোপ ফেলতে হবে।

"আমরা পুরুষেরাই কেবল জানি না, কারণ আমরা জানতে চাই না। মেয়েরা ভালভাবেই জানে মহান প্রেম বা কাব্যিক ভালবাসা সদ্‌গুণের ওপর নির্ভর করে না। নির্ভর করে সচরাচর সাক্ষাতের ওপর, চুলটা কি ভাবে বিন্যাস করা হয়েছে, পোশাকটা কি ভাবে কাটা হয়েছে, রংটা কিরকম ইত্যাদির ওপর। একজন অভিজ্ঞ গণিকাকে জিজ্ঞেস করুন কোন পন্থা সে পুরুষ ধরবার জন্যে বেছে নেবেঃ প্রতারণা, নিষ্ঠুরতা আর অসদ্ আচরণ করা, না তার সামনে কুৎসিত কুরূপা হয়ে হাজির হওয়া। বিনা দ্বিধায় প্রথমটাকেই সে বেছে নেবে। সে জানে মানুষ সদাসর্বদা ভাবালুতার বড় বড় কথা বলে মিথ্যার জাল বুনছে। আসলে সে চায় মেয়েমানুষ। তদনুসারে অসদ্ আচরণকে তারা সহজেই উপেক্ষা করবে কিন্তু পোশাকটা ভাল কাটা না হলে বা রুচিসম্মত ভাবে আঁটসাঁট করে পরা না হলে তারা ক্ষমা করবে না, গণিকারা এবিষয়ে তীব্র সচেতন। প্রত্যেক নিরীহ মেয়েই অজ্ঞাতসারে এটা জানে। সূক্ষ্ম গেঞ্জি, উন্মুক্ত কাঁধের ইসারা, খোলা হাতের কামনা আর প্রায় উদলা বুক তো এই জন্যেই। মেয়েরা, বিশেষ করে যারা পুরুষদের স্কুলে শিক্ষা পেয়েছে, তারা জানে বড়ো বড়ো কথা আর গরম আলোচনা কেবল ফাঁকা বুলি, মানুষ চায় দেহকে আর যে সব আভরণ এই দেহকে সুন্দর করে তোলে। এই অভিজ্ঞতাকেই তারা কঠোর ভাবে অনুসরণ করে।

"আমরা যদি উচুস্তরের জনসাধারণের জীবনযাত্রা বিভ্রান্তি কাটিয়ে সত্য চোখে চেয়ে দেখি তাহলে দেখতে পাব তা কত ঘৃণ্য! কি বলছেন, আপনি স্বীকার করেন না? আমি প্রমাণ করছি। আপনি বলছেন

আমাদের সমাজের অন্তর্গত মেয়েদের মন পতিতাদের মনের উপজীব্য থেকে পৃথক কোন বস্তু নিয়ে কারবার করে। কিন্তু তা নয়।

"কেউ যদি বেঁচে থাকবার উদ্দেশ্য নিয়ে এবং জীবনের লক্ষ্য নিয়ে অন্য আর একজনের সঙ্গে দ্বিমত হয় তবে এই বিপরিতধর্মিতা নিশ্চয় তার স্বভাবের বহিঃপ্রকাশেও প্রতিফলিত হবে। তার দর্শনের পার্থক্যের মত বাইরের চেহারায়ও পার্থক্য পরিস্ফুট হবে। এবার চেয়ে দেখুন ঐ হতভাগ্য ঘৃণ্য পতিতাদের দিকে। তাদের সঙ্গে উচ্চ সমাজের মহিলাদের তুলনা করুন। কি দেখবেন আপনি? দেখবেন সেই বেশভূষা, সেই প্রসাধন, সেই অনাবৃত কাঁধ আর বাহুযুগল, সেই সংকল্প, সেই হিরাজহরত, সেই আমোদ প্রমোদ—সেই নাচ সেই গান। প্রথমোক্তরা যেমন এগুলিকে ব্যবহার করে প্রলুব্ধ করতে, তেমনি শেষোক্তরাও। তাদের মধ্যে একেবারে কোন পার্থক্যই নেই।

সাত

"আমি এই ভাবে বেশভূষা, কোঁকড়া চুল আর আঁটোসাঁটা দেহ-সুষমার কাছে ধরা দিলাম। আমাকে ধরা খুব সোজা ছিলো। আমি প্রেমিক হবার পরিবেশের মধ্যেই গড়ে উঠেছিলাম, কাঁকুড় যেমন গরম ঘরে থাকলে পেকে ওঠে। ভেবে দেখুন আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভাল ভাল খাবার আর সেই সঙ্গে সম্পূর্ণ অকর্মণ্য জীবনের কথা।

"আপনি হয়তো বিস্মিত হবেন কি হয়তো হবেন না কিন্তু এটা বিস্ময়েরই ব্যাপার। আমি নিজেও এটা অনেক দেরীতেই জেনেছি। গভীর দুঃখ পাই যখন ভাবি এবিষয়ে সবাই-ই অজ্ঞ। ফলে লোকে এমন সমস্ত বাজে কথা বলে—কিছুক্ষণ আগে ঐ মহিলাটি যেমন বলছিলেন।

গত বসন্তে কিছু চাষী আমাদের বাড়ির কাছে একটা রেলপথের বাঁধে কাজ করছিলো। একটা সবল চাষী যখন মাঠের লঘু কাজে নিযুক্ত থাকে তখন তার স্বাস্থ্য এবং কর্মক্ষমতা অটুট রাখতে রুটি, কভাস, এবং কিছু পেয়াজের প্রয়োজন। যখন রেল কোম্পানীর কাজে সে লাগে তখন তাকে দেওয়া হয় পোরিজ আর দৈনিক এক পাউণ্ড মাংস। এই মাংস আবার সে তিরিশ পড বোঝাই এক চাকার গাড়ি ঠেলে ষোল ঘণ্টার পরিশ্রমে শোধ করে, ঠিক যেটুকু তার সামর্থ্য। আমরা এদিকে অন্যান্য তাপবর্ধক খাদ্য পানীয় ছাড়াও জ্যাম, মাংস, মাছ খাই। এগুলি কোথায় যায়? এই অস্বাভাবিক আতিশয্য আর উদ্দীপনা আমাদের কৃত্রিম জীবনের ঘোলা পথে চলে রূপ নেয়, প্রেমে পড়ায়।

"এইভাবে আমি প্রেমে পড়লাম এবং উপযুক্ত পরিবেশের কোনটিরই অভাব ছিলো না। প্রেরণা, আবেগ, কাব্য, ভালবাসা সবই ছিলো। বাহ্যপ্রকাশ অন্তত ছিলো কিন্তু আসলে আমার ভালবাসা একদিকে মায়ের চাতুরী আর পোশাক প্রস্তুতকারকের কৌশল অন্যদিকে ভাল ভাল ভোজ আর অকর্মণ্যতার পরিণতি। এদিকে যদি কোন নৌকা-বিহার না ঘটতো, যদি সরু কোটিদেশ ফুটিয়ে তুলবার মত কোন দর্জি না থাকতো, আমার স্ত্রী যদি সাদাসিদে গাউন পরে বাড়িতেই থাকতো, আর আমি যদি ভদ্রভাবে জীবনযাপন করতাম তাহলে হয়তো আমি প্রেমে পড়তাম না বা তার পরিবর্তী ঘটনাগুলিও ঘটত না।

আট

"আমার এই মনের অবস্থা, আর পোশাকের এই বিশেষত্ব এবং নৌকাবাহন পর্ব ভালবাসার সৃষ্টি করল। এর আগে কুড়িবার ব্যর্থ হয়েছি। এবার সফল হলাম। আমি জালে পড়লাম।

"বিবাহটাকে জালে জড়িয়ে পড়া বলতে আমি রসিকতা করছি না। ব্যাপারটা সত্যি সত্যি কি ঘটে? একটা মেয়ে বড়ো হলে তাকে বিয়ে দিতেই হবে। প্রথম মনে হবে অতি সাধারণ ব্যাপার, মেয়েটা যদি নেহাত মর্কট চেহারার না হয়। বিবাহ ইচ্ছুক ছেলেও অনেক আছে। আগেকার কালে বিনিময়টা অত্যন্ত সহজ ছিলো। মেয়ে বড়ো হলে বাপ মায়েরা বিয়ের ব্যবস্থা করতেন। এখনো চীনাদের মধ্যে, ভারতীয়দের মধ্যে, মুসলমান এবং নিম্নস্তরের রাশিয়ানদের মধ্যে অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত জনসাধারণের প্রায় শতকরা নিরানব্বুই ভাগ লোকের মধ্যে এই প্রথাই বর্তমান। বাকি একভাগ বা তারও কম রয়ে গেলো আবিষ্কার করতে যে এটা শ্রেষ্ঠ উপায় না, নতুন প্রথা বের করতে হবে। এখন এই নতুন প্রথার মূল বিষয়বস্তু কি? মেয়েরা ঘরে বসে থাকবে আর যুবকেরা যাবে যেন বাজারে গিয়ে জিনিস পছন্দ করবে। মেয়েরা উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করবে আর মনে মনে বলবে (অথচ স্পষ্ট করে বলতে সাহস করবে না) 'দয়া করে আমাকে নাও, হে প্রিয়! না, আমাকে নাও। ওকে না, আমাকে। দেখো, কি কাঁধ আমার!' আর আমরা পুরুষেরা তখন এদিক ওদিক ঘুরে সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করি, মনে মনে ভাবি। আমি নিশ্চিত জানি

আমি ধরা দেবো না। এইভাবে আমরা আগু বাড়ি আবার পেছন হটি, ভেবে উল্লসিত হই সবকিছুই আমাদের জন্যে এমন সুন্দর ভাবে গোছানো রয়েছে। হঠাৎ আমাদের মধ্যে একজন হোঁচট খায়, পড়ে যায়, জালে ধরা পড়ে।"

'কিন্তু আপনি কি হতে বলছেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। আপনি নিশ্চয় চান না যে মেয়েরাই ছেলেদের কাছে প্রস্তাব করবে?'

"আমি সত্যিই জানি না আমি কি চাই। আমি কেবল মনে করি সমতার প্রশ্ন যদি তোলা হয় তবে সত্যিই সমতা প্রতিষ্ঠিত হোক।

"যদি পেশাদার ঘটকদের দিয়ে বিবাহ হীন পন্থা হয় তবে আমাদের পন্থাটা আরো হাজার গুণ নীচ। কারণ প্রথম ব্যাপারে দাবী এবং সুযোগ সম্ভাবনা দু'দিকেই সমান, শেষোক্ত ব্যাপারে মেয়েরা হয় কৃতদাস নাহলে প্রলুব্ধকারী।

"মা বা তাঁর মেয়েকে এই সত্য কথাটা বলুন যে তাদের সমস্ত চেষ্টাটাই হচ্ছে কি করে স্বামী ধরা যায়। সর্বনাশ! কি অপমান তাদের করা হবে! তবু সবাই তারা তাই করে। এছাড়া তাদের করবার কিছু নেই। বিশেষ করে বেদনাদায়ক যখন দেখি খুব অল্প বয়সের হতভাগ্য নির্দোষী মেয়েরাও এই কাজে ব্রতী হয়েছে। ব্যাপারটা অত্যন্ত করুণ। যদি খোলাখুলি ভাবে হোত তাহলে ভিন্ন কথা। কিন্তু আসলে সবই প্রতারণা।

"'আঃ, বিবর্তনবাদ কি আশ্চর্য থিওরী।' মা হেসে বলবেন। 'লিলি ছবি আঁকায় খুব উৎসাহী!' 'তাহলে কি প্রদর্শনীতে যাবার প্রস্তাব করছ?' 'কি বিজ্ঞ প্রস্তাব!' 'গাড়ীতে বেড়াতে যাবার প্রস্তাব?' 'সিনেমা!' 'কনসার্ট!' 'আঃ, কি অপূর্ব!' 'লিলি একেবারে

গানের জন্যে পাগল!' 'আর তুমি, কি আশ্চর্য তুমি এটা সমর্থন কর না?' 'নৌকায় বেড়াতে যাবার প্রস্তাব! আঃ চমৎকার!'

"এ সমস্ত ছোট ছোট বক্তব্যের পেছনে একই অর্থ। সাদা কথায় বললে দাঁড়ায়ঃ 'আমাকে নাওঃ ওঃ, দয়া করে আমাকে নাও!' 'আমার লিলিকে নাও!' 'না, প্রিয় আমাকে নাও!' কি অভিশপ্ত ঘৃণ্য মিথ্যাচার!" বাকি চা-টা খেয়ে তিনি কাপ ডিশগুলি গোছাতে লাগলেন।

নয়

চা চিনি ব্যাগে তুলে রেখে তিনি আবার বলতে আরম্ভ করলেন, "এই হচ্ছে মেয়েদের প্রভুত্বের গোড়ার কথা, সমস্ত পৃথিবী আজ যার জন্যে ভুগছে।"

'মেয়েদের প্রভুত্ব কি রকম?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। 'সমস্ত সুযোগ সুবিধাই তো ছেলেদের দিকে।'

"আমি ঠিক যা বলতে যাচ্ছিলাম।" তিনি বাধা দিয়ে বল্‌লেন, "মেয়েরা একদিকে হীন পর্যায়ে নেমে গেছে কিন্তু অন্যদিকে আবার তারাই সর্বশক্তিমান। তাদের অবস্থা এক্ষেত্রে ইহুদীদের মত। ইহুদীরা যেমন তাদের ওপর অন্যায় অত্যাচারকে পূরণ করে নিয়েছে অন্য দিক দিয়ে ক্ষমতা বিস্তার করে, তেমনি মেয়েরাও। ইহুদীরা হয়তো বলে—'তোমরা হুকুম জারি করেছ ব্যাবসা ছাড়া অন্য কিছু আমরা করতে পারবো না? বেশ, বণিক হিসাবেই আমরা তোমাদের ওপরে কর্তৃত্ব করব।' 'তোমরা নির্দিষ্ট করে দিয়েছ যে আমরা শুধু ভোগের সামগ্রী হয়েই থাকব?' মেয়েরা বলবে, 'বেশ, আমরা তোমাদের ক্রীতদাসে পরিণত করব।'

"ভোটের ক্ষেত্রে, আইন-পরিষদে বা দেশের অন্য কোন কাজে কিন্তু মেয়েদের অধিকারকে অস্বীকার করা হয় না, কেবল সমাজে স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধের ব্যাপারে তাদের অধিকারকে খর্ব করা হয়েছে। স্বামী নির্ণয়ে তাদের কোন অধিকার নেই, বেছে নেওয়া পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হবে।

"আপনি বলবেন এ অধিকার তাদের হাতে সঁপে দিলে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হবে? বেশ, তাহলে পুরুষদেরও সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করুন। বর্তমানে এ অধিকার পুরুষদের একচেটিয়া। মেয়েরা তাই পুরুষের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তার ক্ষতিপূরণ করে। পুরুষদের মন তারা এমনভাবে প্রভাবিত করে যে পছন্দটা একটা বাহ্য রীতিতে দাঁড়িয়ে যায়। আসলে পছন্দ করে তারাই এবং একবার এই মন জয় করবার কৌশলটা আয়ত্ত করতে পারলে তারা তার অপব্যবহার করে পুরুষদের ওপর অসাধারণ প্রভুত্ব বিস্তার করে।"

'কিন্তু এই আশ্চর্য ক্ষমতাটা কিভাবে প্রকাশ পায়?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"সব বিষয়েই, সব ক্ষেত্রেই। ধরুন একটা শহরের দোকানপাটের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। জানালায় যে কতো ঐশ্বর্য জড়ো আছে পরিমাপ করা যায় না। মানুষের কতো পরিশ্রম যে এতে ব্যয় হয়েছে তাও হিসাব করা যায় না। ভাল করে চেয়ে দেখুন, দেখতে পাবেন দশটার মধ্যে নটা দোকানেই পুরুষের জন্যে কোন জিনিস দেখতে পাবেন না। বিলাসিতার উপকরণের ব্যবসাটা মেয়েদের প্রয়োজনে এবং মেয়েদের জন্যেই বেঁচে আছে। ফ্যাক্টরীগুলি নজর করে দেখুন, তাদের মধ্যে বেশির ভাগই মেয়েদের জন্যে অপ্রয়োজনীয় যতো সব অলংকার, আসবাব, সাজসজ্জা, খেলনা ইত্যাদি তৈরি করছে। লক্ষ লক্ষ লোক

আর ক্রীতদাসেরা পুরুষানুক্রমে শুধু মেয়েদের এই খেয়াল চরিতার্থ করতে কারখানায় কারখানায় গোলামি করে জীবন পাত করছে। মেয়েরা সম্রাজ্ঞীর মত দশভাগের নয় ভাগ লোককে অবরোধে বন্দী করেছে আর কঠোর পরিশ্রমে বাধ্য করেছে।

"অধিকার খর্ব করে হীন করে রাখায় এই হচ্ছে পুরুষের ওপর তাদের প্রতিশোধের ধারা। এই সমস্ত ছলাকৌশল আমাদের নীতি দুষ্ট জীবনের উপর ক্রিয়া করবার উপযুক্ত করে তৈরি এবং এই ভাবে তাদের বিছানো জালে-ধরা দিতে তারা প্রলুব্ধ করে। মেয়েরা নিজেদের এমন উপভোগের পণ্যে পরিণত করেছে আর তাদের প্রভাব এতো প্রচণ্ড যে মানুষ সুস্থভাবে তাদের কাছে এগুতে পারে না। যেই সে নিকটবর্তী হবে অমনি তার মোহিনী শক্তিতে আটকে পড়বে, তার সমস্ত বিচারশক্তি লোপ পেয়ে যাবে। পূর্বেও বল-নাচে সাজপোশাকে দীপ্তিমান মেয়েদের সামনে আমি অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছি। এখনও সে দৃশ্য দেখে ভয়ে আঁতকে উঠি। এর মধ্যে আমি সমস্ত লোকের পক্ষেই সুস্পষ্ট বিপদের ইঙ্গিত পাই, যে বিপদের অস্তিত্ব আইনত থাকা উচিত নয়। আমি পুলিসকে ভেতরে ডেকে আনবার জন্যে উদ্যত হই, এই বিপদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য আবেদন করতে চাই, এদের সরিয়ে নিয়ে যেতে—এ কাজ বে-আইনী করতে সরকারকে বাধ্য করতে চাই।

"আপনি হাসছেন! কিন্তু হাসির কথা কি? এর মধ্যে পরিহাসের কিছু নেই। একদিন আসবে, এবং হয়তো শিগ্‌গিরই আসবে, লোকে যখন আশ্চর্য হয়ে ভাববে কি করে সমাজ এইরকম শান্তিভঙ্গকারী কাজকারবার সহ্য করেছে। এই দেহসজ্জাকে সমাজ আজ অবহেলা করছে। অথচ ইন্দ্রিয়লালসা জাগাবার জন্যে এর উদ্ভব। সমাজের

পক্ষে একি ক্ষতিকর নয়? ঠিক যেন ফাঁদ পাতা হয়েছে পথেঘাটে অলিগলিতে। না, তার চেয়েও এ মারাত্মক! আমি জিজ্ঞেস করি, জুয়া খেলা বেআইনী করা হয়েছে অথচ সাজগোজ করা মেয়েদের কেন বে-আইনী করা হয়নি? তবু শেষেরটাই আগেরটা থেকে বেশি মারাত্মক।

দশ

"এই কৌশলে শেষ পর্যন্ত আমিও ধরা পড়লাম। আমি এখন যাকে বলা হয় 'প্রেমে পড়লাম।' তাকে শুধু যে আদর্শ মেয়ে বলেই ধরে নিলাম তাই নয়, যতক্ষণ তার সঙ্গে কথা বলছিলাম ততক্ষণ আমি নিজেকেও মনে করছিলাম আদর্শ যুবকদের প্রতীক বলে। সত্য বলতে পৃথিবীতে এমন একজন নিকৃষ্ট পাপীও নেই যে, ভাল করে খুঁজলে তার চেয়েও নিকৃষ্টতর কোন পাপীর সন্ধান না পাবে। আর এতেই সে গর্বিত।

"আমার বেলায়ও সেই একই ব্যাপার। টাকার জন্যে বিবাহ করতে যাইনি আমি। আমার চেনাপরিচিতদের মধ্যে অনেকেই বিবাহ করেছে স্ত্রীর যৌতুকের আশায় বা প্রভাবশালী কুটুম্ব পাবার আশায়। এখানে আমি ধনী আর সে বিত্তহীন। আরো এক বিষয়ে আমি গর্ববোধ করছিলাম। অন্যেরা বিবাহ করে বিবাহের পূর্বের অসৎ জীবনটাকেই টেনে চলবার দৃঢ় ইচ্ছা নিয়ে, আর আমি বিবাহের পরে স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাসী থাকবার কঠিন শপথ নিয়েছিলাম। ফলে আমার ওপরে আমার অসীম শ্রদ্ধা বেড়ে গিয়েছিলো। এজন্যে আমি নিজেকে দেবদূত বলে আত্মপ্রসাদ পেয়েছি।

"খুব অল্পদিনই আমি বাগদত্ত ছিলাম। তবু সে সময়টার কথা

স্মরণ করতে লজ্জা হয়। ওঃ, কি ঘৃণ্য! আমাদের প্রেমকে আমরা আদর্শ প্রেম বলে মনে করতাম। কিন্তু আমাদের প্রণয় নিবেদন যদি পবিত্র হোত তবে আমাদের প্রত্যেকটি কথার ভেতর প্রত্যেকটি আলোচনার ভেতর তা প্রকাশ পেতো। প্রকৃতপক্ষে সেরকম কিছুই হয়নি। একলা থাকলে আমাদের মধ্যে কোন কথা বলাই কঠিন হয়ে দাঁড়াত। আমি কিছু বলব ভাবলাম, বললাম—আবার সব চুপচাপ। মাথা ঘুলিয়ে ফেললাম নতুন কিছু বলবার জন্যে—কিন্তু আর বলবার মত কিছুই নেই। আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সবই আলোচনা হয়ে গেছে, এর বেশি আর কি আলোচনার আছে? যদি আমরা পশু হতাম তবে অন্তত জানতাম আমাদের কিছু বলবার কথা নয়। কিন্তু পশু নই বলেই কিছু বলতে বাধ্য হতাম। এই সঙ্গে যোগ করুন সেই সব লজ্জাকর অধ্যায়—মিঠাই আর ভোজ খাওয়া, মধুমাস সম্বন্ধে আলোচনা, স্ত্রীর সকালের পোশাক, আমার সকালের কোট টয়লেট ইত্যাদি। অবশ্য লোকে যদি সেই পুরানো চার্চ পুরোহিতদের মতে বিবাহ করে, তবে যৌতুক, বিছানা পালঙ্ক ইত্যাদি জিনিস কেবল ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময়কার সূক্ষ্ম হিসাবের মধ্যে পড়ে। কিন্তু আমাদের দেশে যারা বিবাহ করে তাদের মধ্যে দশজনে একজনও বিশ্বাস করে না এই মিলনে কোন বন্ধনের বাধ্যবাধকতা স্বীকৃত হয়। আমি বলছি না যে, তারা ধর্মানুষ্ঠানের সার্থকতায় বিশ্বাস করে না। এখানে শতকরা একজনও হয়তো নেই যে পূর্বেই বিবাহিত জীবন যাপন করেনি—পঞ্চাশ জনে একজনও হয়তো নেই যে সুযোগ পেলে ধর্মনাশের প্রস্তাব করেনি। আমাদের দেশে চার্চ অনুষ্ঠানটিকে অধিকাংশ লোকে একটা চুক্তি ছাড়া অন্য কিছু মনে করে না—যার বিনিময়ে একটা মেয়ের ওপর তারা অধিকার পাবে।

এগার

"এইভাবে সবাই বিয়ে করে, আমিও করলাম। তারপর আরম্ভ হোলো বহু বিশ্রুত মধুমাস। নামটার কি হীন প্রয়োগ!

"একদিন প্যারিসের রাস্তায় ঘুরছিলাম। দূর থেকে দেখলাম একটা সাইনবোর্ড। সশ্রু সম্বলিত এক নারীমূর্তি আর এক জলহস্তী। ভেতরে গিয়ে দেখলাম ব্যাপারটা খুবই সাধারণ। এক বামনকে মেয়ে সাজানো হয়েছে আর জলহস্তীর চামড়ায় ঢেকে একটা কুকুরকে টবের জলে দেওয়া হয়েছে সাঁতার কাটতে। সমস্ত ব্যাপারটাই বিরক্তিকর। আমি যখন বেরিয়ে আসছি প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ অনিচ্ছা সত্বে আমার সঙ্গে সঙ্গে এসে বাইরে অপেক্ষমান জনতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন—'আপনারা এঁকে জিজ্ঞেস করতে পারেন ব্যাপারটা সত্যিই দেখবার মত কিনা। আসুন—ভেতরে আসুন। মাথাপিছু এক ফ্রাঁ।' আমি লজ্জায় বলতে পারলাম না যে, দেখবার মত কিছুই নয়। প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষও আমার এই দৌর্বল্যের ওপর নির্ভর করেছেন। এক্ষেত্রেও ব্যাপারটা তাই। যাঁরা মধুমাসের অসারতাকে উপলব্ধি করেছেন তাঁরা অন্যদের ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে চান না। কারু ধারণাকে বদলাতে বলছি না আমি, তাই বলে সত্য কথাটা না বলবার কোন কারণও দেখছি না। বরং সত্যটা প্রকাশ করবার দায়িত্ব আমার ওপরে চেপেছে বলে আমি মনে করি।

"এই সময়টার কথা মনে হলে আমার স্মরণ হয় বহুদিন আগে প্রথম যখন ধূমপান করা শিখছি তখনকার কথা। যখন পাকস্থলী ঘুলিয়ে

উঠতো, মনে হোত অসুস্থ হয়ে পড়ছি। গালে জমে উঠতো থুথু আর দ্রুত তা উদরস্থ করে এমন ভাবে চাইতাম যেন সমস্ত ব্যাপারটা ভারি প্রীতিকর।

'মধুমাস সম্বন্ধে আপনার ধারণা কিন্তু অদ্ভুত,' আমি বললাম। 'যে ভাবে দুটি লোকের একত্র বাস অসুস্থতার সঙ্গে তুলনা করছেন তাতে পৃথিবীতে মানুষের বংশ যে লোপ পেয়ে যাবে ?'

"ঠিকই ; মানুষের বংশ যদি লোপই পায় তবে করা যাবে কি ?" তিনি যেন এই স্বাভাবিক প্রতিবাদটির জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। "ইংরেজ লর্ডদের বলুন চেহারার লালিত্য রক্ষার জন্যে সন্তানের জন্মদিতে বিরত থাকুন, এতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু কেবল নীতির খাতিরে সন্তান জন্মাতে বিরত থাকতে উপদেশ দিন—সর্বনাশ! কি সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটবে তাহলে!

"ক্ষমা করবেন, আলোটা বড় চোখে লাগছে। ঢাকা দিলে আপনার কোন আপত্তি আছে ?" আমার কিছু আসে যায় না বলাতে তিনি উঠে স্বভাবসুলভ ব্যস্ততার সঙ্গে আলোর ওপরে পশমের ঢাকনাটা টেনে দিলেন।

'তবু', আমি বললাম, 'প্রত্যেকে যদি এই নীতি নিয়ে চলতে আরম্ভ করে তবে শিগ্‌গিরই মানববংশ লোপ পাবে।'

তিনি তখনই উত্তর দিলেন না।

"আপনি জানতে চাইছেন মানববংশ কি ভাবে স্থায়ী হবে ? কিন্তু মানববংশকে স্থায়ী হতে হবে কেন ?"

'কেন ?' আমি বললাম, 'কারণ অন্যথায় আমাদের অস্তিত্বই থাকে না।'

"কিন্তু আমাদের অস্তিত্বই বা থাকতে হবে কেন ?"

'কেন? কারণ আমরা বাঁচতে চাই, এই জন্যে।'

"বেশ, কিন্তু আমরা বাঁচতে চাইব কেন, যদি কোন উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যই না থাকলো তবে বেঁচে কি হবে? আমাদের যদি শুধু বেঁচে থাকবার জন্যই জীবন ধারণ করতে হয় তবে বাঁচবার কোন উদ্দেশ্য নেই। তাহলে সোপেনহাওয়ার আর বৌদ্ধদের মতই ঠিক। অপরদিকে মানব জীবনের যদি কোন উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যই থাকে তবে স্পষ্টতই সে লক্ষ্যে পৌছন পর তার অস্তিত্বের আর কোন প্রয়োজন নেই। এতো খুবই স্পষ্ট কথা।" বক্তব্যের ওপর জোর দিয়ে তিনি সুস্পষ্ট আবেগের সঙ্গে পুনরুক্তি করলেন:

"হাঁ, এতো খুবই স্পষ্ট। আমার বক্তব্যটা এবার একটু মন দিয়ে শুনুন: মানব জীবনের লক্ষ্য যদি শান্তি সততা আর ভালবাসা হয়; অতীতে ধর্মগুরুরা যে ভাবে বলে গেছেন যে সমস্ত মানুষ পরস্পরের প্রতি প্রেমে আবদ্ধ হবে, তরবারি রূপান্তরিত হবে লাঙলের ফালে ইত্যাদি তাহলে এই লক্ষ্যে পৌছাতে আমাদের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে কি? আমাদের চিত্তবিকার। এর মধ্যে আবার সব চেয়ে প্রবল, সবচেয়ে ঘৃণ্য এবং সবচেয়ে অনমনীয় হচ্ছে ইন্দ্রিয়লালসা। আমরা যদি এই চিত্তবিকারগুলির এবং সেই সঙ্গে এই সর্বশেষ অথচ সর্বপেক্ষা মারাত্মকটির ও মূলোৎপাটন করতে পারি তবেই ভবিষ্যদ্বাণী একদিন রূপায়িত হবে বাস্তবে—মানুষ পরস্পরের প্রতি প্রেমে আবদ্ধ হবে, মানবজীবনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে—মানব জাতির বেঁচে থাকবার আর কোন প্রয়োজনই থাকবে না।

"মানুষ যতোদিন বাঁচে ততদিন একটা আদর্শের দিকে চলতে থাকে এবং তার আদর্শ কখনই ইদুরের মত যত সম্ভব শুধু বংশ বৃদ্ধি করে যাওয়াই নয়, তার আদর্শ সত্যে পৌছান। সে সত্যে পৌছানর পথ

হচ্ছে সংযম মিতাচার এবং সততা। এই আদর্শের দিকেই মানুষ এতোদিন চলতে চেয়েছে এবং এখনো চলছে। ১

"এ সমস্তর পরিণাম এবার চেয়ে দেখুন। ভালবাসা আর চিত্তবিকার একই দ্বারপথে এসে হাজির হয়। এ পুরুষের লোকেরা উদ্দেশ্যে পৌছাতে পারেনি। কিন্তু কেন? কারণ তাদের চিত্তবিকৃতি এবং ইন্দ্রিয় লালসা। এই চিত্তবিকৃতি নির্মূল হয়নি বলে মানুষের নতুন এক বংশ এই পৃথিবীতে এলো পুনরায় লক্ষ্যে পৌছবার প্রচেষ্টা নিয়ে। যদি তারাও অকৃতকার্য হয় তবে সেও ঐ একই কারণে হবে এবং তাদের অকৃতকার্যতা নিয়ে আসবে নতুন এক বংশ এবং এইভাবেই চলতে থাকবে যতোদিন না পৌছান যাবে লক্ষ্যে, সফল হবে ভবিষ্যৎবাণী এবং মানুষ প্রেমের বন্ধনে পরস্পরে আবদ্ধ হবে।

"ব্যাপারটা যদি অন্যরকম হোত তাহলে কি হোত? ধরুন ভগবান মানুষকে একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে তৈরি করেছেন। তাকে মরণশীল কিন্তু চিত্তবিকৃতিশূণ্য করেছেন অথবা ধরুন তাকে অমর করে গড়েছেন! পূর্বের ক্ষেত্রে সে উদ্দেশ্যে এবং লক্ষ্যে না পৌছেই মরে যাবে, ভগবানকে তখন আর একদল মানুষ সৃষ্টি করতে হবে সেই উদ্দেশ্যে এবং লক্ষ্যে পৌছবার জন্যে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, মানুষ যদি অমর হিসেবে তৈরি হয়ে থাকতো তবে হয়তো বহু হাজার বৎসর পরে সে লক্ষ্যে গিয়ে উপস্থিত হোত। (কিন্তু এটা অত্যন্ত অসার্থক কল্পনা। আমরা দেখি নতুন বংশধরদের পক্ষে পুরানোদের ভুল সংশোধন করে ঠিক পথে অগ্রসর হওয়া যতো সোজা, একই লোকের পক্ষে ভুল সংশোধন করে চরিত্রের পরিবর্তন আনা তত সোজা নয়।) এর পরেও তাদের বেঁচে থাকবার আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? তাদের নিয়ে তখন কি করা হবে? বস্তুত বর্তমান অবস্থাই ভাল।

"কিন্তু আমার মনে হয় যে ভাবে আমি বিষয়টাকে বললাম আপনার ভাল লাগেনি। আপনি বোধ হয় একজন বিবর্তনবাদী। কিন্তু তাহলেও আপনি এর সত্যতাকে অস্বীকার করতে পারবেন না। জীবজগতের শ্রেষ্ঠ হচ্ছে মানুষ। অপর প্রাণীজগতের সঙ্গে সংগ্রাম করে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্যে তাকে একত্র থাকতে হবে, মধুমক্ষিকার মত সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে এবং সীমাহীন প্রজনন এবং বংশবৃদ্ধি রোধ করতে হবে! মধুমক্ষিকার মত তাকে নপুংসকের জন্ম দিতে হবে অর্থাৎ জন্মটাকে সীমাবদ্ধ করতে হবে। কোন প্রকারেই যৌনতৃপ্তিকে উৎসাহিত করা চলবে না, আমাদের সমাজ যা উৎসাহভরে বিচক্ষণতার সঙ্গে করে থাকে।"

কিছুক্ষণ থেমে তিনি আবার বলতে আরম্ভ করলেন: "মানব জাতি বিলুপ্ত হবে? কিন্তু কারু কি এবিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ আছে। যে চোখেই তিনি পৃথিবীকে দেখুন! কেন, এ তো মৃত্যুর মতই অবধারিত। প্রত্যেক ধর্মেই বলে পৃথিবী আজ না হোক কাল লুপ্ত হবে। আধুনিক বিজ্ঞানও সেই মতবাদই প্রচার করে। নীতি-শাস্ত্রও যে পুনঃ পুনঃ এই এক কথাই বলছে তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে?"

বহুক্ষণ আর কিছু বলতে শোনা গেলো না তাঁকে। এই সময় তিনি চা খেয়ে আবার সিগারেট ধরালেন। সিগারেটটা শেষ পর্যন্ত খেয়ে ব্যাগ থেকে আরো কিছু বের করে পুরানো অপরিষ্কার সিগারেট কেসে ভরে রাখতে লাগলেন।

'আমি আপনার অবস্থা বুঝতে পারছি', আমি বললাম, 'শেকাররাও কিছুটা এইরকম মতবাদই প্রচার করে।'

"তারা ঠিকই বলে।" তিনি উচ্ছ্বসিত ভাবে বলে উঠলেন,

"চিত্তবিকৃতি সে যেরূপেই আসুক না কেন ক্ষতিকর—ভীষণ ক্ষতিকর, যাকে বাধা দিতে হবে, আমাদের সমাজের মত প্রশ্রয় দিলে চলবে না। 'যদি কেউ লালসার দৃষ্টিতে চায় কোন রমণীর প্রতি, অন্তরে সে অনেক আগেই তার প্রতি ব্যভিচারী হয়েছে।' বাইবেলের এই ধর্মোপদেশ শুধু কেবল অপর একজনের স্ত্রীর প্রতি প্রজোয্য নয় নিজের স্ত্রীর ক্ষেত্রেই বিশেষ করে প্রজোয্য। আমাদের বর্তমান জগতের প্রচলিত মতবাদ এর সম্পূর্ণ বিপরীত; ফলে যা হওয়া উচিত তা নয়। বিবাহ উপলক্ষে ভ্রমণ, প্রমোদ অভিযান এবং বিবাহিত যুবক যুবতীকে অভিভাবকদের ইচ্ছায়ই পৃথক বাসের ব্যবস্থা—এগুলি অসংযত ইন্দ্রিয়বিলাসের স্বাধীনতা ছাড়া আর কি?

বার

"কিন্তু শিগ্‌গিরই হোক আর দেরিতেই হোক নৈতিক আইন তার অমান্যকারীর কাছে প্রত্যেকটা কাজের জন্যে যথোপযুক্ত দণ্ডবিধান দিতে হাজির হবে। তাই মধুমাস সফল করে তুলবার আমার প্রত্যেকটা চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য ছিলো। এই সময়টা আমার কাছে ছিলো লজ্জাকর, বিরক্তিকর এবং শিগ্‌গিরই আমার মনে হোলো অসহ্য।

"খুব তাড়াতাড়িই ব্যাপারটা এই রূপ নিল। একদিন স্ত্রীকে অত্যন্ত মর্মাহত দেখলাম। আমার মনে হয় সেটা বোধহয় বিবাহের পর তৃতীয় বা চতুর্থ দিন হবে। খুন্ন হবার কারণটা কি জিজ্ঞেস করে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম কারণ আমি জানতাম আমার কাছ থেকে সে কেবল এই আশা করে। কিন্তু সে আমার হাত

দুখানি ঠেলে সরিয়ে দিয়ে কেঁদে ফেললো। ব্যাপার কি সে বলতে পারছে না। কিন্তু সে যে খুবই মর্মাহত এবং বিষণ্ণ তাতে কোন সন্দেহ নেই। সম্ভবত আমাদের সম্বন্ধের আসল পরিচয় তার স্নায়ুচেতনায় ধরা পড়েছে। কিন্তু সে তার অনুভূতিকে প্রকাশ করতে পারছে না। আমি তাকে প্রশ্ন করে চললাম। সে বললো, মায়ের জন্যে মন কেমন করছে। আমি বুঝলাম কথাটা মিথ্যে। মায়ের কোন উল্লেখ না করেই তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলাম। তবু সে হঠাৎ আমার দোষ ধরলে কারণ তার মায়ের কথা আমি কিছুই বলছি না, তার কথায় আমি অবিশ্বাস করছি। সে বললে, এখন সে দেখতে পাচ্ছে আমি তাকে ভালবাসি না। এবার তাকে একটু মৃদু তিরস্কার করতে তার মুখের ভাব গেল বদলে। সে আমাকে নিষ্ঠুর এবং আত্মগত ভাবে গালাগাল দিয়ে চললো। আমি তার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলাম। দেখলাম তার সমস্ত অংগপ্রত্যংগ ঘোষণা করছে আমার প্রতি বিরাগ আর শত্রুতা—বলতে গেলে সত্যিকারের ঘৃণা।

"আমার মনে আছে আমি কি ভাবে আঁৎকে উঠেছিলাম; এর অর্থ কি? কি করে এ সম্ভব? ভালবাসা—দুটি আত্মার একাত্ম মিলন। তার পরিবর্তে, এই হোলো তার পরিণতি! 'একি কখনো হতে পারে?' আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম। 'এ নিশ্চয় সে নয়!'

"তাকে আমি আশ্বাস দিয়ে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু পরক্ষণেই এমন দুর্ভেদ্য হিংসা বিদ্বেষের মুখোমুখি হলাম যে আমি কোথায় আছি জানবার আগেই আমাকে ছিটকে ফেলে দিলে ক্রুদ্ধ উত্তেজনার মধ্যে। আমরা পরস্পরে কতকগুলি অপ্রীতিকর কথা কাটাকাটি করলাম।

"এই প্রথম ঝগড়া আমাদের ওপর এক বর্ণনাতীত বিভীষিকার ছাপ রেখে গেলো। আমি একে 'ঝগড়া' বললাম কিন্তু এটা সে জাতীয় কিছু নয়। আমাদের মধ্যে যে বিভেদের অতলস্পর্শী গহ্বর রয়েছে এটা কেবল তারই আত্মপ্রকাশ। যাকে আমরা ভালবাসা বলেছিলাম সেটা গত হয়েছে। তার পরিবর্তে এখন আমরা পরস্পরে মুখোমুখি দাঁড়ালাম আমাদের স্ব স্ব পরিচয়ে—দু'জন আপনধর্মী অপরিচিত ব্যক্তি।

"আমাদের ভেতরে যা ঘটে গেলো তাকে আমি 'ঝগড়া' নাম দিয়েছি। কিন্তু এটা ঝগড়া নয়ঃ এটা আমাদের উভয়ের মধ্যেকার সম্বন্ধের একটা ক্ষীণ আভাস। আমি তখন বুঝতে পারিনি যে এই বিরাগ আর হিংসাই আমাদের মধ্যে স্বভাবিক সম্পর্ক হয়ে দাঁড়াবে। কারণ তখন আমাদের বিবাহিত জীবনের প্রথম উষায় এই মনোভাব আবার ভালবাসার বাষ্পাবেগে দৃষ্টির বাইরে চাপা পড়ে গেল। আমি মনে করলাম আমরা কেবল একটু ঝগড়া করেছি কিন্তু আবার মিটিয়ে ফেলেছি এবং এরকম পরস্পরকে ভুল বোঝা ভবিষ্যতে আর কোনদিন হবে না।

"খুব বেশিদিন যায়নি। মধুমাসের মধ্যেই আবার একটা সময় এলো যখন আমরা পরস্পরকে আবার অপ্রয়োজনীয় মনে করলাম, ফলে আর একটা ঝগড়া বাধলো। এই দ্বিতীয় বারের ভুল বোঝা-বুঝিটা আমাকে বিচলিত করল প্রথমবার থেকে আরো বেশি। 'প্রথমবারের ব্যাপারটা তাহলে দৈবাৎ ঘটেনি।' আমি ভাবলাম, 'তার পেছনে ছিল একটা অপরিহার্যতা এবং এই অপরিহার্যতা থেকেই আবার এর সূত্রপাত হবে।' যে কারণে এই পরবর্তী ঝগড়ায় আমি আরো বেশি বিচলিত হয়েছিলাম তা হচ্ছে এর একান্ত হাস্যাস্পদ ওজরটি।

"কিছু একটা টাকার ব্যাপার, আমি যা কোনদিন গণ্য করি না এবং

স্বপ্নেও ভাবতে পারি না আমার স্ত্রী কোনদিন গণ্য করবে। আমার শুধু মনে পড়ছে আমার একটা কথাকে সে এমন ভাবে অর্থ করে বোঝালে যেন আমি টাকার দৌলতে তার ওপরে অযথা কর্তৃত্ব করতে চাইছি। অভিযোগটা মিথ্যা, অসংগত, নীচ এবং চিন্তার অতীত।

"আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। অভদ্র ভাবে তাকে ভর্ৎসনা করলাম। পরিবর্তে তার চোখ মুখের ভাবে প্রকাশ পেল সেই নিষ্ঠুর শত্রুতা যা পূর্বে আমার অন্তরকে বিতৃষ্ণায় ভরে দিয়েছে।

"আমার মনে আছে বাবার সঙ্গে বা ভায়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে ঝগড়া করেছি কিন্তু কখন এমনি তীব্র শত্রুতা ছিল না আমাদের মধ্যে যা আমার এবং আমার স্ত্রীর মধ্যে জেগে উঠলো। আবার এই পরস্পরের শত্রুতা তথাকথিত ভালবাসায় ঢাকা পড়তে বেশি সময় লাগল না। আবার আমি নিজেকে বুঝ দিলাম এই ঝগড়া দুটি মিথ্যা, শুধু পরস্পরে ভুল বোঝাবুঝি, যা সহজেই দূর হবে। তৃতীয় এবং চতুর্থ ঝগড়া কিন্তু ভুল ভেঙে দিল। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে এটা কোন দৈবাৎ ঘটনা না, কোন পরস্পরকে ভুল বুঝাবুঝি না, এটাই অপরিহার্য—এ ছাড়া অন্য কিছু হওয়া সম্ভব নয়, এই রকমই পর পর হতে থাকবে।

"ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে আমার অন্তর যেন ঠাণ্ডায় জমে গেল। আমার কষ্টের মাত্রা আরো বেড়ে গেল যখন ভাবলাম আমি বুঝি একাই আমার স্ত্রীর সঙ্গে এমনি অবিরত বিরোধের মধ্যে বাস করছি। অপর সবার থেকে একটা ভিন্ন জীবন যাপন করব বলে নিজে কত না গর্বই বোধ করেছি। অন্য সব লোককে মনে ভেবেছি আমাদের থেকে হতভাগ্য। আমি তখন জানতাম না যে প্রত্যেকের ভাগ্যই এমনি, প্রত্যেকেই মনে করে তার দুঃখটা স্বতন্ত্র। তারা অপরের কাছ থেকে এটা শুধু আড়ালই করে না, নিজেদের কাছেও গোপন করতে চায়।

"আমাদের বেলায় বিবাহের পরবর্তী দিনগুলি থেকেই এই অবস্থা শুরু হোলো এবং ক্রমেই জটিল এবং হিংস্র হয়ে উঠল। বিবাহিত জীবনের পরবর্তী সপ্তাহ থেকেই আমি অন্তরের গভীরে টের পেয়েছিলাম যে একটা জালে ধরা পড়েছি, আমার চিন্তায় যা ছিল বাস্তবে তা পায়নি এবং নিশ্চিত জানছিলাম আমার বিবাহ সুখের উৎস হওয়া দূরে থাক একটা ভারি বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে যা বহন করা আমার পক্ষে কষ্টসাধ্য। কিন্তু অন্য সবার মতই এটা আমি স্বীকার করতে রাজি হলাম না, শুধু অপরের কাছেই নয় আমার নিজের কাছেও স্বীকার করলাম না। আজও স্বীকার করতাম না যদি না ব্যাপারটা একেবারে চুকে গিয়ে থাকত।

"এখন যখন চিন্তা করি কি করে নিজের বাস্তব অবস্থার প্রতি চোখ বন্ধ করে ছিলাম তখন খুবই দুর্বোধ্য ঠেকে। একটা স্পষ্ট উদাহরণ থেকে তখন আমরা সহজেই বুঝতে পারতাম ব্যাপারটা। আমাদের সমস্ত ঝগড়ারই সূত্রপাত হোত অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে। সত্যিই বিষয়-গুলি এতো তুচ্ছ ছিল যে ফিরে আমরা মনেই করতে পারতাম না কি নিয়ে সূত্রপাত হোলো। শত্রুতার আকস্মিক বহিপ্রকাশের সঙ্গে তাল রেখে দ্রুত একটা ওজর মিলে যেত। আরো বিস্ময়কর ছিল পুনর্মিলনের জন্যে যে জঘণ্য ছলাকলার আশ্রয় নেওয়া হোত। সময় সময় কয়েকটি কথা, খানিকটা ব্যাখ্যা, এমন কি চোখের জলেই পুনর্মিলন হোত! তিক্ত গালাগালের পর একটা নিস্তব্ধতা ফিরে আসত—তারপর হাসি, চুমু আর আলিঙ্গন।"

তের

দুজন যাত্রী উঠলেন কামরায়। তাঁরা যতক্ষণ স্থীর হয়ে না বসলেন পজ্‌দ্‌নিশ্‌চেফ চুপ করে রইলেন। তাঁরা বসতে তিনি আবার আরম্ভ করলেন।

"কল্পনায় ভালবাসাকে রূপায়িত করা হয়েছে আদর্শ মহিমান্বিত অনুরাগ বলে কিন্তু বাস্তবে তা ঘৃণার সঙ্গে ছাড়া মনে করা যায় না। বিনা কারণে প্রকৃতি এই অবস্থার সৃষ্টি করেনি! এটা যদি ঘৃণার বিষয়ই হয় তবে গোপন না করে সেটা খোলাখুলি বলাই উচিত। কিন্তু লোকে তা করে না।

" 'আমাদের মধ্যে এই তীব্র ঘৃণা কি করে এল?' আমি আশ্চর্য হয়ে নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু এর উৎস খুবই স্পষ্ট। এই ঘৃণা হচ্ছে মানুষের নৈতিক চরিত্রের প্রতিবাদ অন্য চরিত্রের বিরুদ্ধে। তার চেয়ে কমও নয় বেশিও নয়। আমাদের পরস্পরের প্রতি ঘৃণা দেখে আমি চমকে গিয়েছিলাম। কিন্তু এই ঘৃণা ছাড়া অন্য কিছু আমাদের ভেতরে অসম্ভব ছিল। এই অবস্থা পরস্পরকে সন্দেহ করতে শেখায়। গোপন ষড়যন্ত্র এবং তাতে অংশ গ্রহণের সন্দেহ জাগায়।

"বোধহয় ভাবছেন আমি অন্য কথায় চলে যাচ্ছি। একটুও না। কি করে আমি আমার স্ত্রীকে হত্যা করলাম সেই গল্পটাই আপনাকে আমি খুলে বলছি। বিচারের সময় তারা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল কি দিয়ে কি ভাবে তাকে আমি হত্যা করেছিলাম। বোকা তারা তাই ভাবে তাকে আমি অক্টোবরের পাঁচ তারিখে ছুরি দিয়ে হত্যা

করেছি। আমি তাকে হত্যা করেছি তখন নয়; অনেক আগে—ঠিক এখন এই মুহূর্তে যেমন তারা সবাই তাদের স্ত্রীকে হত্যা করছে—সবাই —আঃ তারা সবাই।"

'কি রকম?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"সব চেয়ে আশ্চর্য যে লোকে এতো স্পষ্ট এবং সহজ জিনিসটাকেও দেখতে চায় না! চিকিৎসকদের যা জানা উচিৎ এবং উপদেশ দেওয়া উচিত সে সম্বন্ধে তাঁরা কৌশলে নীরব থাকেন।"

"পৃথিবীতে ধরুন যত পুরুষ আছে মেয়েও প্রায় ততো। সিদ্ধান্তটা খুবই সহজ। নিচুস্তরের জীবেরাও সেটা করে। মানুষের পক্ষে সেটা আবিষ্কার করতে খুব বেশি বুদ্ধির দরকার হয় না। সে হচ্ছে সংযম। সংযম একান্ত প্রয়োজন। আবিষ্কারটা যেহেতু সহজ সেই জন্যেই আবিষ্কারটা এতদিন হয়নি। বিজ্ঞান নতুন একপ্রকার জীবাণু আবিষ্কার করেছে। রক্তের মধ্যে সাঁতার কেটে বেড়ায় নাকি তারা। এমনি আরো অজস্র অনাবশ্যক বাজে বিষয় তারা আবিষ্কার করেছে। কিন্তু এখনো এই সত্যটা আবিষ্কার করবার মত অবস্থায় বিজ্ঞান পৌছায়নি। অন্তত কেউ শোনেনি কোনো বৈজ্ঞানিক এমন কোনো সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন।

"মেয়েদের বিপদ থেকে বাঁচতে তাই দুটি পথ খোলা আছে। এক—সন্তান জন্মাবার সম্ভাবনা সারাজীবনের জন্যে নষ্ট করে দেওয়া অথবা তাদৃশ অবস্থা উপস্থিত হলে মা হবার সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করা। সত্য বলতে দ্বিতীয়টিতে বিপদ থেকে একেবারে উদ্ধার পাওয়া যায় না। যাহোক এ হোলো কেবল সোজাসুজি প্রকৃতির নিয়মকে লঙ্ঘন করা। মেয়েরা একই সময় সন্তান-প্রতিপালন এবং তার স্বামীর কর্ত্রী হবার কর্তব্য নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে। এই হচ্ছে আমাদের সমাজের

মূর্ছারোগ এবং স্নায়ুদৌর্বল্যের কারণ, কিসানদের মধ্যে যেটাকে দানোয়-পাওয়া বলে। রাশিয়াতে ঠিক এই অবস্থা। ইউরোপের অবস্থাও এর থেকে ভিন্ন নয়। উভয় জায়গার মেয়েরাই 'দানোয়-পাওয়ায়' ভুগছে এবং এই প্রকার স্ত্রী-রোগীদের মধ্যে সবাই পঙ্গু। এই রকম রোগীতেই সমস্ত পৃথিবী ভর্তি।

"এটা বুঝতে খুব বেশি চিন্তা করবার দরকার হয় না যে কি মহান এবং মূল্যবান একটা কিছু ঘটছে যখন একটি নারী তার অন্ত্রে পালন করছে এবং বাড়িয়ে তুলছে এমন একটা কিছু যা আমাদের অনুবর্তী হবে, আমাদের অনুপস্থিতিতে আমাদের স্থান নেবে। এই পবিত্র সম্ভাবনাকেই বিনষ্ট করা হচ্ছে, কিন্তু কেন ?···এর পরেও স্ত্রী-স্বাধীনতার বুলি আওড়ান হয়, বলা হয় মেয়েদের অধিকার ! নরখাদক মানুষেরাও তাহলে গর্ব করতে পারে যুদ্ধ-বন্দীদের অধিকার এবং স্বাধীনতার জন্যে তারা কত না উৎসুক—যাদের তারা খাদ্যের জন্যে আহার এবং পানীয় দিয়ে পুষ্ট করে।"

এ সমস্তই আমার কাছে নতুন লাগছিল। আমি মুগ্ধ হচ্ছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম :

'আপনি কি করতে বলছেন তাহলে ? আপনার বক্তব্য যদি ঠিক হয় তাহলে যে আপনি স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধটাই লোপ করে দিচ্ছেন। কিন্তু মানুষ আপনি জানেন—'

"হাঁ, আমি জানি !" তিনি বাধা দিলেন। "এ হচ্ছে চিকিৎসকদের আর একটা প্রিয় মতবাদ। বিজ্ঞানের সেই প্রিয় পুরোহিতদের মতবাদ। যদি পারতাম তাহলে এই যাদুকরদের আমি নারীদের পর্যায়ে ফেলতাম যাদের তাঁরা পুরুষের পক্ষে অপরিহার্য মনে করেন। তাঁরা তখন এই প্রশ্নের ওপরে কি বলেন একবার শুনতাম। একজন

লোককে বোঝান যে মদ তার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য, তামাক না হলে তার চলতে পারে না, বাঁচতে হলে আফিম খাওয়া চাই, দেখবেন জিনিসগুলি তার কাছে তখনই অপরিহার্য হয়ে উঠবে। তাই বলে কি মনে করতে হবে ভগবান জানতেন না মানুষের পক্ষে কি প্রয়োজন আর কি অপ্রয়োজন এবং চিকিৎসকের পরামর্শ না নিয়েই তিনি তাড়াতাড়ি কাজ সেরেছেন ?

"আপনি হয়তো বুঝতে পারছেন এ হচ্ছে যেন দুটো সমান্তরাল সরল রেখাকে মিলিত করার প্রশ্ন। সমস্যার সমাধান কি করে করতে হবে ? চিকিৎসকের ওপরে বিশ্বাস রাখুন, তিনি সব ঠিক করে দেবেন। আর লোকে তাই করে। তারা বিপদ থেকে পরিত্রাণের একটা পথ পায়। ওঃ, এই পাপীরা তাদের পাপ থেকে মুক্ত হবে ! দেখুন এটা এখন কি অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। লোকে পাগল হয়ে গিয়ে মাথার খুলি উড়িয়ে দেয়, সে কেবল এই জন্মেই। এ ছাড়া কি হতে পারে আর ?

"ইতর প্রাণীরাও মনে হয় আপনা থেকেই জানতে পারে তাদের সন্তান-সন্ততি বংশ বাঁচিয়ে রাখবে এবং তারা সেজন্যে কিছুটা নিয়ম কানুন মেনে চলে। কেবল মানুষই তা জানে না বা জানতে চায় না। অর্ধেক বংশকে সে বিনষ্ট করে। স্ত্রীজাতি, যারা সক্রিয় সহকারী হয়ে মানবজাতিকে সত্য এবং শান্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, তাদের প্রগতি এবং ক্রমবিকাশের শত্রুতে পরিণত করে তুলেছে তারা। আপনার চারপাশে চেয়ে দেখুন, বলুন কে বা কিসে এই অগ্রগতিকে রোধ করে রেখেছে। দেখবেন সে হচ্ছে স্ত্রীজাতি। কিন্তু কেন তারা এ কাজ করছে ? তার কারণ আমি কিছু আগে বললাম।"

তিনি একটু উত্তেজিত হয়ে কয়েকবার এক কথাই উচ্চারণ করলেন, তারপর সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে চেষ্টা করলেন একটু শান্ত হবার।

চৌদ্দ

"অন্য সবার মতই আমার জীবন এইভাবে কাটতে লাগলো। কিন্তু সব চেয়ে করুণ হোলো যে আমি ব্যভিচার করি না বলে গর্ব বোধ করতে লাগলাম। মনে করতে লাগলাম আমি একটি খাঁটি সংসারজীবন যাপন করছি, আমি একজন খাঁটি আদর্শবাদী লোক, দোষত্রুটি-শূন্য এবং ঝগড়া যদি আমাদের নিশ্চিন্ত সংসারজীবনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে থাকে কখনো, সে কেবল আমার স্ত্রীর দোষে, তার চরিত্রকেই এর জন্যে দায়ী করতে হবে। কিন্তু এ আর বলার কোন প্রয়োজন নেই যে দোষ সত্যিই তার না। অন্য মেয়েদের মতই, অর্থাৎ বেশির ভাগ মেয়েদের মতই সেও একজন। সে সেই ভাবেই গড়ে উঠেছিল যাতে আমাদের সমাজের মেয়েদের উপযুক্ত অংশ সে অভিনয় করতে পারে। যার মানে হচ্ছে তার শিক্ষা ধনী গৃহস্থের মেয়েদের থেকে কোন অংশে ভিন্ন ছিল না।

"আজকাল রেওয়াজ হয়েছে নতুন ধরনের স্ত্রীশিক্ষার কথা বলা, কিন্তু সে সমস্তই বাজে অর্থহীন। মেয়েদের ঠিকই আধুনিক সমাজের চিন্তাধারায় তাদের যা উদ্দেশ্য হওয়া উচিত তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষা দেওয়া হয়। স্ত্রীশিক্ষা সর্বদাই মেয়েদের সম্বন্ধে পুরুষের চিন্তা-ধারার সঙ্গে পা ফেলে চলবে। কেউই মেয়েদের সম্বন্ধে পুরুষদের ধারণাকে ভুল করতে পারে না। মদ, মেয়ে আর গান—কবিরা

কাব্যে এই ভাবেই বর্ণনা দিয়েছেন। সব দেশের সব যুগের কবিতা পড়ুন। ভেনাস এবং ফ্রীনীসের প্রেমের কবিতা থেকে আরম্ভ করে চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য সমস্ত সৃষ্টিকে খুঁটিয়ে দেখুন। পরিষ্কার দেখতে পাবেন সমাজের উঁচুস্তরে এবং নিচুস্তরে সর্বক্ষেত্রেই মেয়েরা হচ্ছে কেবল ভোগের সামগ্রী।

"আর শয়তানিটা দেখুন; তাদের যে এইভাবে দেখা হবে সেটাই যথেষ্ট না। এই সত্যটাকে সুচতুরভাবে লুকিয়ে রাখতে হবে। আমরা পড়েছি অতীতের 'নাইটরা' ঘোষণা করতেন তারা মেয়েদের দেবীর মত গণ্য করেন, দেবীর মত তাদের পরিচর্যা করেন; আমাদের কালে পুরুষেরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে মেয়েদের তারা সম্মান এবং শ্রদ্ধা করে, মেয়েদের জন্যে তারা স্থান ছেড়ে দেয়, তার ছোট্ট রুমালখানা পড়ে গেলে তুলে দেয়। কেউ কেউ এতদূর যায় যে, মেয়েদের সমাজের দায়িত্বপূর্ণ কাজে অধিষ্ঠিত হবার অধিকার স্বীকার করে, গভর্নমেণ্টের কাজে অংশগ্রহণ করবার অধিকার স্বীকার করে এবং আরো কত! এই প্রকাশ্য স্বীকৃতি এবং ঘোষণা সত্ত্বেও মেয়েদের লক্ষ্য এবং অধিকার সম্বন্ধে পৃথিবীর ধারণা আজ পর্যন্ত অপরিবর্তিত আছে। যা সে ছিল আজও তাই আছে অর্থাৎ ভোগের সামগ্রী হয়ে আছে। সে নিজেও ভালভাবে জানে যে সে তাই।

"আমরা এই একই অবস্থা দেখি ক্রীতদাসপ্রথায়। সেখানেও ঘোষণায় এবং কাজে এই একই স্ব-বিরোধিতা! ক্রীতদাসপ্রথা হচ্ছে অল্প কয়েকজন কর্তৃক বেশি লোকের অনিচ্ছাকৃত শ্রম উপভোগ। যতদিন না লোকে অপরের অনিচ্ছাকৃত শ্রম উপভোগের মতলব ছাড়বে, যতদিন এটাকে তারা ঘৃণ্য এবং পাপ বলে মনে না করবে ততদিন ক্রীতদাসপ্রথা বিলুপ্ত হতে পারে না। কিন্তু তারা তা করবে না।

তারা কেবল ক্রীতদাসপ্রথার বাইরের কাঠামোটা তুলে দিতে চায়। আইনত দাস ক্রয়-বিক্রয় রহিত করে নিজেদের বিশ্বাসকে প্রতারণা করে যে, ক্রীতদাসপ্রথার অস্তিত্ব আর নেই। দেখেও দেখে না যে, আগেও এ যেমন চলছিল এখনো তেমনিই চলছে কারণ লোকে এখনো অপরের শ্রমে লাভবান হওয়াকে সাধু এবং ন্যায্য মনে করে। যতক্ষণ তারা এটাকে ন্যায্য মনে করছে ততক্ষণ এমন কোন শক্তি নেই যে এটাকে তুলে দিতে পারে।

"মেয়েদের দাসত্বের প্রশ্নও এই একই ধরনের। তাদের দাসত্বের কারণ হচ্ছে তাদের দেখা হয় ভোগের সামগ্রী বলে, আর এ মনোভাবকেই মনে করা হয় ঠিক। মেয়েদের খুব উদ্দীপনার সঙ্গে ভোটের অধিকার দেওয়া হয়েছে, তাদের পুরুষদের মতই বিস্তৃত অধিকার স্বীকার করা হয়েছে কিন্তু লোকে তবু সেই ভোগের সামগ্রী হিসেবেই তাদের দেখে আসছে—সেই ভাবেই তাদের শিক্ষিত করছে, ছেলেবেলায় তাদের মনে একটু একটু করে এই মতবাদই প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছে এবং পরবর্তী জীবনে জনমতকে দিয়ে এই কথাই প্রমাণ করছে। যা ছিল তারা তাই রয়ে গেছে। মানুষও যা ছিল তাই রয়ে গেছে। মেয়েদের আমরা স্কুলে এবং হাসপাতালের ওয়ার্ডে অধিকার দিয়েছি, তবু আগের দৃষ্টিতেই তাদের দেখে আসছি। তাদের শিক্ষিত করুন কিন্তু চিরদিনই সেই অধস্তরেই তারা থেকে যাবে। স্কুল বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ক্ষমতা নেই এর পরিবর্তন আনে। এর পরিবর্তন হবে কেবল মেয়েদের সম্বন্ধে পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হলে এবং মেয়েদের নিজেদের সম্বন্ধে নিজেদের ধারণার পরিবর্তন হলে। এর একটা শ্রেষ্ঠ রূপান্তর হবে সেদিন, যেদিন মেয়েরা ভাবতে পারবে মেয়ে হিসেবে তাদের সর্বোচ্চ আদর্শ হচ্ছে কুমারীত্ব, যে অবস্থাকে এখন তারা অপমানজনক

মনে করে। যতদিন না এই আদর্শের পরিবর্তন হচ্ছে ততদিন প্রত্যেকটা মেয়ের, তা তার শিক্ষা যাই হোক, একমাত্র উদ্দেশ্য থাকবে এখন যা আছে—অর্থাৎ যত বেশি পুরুষকে সে আকর্ষণ করতে পারে তার মনোনীত হবার সম্ভাবনাকে খুলতে। কে একটু বেশি অঙ্ক জানে বা কে সেতার বাজাতে পারে তাতে কিছু পরিবর্তন হবে না। একটি মেয়ে যখন একজন পুরুষকে বন্দী করতে পেরেছে তখন সে সুখী এবং তার সমস্ত আশা-আকাঙ্খার তখন পরিতৃপ্তি। তার জীবনের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরুষকে বন্দী করবার কৌশল আয়ত্ত করা। এপর্যন্ত তাই হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও তাই হবে। আমাদের সমাজে যুবতী মেয়েদের এই প্রবণতাকে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায় এবং সে এই স্বভাবটাকে বিবাহিত-জীবনেও সঙ্গে করে যায়। কুমারীদের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হচ্ছে যাতে তার মনোনয়নটা বহুবিস্তৃত হয়; আর বিবাহিত রমণীদের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হচ্ছে যাতে স্বামীর ওপর কর্তৃত্বটা পাকা করা যায়। এই প্রবণতাকে কেবল রুদ্ধ করে বা কিছু সময়ের জন্যে অন্তত চাপা দিতে পারে সন্তানের জন্ম। এমন কি এতেও কোন ফল হয় না মা যদি ডাইনি হয়, অর্থাৎ সন্তান-প্রতিপালন করবার ভার না নেয়। কিন্তু এখানেও চিকিৎসকেরা হস্তক্ষেপ করবে।

"আমার স্ত্রী প্রথম সন্তান-জন্মের পর অসুস্থ হয়ে পড়ল। মহামান্য চিকিৎসক তাকে অত্যন্ত ইতরভাবে পরীক্ষা করলেন। তার বদলে তাকে আমার ধন্যবাদ দিতে হোলো, ফি দিতে হোলো। তিনি উপদেশ দিয়ে গেলেন সে যেন সন্তানকে স্তন না দেয়। আমরা একটি স্তন্যদায়ী ধাত্রী ভাড়া করলাম। অর্থাৎ আর একটি স্ত্রীলোকের দারিদ্র্য, দুরবস্থা এবং অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে তাকে প্রলুব্ধ করে নিজের সন্তান থেকে দূরে সরিয়ে আমাদের সন্তানের কাছে আনলাম। তার প্রতিদানে তাকে

টুপি আর কমদামী লেসে সাজিয়ে দিলাম। কিন্তু কথায় কথায় একথা এসে গেল। আসল ব্যাপার, মায়ের স্নেহ এবং কর্তব্য থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে তার ভেতর সেই নারীসুলভ কপট প্রেমানুরাগ আবার জেগে উঠল যা পূর্বে নির্জীব হয়ে ছিল। এদিকে যে ঈর্ষার যন্ত্রণায় আমি ভেতরে ভেতরে জলে মরছিলাম, যা আমার বিবাহিত জীবনে এক মুহূর্তের জন্যেও শান্তি দেয়নি, এবার তা অসহ্য হয়ে উঠল। এ ঈর্ষা আমার কোন চরিত্রগত বিশেষত্ব না; এ হচ্ছে সাধারণভাবে সমস্ত স্বামীর ভাগ্য।

পনের

"বিবাহিত জীবনে আমি এক সময়ের জন্যেও ঈর্ষার যন্ত্রণা থেকে স্বস্তি পাইনি। এক এক সময় আমার যন্ত্রণা অস্বাভাবিক তীব্র হয়ে উঠতো। এই রকম একটা সময় এসেছিল যখন আমার প্রথম সন্তান হবার পর ডাক্তার তাকে প্রতিপালন করতে স্ত্রীকে নিষেধ করলো।

"সে সময় এ তীব্রতার দুটি কারণ ছিল। প্রথমত দেখলাম আমার স্ত্রীর একটা বিশিষ্ট ধরনের অস্বাচ্ছন্দ্য, যা স্বাভাবিক জীবনকে ব্যাহত করল, দ্বিতীয়ত যখন দেখলাম কত সহজে সে মায়ের কর্তব্য থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারলো তখন স্বভাবতই, হয়ত অজ্ঞাতসারেই মনে হোলো সে তাহলে একই রকম স্বচ্ছন্দে স্ত্রীর কর্তব্যকেও অবহেলা করতে পারে। বিশেষত সে যখন সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে আছে এবং চিকিৎসকের নিষেধ সত্বেও পরবর্তী সন্তানদের বিনা ক্লেশে প্রতিপালন করছে।"

'আপনি বোধহয় চিকিৎসকদের পছন্দ করেন না ?' আমি জিজ্ঞেস

করলাম কারণ যখনই তিনি তাদের সম্বন্ধে বা তাদের বৃত্তি সম্বন্ধে কোন কথা বলছেন তখনই তার স্বরে একটা তিক্ততা ফুটে উঠছে।

"এটা পছন্দ-অপছন্দের কথা না," তিনি বললেন। "আমার জীবনটা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছে চিকিৎসকরা এবং তারা এমনি আরো হাজার হাজার—না; শত-শত হাজার জীবনকে ধ্বংস করেছে এবং করছে। আমি তাই পরিণতির সঙ্গে কারণটাকেও না জুড়ে পারি না। অবশ্য এটা খুবই স্বাভাবিক যে আইনব্যবসায়ী বা অনুরূপ ব্যবসায়ে লিপ্ত অন্যান্য লোকেদের মত পয়সা রোজগারের জন্যে তাদের অত্যন্ত সচেষ্ট হতে হবে। সে ক্ষেত্রে আমি খুব আনন্দের সঙ্গেই আমার বাৎসরিক আয়ের অর্ধেক তাদের দিতে রাজি আছি, এবং নিশ্চিত জানি অন্য সবাইও আমার মতই করবে যদি তাঁরা তাদের বিপত্তির হাত থেকে রক্ষা পায়। শর্ত হচ্ছে যে তারা অন্য লোকের সংসারের ব্যাপারে মাথা গলাতে যাবে না এবং নিষ্ক্রিয় থেকে অন্যদের শান্তিতে বাস করতে দেবে। আমি এ ব্যাপারে সংখ্যাতত্ত্বের হিসাব রাখিনি তবু অজস্র ঘটনার বিষয় জানি যেখানে তারা চিকিৎসার নামে অজাত সন্তান নষ্ট করে দিয়েছে, কখনো মেরেছে মাকে। তবু কেউই এ হত্যাগুলিকে ধর্তব্যের মধ্যে আনে না, যেমন বিচার করে যাদের হত্যা করা হয় তাদের হিসাব কেউ রাখে না কারণ নিশ্চয় এগুলি মানবজাতির কল্যাণের জন্যে করা হয়। চিকিৎসকরা এ পর্যন্ত যা অপরাধ করেছে তা হিসাব করা অসম্ভব। তবু তাঁরা পৃথিবীতে মেয়েদের মাধ্যমে পার্থিব জীবনে যে চরিত্রভ্রষ্টতা এবং কলুষতা আমদানী করেছেন তার তুলনায় এগুলি কিছুই না। চিকিৎসকদের হুকুম যদি পুরোপুরি মানতে হয় তবে আমাদের প্রত্যেককেই পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে হবে এবং তাদের হাত থেকে কার্বলিক এ্যাসিডের সিরিঞ্জ কোন সময়ের জন্যেও নামবার আশা করতে পারি

না। (পরে আমি শুনেছি তাঁরা আবিষ্কার করেছেন কার্বলিক এ্যাসিডও কার্যকরী নয়!) এ কেবল তাঁদের একটা দিক। আসলে তাঁদের প্রভুত্বের কারণ হচ্ছে লোকের নীতিভ্রষ্ট জীবন, বিশেষ করে মেয়েদের চরিত্রভ্রষ্টতা। এইটাই তাঁদের পথকে সুগম করে দিয়েছে। এ কথা বললে খুবই অসঙ্গত হবে: 'বন্ধু, বড় অসৎ জীবন যাপন করছ, ভাল হতে চেষ্টা কর।' কেউই নিজেকে বা অপরকে এভাবে সম্বোধন করবে না। যদি তুমি খারাপ পথেই চলছ তবে তার কারণটা তোমার স্নায়ুতন্ত্রীতে কোথাও খুঁজে দেখ। সেখানে কোথাও কোনটা একটু বিগড়ে গেছে। ফলে একজন চিকিৎসকের হাতে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া তুমি ভাল আর কিছুই করতে পার না। এক শিলিং দামের ওষুধ তিনি ব্যবস্থা করে দেবেন, তুমি কেবল নির্দেশমত সেটা খেয়ে যাবে। খেয়ে তুমি আরো খারাপের দিকে যাবে তারপর তোমার আরো চিকিৎসক, আরো ওষুধ চাই। কি মূল্যবান পদ্ধতি!

"কিন্তু অন্য অনেক কথা এসে গেল। আমি বলতে চাইছিলাম আমার স্ত্রী অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে নিজে হাতে সন্তান প্রতিপালন করেছে। এই সন্তান-ধারণ সন্তান-প্রতিপালনই আমার ঈর্ষার যাতনাকে সহজ করে আনলো। বস্তুত এ না হলে দুর্ঘটনাটা আরো অনেক আগেই ঘটতো। সন্তানেরাই তাকে এবং আমাকে রক্ষা করেছে। আট বছরের ভেতর সে পাঁচটি সন্তান প্রসব করে। সবগুলিই সে নিজে হাতে প্রতিপালন করেছে।"

'তারা এখন কোথায়?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"সন্তানেরা?" ভীত চোখে চাইলেন তিনি।

'মাপ করবেন; বোধহয় নির্বোধের মত অত্যন্ত বেদনাজনক স্মৃতিতে নাড়া দিয়েছি।'

"না, কিছু হয়নি তাতে। আমার শ্যালিকা তাদের ভার নিয়েছে। আমার অর্থাদি আমি তাদের দিয়েছি কিন্তু সন্তানদের জিম্বা আমাকে তাঁরা দিতে রাজি হয়নি। আমি হচ্ছি একরকমের মস্তিষ্কবিকৃত লোক্। তাদের কাছ থেকেই এখন আমি ফিরছি। আমি তাদের সঙ্গে দেখা করেছি, কিন্তু আমার কাছে তারা আমার সন্তানদের ছেড়ে দেবে না। তাদের ভার যদি আমি পেতাম তবে এমন ভাবে গড়ে তুলতাম যাতে মা-বাপের মত না হয়; কিন্তু এইটেই তারা করতে দিতে চায় না। তারা চায় তারা যাতে ঠিক আমাদের মতই হয়। উপায় নেই। সন্তানদের আমার কাছ থেকে সরিয়ে রাখা এবং আমাকে অবিশ্বাস করাই তাদের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। তাছাড়া আমি ঠিক জানি না তাদের শিক্ষিত করবার মত প্রয়োজনীয় উদ্যম এখন আমার ভেতরে আছে কি না। বরং মনে হয় যেন নেই। এখন আমি বিধ্বস্ত, পঙ্গু। তবে একটা জিনিস আমার আছে। হাঁ, সত্যিই আছে। অধিকাংশ লোকে যা শিগ্গীর জানতে পারবে না, আমি তা জানি। ছেলেমেয়েরা সবই বেঁচে আছে এবং তাদের চারপাশের অসভ্যদের মতই তারা বেড়ে উঠছে। আমি তাদের দেখেছি। তিনবার দেখেছি তাদের। তাদের জন্যে আমি কিছুই করতে পারি না। কিছুই না। এখন আমি উত্তরে যাচ্ছি। সেখানে একটা ছোট্ট বাগান-বাড়ি আছে। আমি যা জেনেছি লোকের তা জানতে অনেক দিন সময় নেবে। সূর্যে কতখানি লোহা আছে, আর সূর্যে এবং তারায় অন্যান্য ধাতু কি কি আছে জানা খুব সোজা কিন্তু এটা জানা শক্ত।—হাঁ, ভীষণ শক্ত জানা কিসে আমাদের দুশ্চরিত্র করে তোলে। আপনি যে শুনছেন তার জন্যেও আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।

ষোল

"আপনি সন্তানদের কথা বলছিলেন। কিন্তু এখানেও আবার সন্তানদের নিয়ে কতখানি মিথ্যাচার চলে ভেবে দেখুন। সন্তানেরা হচ্ছে ভগবানের আশীর্বাদ, আনন্দের উৎস। কিন্তু এ সবই মিথ্যা কথা। এককালে এর মধ্যে সত্য ছিল কিন্তু বহুদিন থেকেই আর এর মধ্যে এক বর্ণও সত্য নেই। সন্তানেরা শাস্তি ছাড়া আর কিছু নয়। অধিকাংশ মায়েরাই সেটা স্পষ্ট অনুভব করেন, কখনো অসতর্ক মুহূর্তে সোজা বলেও ফেলেন। আমাদের সমাজের যে কোন মাকে প্রশ্ন করুন। তাঁরা বলবেন ছেলেপিলেরা অসুস্থ হয়ে পড়বে ভয়ে বা মারা যাবে ভয়ে তাঁরা ছেলেপিলে চান না; তবু যদি হয় তবে তাকে প্রতিপালন করতে চান না, পাছে বেশি আসক্ত হয়ে পড়েন এবং আসক্ত হলেই উপরোক্ত কষ্ট পেতে হবে। একটা শিশুর জন্ম প্রত্যাশা, তার কচি হাতের স্পর্শ, উজ্জ্বল খুদে দুখানি পা এবং ছোট্ট কোমল দেহটার থেকে তাঁরা যে আনন্দ পান পরবর্তী দুঃখভোগের তুলনায় তা সামান্য। অসুস্থতা বা মৃত্যুজনিত দুঃখের কথা বাদ দিয়েও অসুস্থ হয়ে পড়বার বা মারা যাবার কেবল আশংকার দুঃখটাই তাঁরা সুখের থেকে বেশি মনে করেন। সন্তানজন্মের ভাল এবং মন্দ দুদিকই চিন্তা করে তাঁরা দেখেছেন যে, মন্দের দিকটাই প্রবল তাই তাঁরা ঠিক করেছেন সন্তান না হওয়াই মঙ্গল। তাঁরা অসংকোচে নির্ভয়ে এই মত প্রকাশ করেন—ভাবেন সন্তানের প্রতি মমতা থেকেই বুঝি এই মনোভাবের উৎপত্তি। এটাকে তাঁরা অপূর্ব প্রশংসনীয় মনোভাব বলে গর্ব বোধ করেন। তাঁরা অবশ্য

বুঝতে পারেন না যে, এই ভাবে যুক্তি দেখিয়ে তাঁরা কেবল নিজেদের স্বার্থপরতাকেই প্রকাশ করছেন, আর অস্বীকার করছেন ভালবাসাকে। সন্তান জন্মালে তাঁদের ইন্দ্রিয়সুখে ব্যাঘাত ঘটবে। ফলে তাঁরা সন্তান চান না কারণ তাদের প্রতি তাঁরা আসক্ত হয়ে পড়বেন। তাঁরা একটা শিশুর জন্যে নিজেদের ভোগের ক্ষেত্রে ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি নন। বরং একটা ভালবাসার প্রাণী যে পৃথিবীতে আসতে চাইছে—তাকেই নিজেদের জন্যে উৎসর্গ করতে চান। স্পষ্টত এটা ভালবাসা নয়, আত্মতুষ্টি।

"অন্যদিকে কেউ মায়েদের এই আত্মতুষ্টির জন্যে তাঁদের দোষী করতে পারে না কারণ সন্তানদের স্বাস্থ্যের জন্যে তাঁদের কি দুঃখই না ভোগ করতে হয়। অবশ্য ব্যাপারটা সেখানেও চিকিৎসকদের জন্যেই, যাঁরা আমাদের প্রত্যেকের জীবনে একটা বিরাট অংশ অভিনয় করেন। বিবাহের প্রথম বৎসরগুলিতে তিন-চারটি সন্তান হতে আমার স্ত্রীকে যে ভাবে অহরহ উৎকণ্ঠিত এবং বিব্রত থাকতে দেখেছি তা মনে পড়লে এখনো আমি ভয়ে শিউরে উঠি। আমরা একটা কুকুরের মত জীবন কাটিয়েছি। তাকে জীবন বলে না। অন্তহীন বিপদ ঝুলেছে অহরহ, কখন অল্প সময়ের নিষ্কৃতি, তারপরই আবার চারিদিক থেকে বিপদ গুছিয়ে এসে শংকিত করে তুলেছে যতক্ষণ না পুনরায় কিছুদিনের নিষ্কৃতি এবং এইভাবেই চলেছে। আমাদের অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে নিমজ্জমান জাহাজের নাবিকের মত। এক এক সময় আমার মনে হোত এ সমস্তই তার ভান। সে কেবল সন্তানদের জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকবার ছল গ্রহণ করেছে আমার ওপরে কর্তৃত্ব করবার জন্যে। এই ভাবের করাতেই যেন সব কিছু তার অনুকূলে মীমাংসা হয়ে যেত। সে যা কিছু বলত বা করত সবই যেন পূর্বে থেকে ঠিক করে রাখা। অবশ্য একথা সত্য নয়।

সব সময়েই সে সন্তানদের জন্যে বিব্রত হচ্ছে, তাদের স্বাস্থ্য এবং অসুখের জন্যে উৎকণ্ঠিত হচ্ছে, নিজেকে কষ্ট দিয়েও তাদের পরিচর্যা করছে। মায়ের মতই ছেলেমেয়েদের প্রতি সে স্নেহপ্রবণ হয়ে উঠেছে, শুশ্রূষা, যত্ন এবং লালনপালনের কঠিন কাজে দেহ মন সঁপে দিয়েছে। একটা মুরগী বাচ্চাদের ভাগ্যে কি লেখা আছে সে নিয়ে ভীত হয় না। তারা কি অসুখে পড়তে পারে সে বিষয়ে তার কিছুমাত্র ধারণা নেই। লোকে যে ভাবে রোগ বা মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার কথা কল্পনা করে তাদের সে রকম কোন কল্পনা নেই। এইসব কারণে শাবকেরা কখনই তার দুঃখের কারণ হয় না। শাবকদের জন্যে সে প্রাকৃতিক কর্তব্যটা করে। যেটা তার আনন্দেরই কারণ হয়ে ওঠে। শাবকেরা স্বভাবতই তার আনন্দের বস্তু। কোনো শাবকের অসুখ করলে সে কেবল তাকে খাওয়াবে আর গরম রাখবে তাহলেই প্রয়োজনীয় সব কিছু করেছে বলে মনে করবে। যদি এর পরেও সে মারা যায় সে জিজ্ঞেস করবে না কেন মরল বা কোথায় গেল সে। কেবল কয়েকবার ডাকবে তারপর যেমন ছিল তেমনি থাকবে।

"আমাদের হতভাগ্য মায়েদের বেলায়, বিশেষ করে আমার স্ত্রীর বেলায়, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ছেলেপিলেদের অসুখ এবং তাদের চিকিৎসার কথা ছাড়াও আরো বহু বিষয় এসে জড়ো হবে যেমন, কি ভাবে তাদের শিক্ষা দেওয়া হবে, মনটাকে কি ভাবে গড়ে তুলতে হবে ইত্যাদি। এ বিষয়ে অজস্র নিয়মকানুন ব্যবস্থাপনা সে পড়েছে এবং শুনেছে, যার একটার সঙ্গে আর একটার কোথাও মিল নেই। এই ভাবে তাদের খাওয়াতে হবে, এই এই বিষয় খাওয়াতে হবে—না, ওভাবে নয় এই ভাবে, ও খাওয়ালে চলবে না—এই খাওয়াতে হবে। পোশাকের ব্যাপারে, স্নানের ব্যাপারে, ঘুমানোর ব্যাপারে, বেড়ানোর ব্যাপারে,

কি রকম হাওয়ায় নিঃশ্বাস নেবে ইত্যাদি সর্বপ্রকার ব্যাপারে আমরা প্রত্যহ নতুন নতুন নিয়ম আবিষ্কার করছিলাম। ঠিক যেন শিশুরা পৃথিবীতে কেবল কাল থেকে জন্মাতে শুরু করেছে। কোন একটা ছেলের অসুখ করলে সে মনে করবে এর জন্যে একমাত্র দায়ী সে কারণ সে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেনি, তার যা করা উচিত ছিল সে তা করেনি।

"ছেলেপিলেরা যদি সুস্থ থাকে তবে হচ্ছে যন্ত্রণা আর যদি অসুস্থ হয় তবে জীবনধারণই হয়ে ওঠে অসম্ভব, পৃথিবী হয়ে ওঠে নরক। আমরা ধরে নিই রোগ হলে সারানো যায়। বিজ্ঞানে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে আর চিকিৎসক বলে এক ধরনের লোক আছে যারা রোগ সারায়। অবশ্য সব চিকিৎসকই সাফল্যের সঙ্গে রোগ সারাতে পারে না, তবে তাদের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ তারা নিশ্চয় রোগ সারাতে পারে। এখন ছেলেটা অসুস্থ হলে সমস্যা দাঁড়ায় কি করে সেই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের সন্ধান পাওয়া যাবে, এবং তাহলেই বেচারী রক্ষা পেল। তুমি যদি তার পরামর্শ না নিতে পার, তিনি যদি শহরের আর এক প্রান্তে থাকেন, তাকে যদি সময় মত ডাকতে না পার, ছেলে তাহলে গেল। ভেবে দেখুন এ কেবল আমার স্ত্রীর কথাই আমি বলছি না, আমাদের সমাজের মেয়েদের প্রত্যেকেরই এই বিশ্বাস। চারিদিক থেকে অহরহ তাদের কানে এমনি ছোট ছোট মন্তব্য এসে পৌচচ্ছে। শ্রীমতী 'এ'র তিনটি সন্তান—আহা বেচারীরা মারা গেল কারণ ডাক্তার 'জেড'কে সময় মত ডাকা হয়নি। তিনি শ্রীমতী 'ডি'র বড় মেয়েটাকে বাঁচিয়েছেন। পেট্রফেরা ডাক্তারের উপদেশে সময়মত ছাড়াছাড়ি করে গিয়ে দুজন দু হোটেলে ছিলেন, তাই তাঁদের জীবন বেঁচেছিল। অন্য যাঁরা ছাড়াছাড়ি করেননি তাঁরা তাঁদের সন্তান হারিয়েছেন। শ্রীমতী

অমুক আর অমুকের মেয়ে ভীষণ রোগা হয়ে পড়েছিল শেষে ডাক্তারের উপদেশে তাঁরা দক্ষিণে গেলেন, মেয়ের জীবন বাঁচল। এই সব বক্তব্যের পরও কি করে তারা ক্ষুব্ধ, বিরক্ত এবং শংকিত না হয়ে পারে? সে যখন জানছে তার সন্তানের জীবন যার প্রতি এক প্রাণীসুলভ মমতায় সে আবদ্ধ, সম্পূর্ণ নির্ভর করছে ডাঃ আইভান জ্যাকারিয়েভিচ তার সম্বন্ধে কি বলেন ঠিক সময় সেটা জানবার ওপর। কিন্তু তবু কেউই জানে না আইভান জ্যাকারিয়েভিচ কি বলবেন। তিনি নিজে তো জানেনই না, কারণ তিনি ঠিকই জানেন যে তিনি কিছুই জানেন না এবং কোন সাহায্যও দিতে পারেন না। তিনি যা করবেন সে হচ্ছে তাসগুলিকে একটু তেসে নেবেন অথবা একটু গোছগাছ করবেন লোকে যাতে বিশ্বাস করে তিনি যা বলছেন তা তিনি ভালভাবেই জানেন।

"আমার স্ত্রী যদি কোন প্রাণী হোত তবে ওভাবে নিজেকে জ্বালাতন করত না। আর যদি সত্যিই মানুষ হোত তবে ভগবানের ওপর বিশ্বাস রেখে সেই কৃষক রমণীর মত বলত, ভগবান দিয়েছিলেন, ভগবানই নিয়ে গেছেন, ভগবানের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। সে যদি ভাবতে পারতো সমস্ত মানুষের জীবনই, এবং তার মধ্যে তার সন্তানদের জীবনও মানুষের হাতে নয়—ভগবানের হাতে, তাহলে সে কখনো বিব্রত হোত না। সে ভাবতে পারত না তার সন্তানের রোগ বা মৃত্যু রোধ করবার ক্ষমতা তার আছে। সত্যিই তার অবস্থা দাঁড়িয়েছিল ভীষণ ঃ তার ওপরে দায়িত্ব চেপেছিল সব চেয়ে ক্ষীণজীবী কতকগুলি প্রাণীর, দুর্বল খুদে কতকগুলি জীব যারা সর্বক্ষণ অসংখ্য দুর্ঘটনার মুখে কেবল অসহায়। সে তাদের প্রতি প্রচণ্ড প্রাণীসুলভ মমত্ববোধে জড়িয়ে পড়েছিল। তাছাড়া এই জীবগুলিকে তার দায়িত্বে সঁপে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তাদের অক্ষত রাখবার উপায়টা ছিল তার অজানা।

যারা জানত তারা তার সম্পূর্ণ অপরিচিত, তাদের পরামর্শ এবং সাহায্য সে যথোপযুক্ত অর্থের বিনিময়ে ছাড়া পেতে পারে না এবং তাও সব সময় পায় না। নিজেকে যন্ত্রণা দেওয়া ছাড়া তার আর কি গত্যন্তর ছিল?

"সে বিরামহীনভাবেই এ কাজ করে গেছে। ঠিক যখন ঈর্ষা বা ঝগড়ার নাটকের পরে আমাদের ক্ষিপ্ত মনোভাবটা থিতিয়ে আসছে, আমরা নতুন করে জীবনযাত্রা পরিচালনার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি, কিছু পড়তে যাচ্ছি বা কোন একটা কাজ হাতে নিতে যাচ্ছি তখন হঠাৎ কথা উঠেছে যে ভাসার অসুখ করেছে, মেরীর পেটে একটু গণ্ডগোল হয়েছে, এ্যান্‌ড্রির মুখে, সারা দেহে ঘামের মত কি উঠেছে। আমাদের আত্মদান আবার নতুন করে শুরু হয়েছে। শহরের কোন দিকে ছুটব আমরা, কোন ডাক্তারকে ডাকব, কোন ঘরে অসুস্থ ছেলেটাকে আলাদা ভাবে রাখব। তারপর আরম্ভ হয়েছে ইঞ্জেক্‌সন, শরীরের তাপ নেওয়া, মিক্‌শ্চার, ওষুধ খাওয়ানো ডাক্তার ডাকা। একটা শেষ না হতেই হঠাৎ আর একটা এসে হাজির হয়েছে এবং এমনিই চলেছে। স্বাভাবিক সংসারজীবন একেবারে চিন্তার বাইরে চলে গেছে। এখনো অধিকাংশ সংসারেই প্রতিনিয়ত এই একই অবস্থা চলে। আমাদের সংসারে এটা অত্যন্ত করুণভাবে প্রকট হয়ে উঠত। আমার স্ত্রী ছেলেপিলেদের গভীরভাবে ভালবাসত। ছেলেপিলেদের উপস্থিতি তাই আমাদের জীবনকে আরো সুন্দর করার বদলে বিষাক্ত করে তুলল।

"অধিকন্তু ছেলেপিলেরা হয়ে উঠলো আমাদের ঝগড়া বাধাবার নতুন ছল বিশেষ। আমাদের প্রত্যেকেরই একজন করে প্রিয়পাত্র ছিল যাকে আমরা ঝগড়ার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতাম। আমি ব্যবহার করতাম ভাসাকে (সর্ব-জ্যেষ্ঠ) আর সে ব্যবহার করত লিজাকে।

পরে তারা যখন বড় হয়ে উঠল, তাদের জ্ঞানগম্য বিশেষ পরিস্ফুট হোলো তখন তারা হোলো আমাদের সহযোগী—যাদের আমরা সম্ভব সর্বপ্রকার উপায়ে আমাদের পক্ষে ভিড়াতে চেষ্টা করতাম। এর ফল এই নির্বোধ ভাগ্যাহতদের গড়ে উঠবার পথে হয়ে দাঁড়ালো মারাত্মক, কিন্তু আমাদের নিরবচ্ছিন্ন লড়ায়ের মধ্যে এ বিষয়ে চিন্তা করবার কোনো অবকাশ ছিল না। মেয়েটা সাধারণত ছিল আমার দিকে। বড় ছেলেটা, অনেকটা মায়ের মত দেখতে, সময় সময় তার মার যুক্তিকে সমর্থন করত, আমার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করত কখনো কখনো।

সতের

"এই ভাবে আমরা বাস করতে লাগলাম। আমাদের মধ্যেকার সম্বন্ধ ক্রমেই আরো বেশি হিংস্র হয়ে উঠছিল। অবশেষে শত্রুতার মূলে আর মতপার্থক্য রইল না, স্থির শত্রুতা মতপার্থক্যের জন্ম দিতে লাগল। যে মতামতই সে ব্যক্ত করুক, যে ইচ্ছাই সে প্রকাশ করুক, তাতে কিছু আসে যায় না—আমি সর্বদা আগে থেকেই তাতে প্রতিবাদ জানাব এবং সেও তাই করবে। বিবাহের চতুর্থ বৎসরে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদের আর পরস্পরকে বুঝতে পারার বা পরস্পরের একমত হবার কোনো আশা নেই। আমরা তাই একমত হবার চেষ্টা থেকে বিরত হলাম। অধিকাংশ বিষয়েই আমাদের একটা নিজের নিজের মত ছিল—উদাহরণ-স্বরূপ ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে। আমার মতামতটা আমার কাছে কোনো দিক দিয়েই এমন কিছু প্রিয় বস্তু ছিল না যাকে ত্যাগ করা যায় না, কিন্তু সে যে ভিন্ন ভাবে চিন্তা করছে এবং আমার মতামতকে ত্যাগ করা মানে তার কাছে হার

স্বীকার করা। আর যাই করি সেটা করার কথা আমি ভাবতেও পারি না। তার বেলায়ও ব্যাপারটা একই। সে মনে করত সে নিজে যা করছে তাই ঠিক। আমি মনে করতাম আমার কাজটাই হচ্ছে খাঁটি। আমরা দু'জনে যখন শান্তিতে বাস করছি তখন যে কথাবার্তা চলত আমাদের মধ্যে, আমার বিশ্বাস অসভ্য বর্বরেরাও নিজেদের মধ্যে সে প্রকারের কথাবার্তা বলতে পারে। 'কটা বেজেছে এখন?' 'শুতে যাবার সময় হয়েছে?' 'আজ কি রান্না হয়েছে?' 'গাড়ি নিয়ে আজ কোনদিকে যাব?' 'খবরের কাগজে কি আছে?' 'ডাক্তারকে ডেকে পাঠাব?' 'মেরির গলায় একটা ফোড়া হয়েছে।'—এবং এমনি সব।

"এই সীমাবদ্ধ আলোচনার গণ্ডি পেরিয়ে অন্য বিষয়ে গেলেই শত্রুতার উদ্ভব হবে। কফি, টেবিলক্লথ, গাড়ি, তাসখেলা—যে-কোন বিষয়ে কথা উঠলেই দ্বন্দ্ব আর ঘৃণা প্রকাশ পাবে। এক কথায় এমন সমস্ত জিনিসে এবং ঘটনায় ঝগড়া শুরু হবে যার কোনো মূল্য নেই আমাদের কাছে। আমি তার প্রতি ঘৃণায় দগ্ধে মরছিলাম। আমি দেখছি সে চা ঢালছে, এদিকে ওদিকে ঘুরছে, চামচেটা মুখে তুলছে, ঠোঁটে করে একটু চা মুখে নিচ্ছে—এ সব কিছুর জন্যেই তাকে আমি ঘৃণা করতাম যেন সে সত্যিই কিছু খারাপ কাজ করছে। এই ঘৃণার পর্বটা নিয়মিতভাবে একই রূপে ভালবাসা বলতে যে সময়টাকে বোঝানো হয়, সর্বদা তার সংগে সংযোগ রেখে পর্যায়ক্রমে হাজির হোত।

"কাল এবং পরিধি সমান তালে চলত: একটা সময় ভালবাসার পরে একটা সময় আসত ঘৃণার: একটা সময় তীব্র ভালবাসার পরে আসত দীর্ঘকাল স্থায়ী একটা ঘৃণার সময়, একটা সময় অল্পকাল ঘৃণার পরে আসত ভালবাসার একটু দুর্বলতম প্রকাশ। আমরা তখন

জানতাম না যে এই ভালবাসা আর ঘৃণা হচ্ছে একই মনের দুটি ভিন্ন রূপ।

"আমরা যদি আমাদের অবস্থাটা একবার বুঝতে পারতাম তবে বেঁচে থাকা দুঃসাধ্য হয়ে উঠতো। কিন্তু আমরা বুঝতে পারিনি। আর এই বুঝতে না পারাটাই হচ্ছে যারা নীতিভ্রষ্ট জীবন কাটায় তাদের পক্ষে মুক্তি-স্বরূপ, আবার তাদের পক্ষে শাস্তিও। তাদের চোখের সামনে তারা একটা ধূম্রের সৃষ্টি করে। যা সব সময় তাদের করুণ অবস্থাটাকে তাদের কাছ থেকে ঢেকে রাখে। আমরা চলছিলাম এইভাবে। এই রূঢ় বাস্তবকে সে ভুলে থাকতে চাইছিল সবসময় একটা কিছু জরুরী কাজের মধ্যে ডুবে থেকে; যেমন সংসারের তত্ত্বাবধান, আসবাবপত্র ঠিক রাখা, ছেলেমেয়েদের পোশাক পরিচ্ছদ—তাদের ইস্কুলে পাঠানো ইত্যাদি কাজ নিয়ে। আমার দিকে নিজেকে ব্যস্ত রাখবার উপায় ছিল, দৈনন্দিন কাজের ব্যস্ততা, দাবাখেলা এবং তাসখেলা। দু'জনেই আমরা এইভাবে ব্যস্ত থাকতাম। অবশ্য দু'জনেই জানতাম যে যত নিবিড়ভাবে আমরা ব্যস্ত থাকব ততো আমরা পরস্পরের প্রতি হিংস্রক আর বিদ্বেষী হয়ে উঠব।

" 'বেশ, তোমার মত তুমি মুখ ঘুরিয়ে চল' আমি হয়তো মনে মনে বলতাম, 'কিন্তু গত রাত্রে তুমি যে ব্যবহার করেছ তাতে আমি মৃত্যু যন্ত্রণা পেয়েছি! এখন আমি কমিটির মিটিংএ যাচ্ছি।' এদিকে সে শুধু মনে মনে ভাববেই না বলেও ফেলবে, 'তোমার অস্বচ্ছন্দ বোধ করবার কোন কারণ নেই। সারা রাত আমি ছেলে নিয়ে এক পলক ঘুমাইনি।'

"স্বপ্নাচ্ছন্নতা, শারীরিক গোলযোগ, স্নায়ুমূর্ছনা ইত্যাদি নবাবিষ্কৃত তথ্যগুলি অর্থহীন—শুধু অর্থহীন নয়, নিষ্ঠুর এবং মারাত্মক ভ্রম।

এবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে চিকিৎসক হয়তো স্ত্রীকে মূর্ছারোগগ্রস্ত আর আমাকে বিকৃতমস্তিস্ক বলে ঘোষণা করতেন এবং খুব সম্ভব আমাদের চিকিৎসা করতে শুরু করে দিতেন। কিন্তু আসলে কিছুই চিকিৎসা করবার ছিল না।

"এইভাবে আমরা নিরবচ্ছিন্ন কুয়াশার মধ্যে বাস করছিলাম। কি অবস্থায় আছি বুঝবার উপায় ছিল না। আর যদি পরে এই দুর্ঘটনাটা না ঘটত তবে আমি বুড়ো বয়স পর্যন্তও এই বিশ্বাস নিয়েই চলতাম যে জীবনটা কাটিয়েছি ভালভাবেই, অন্তত খুব ভাল না হলেও মন্দ কাটেনি। কোনদিনই তাহলে আমি বুঝতে পারতাম না যে, আমি কেবল মিথ্যার স্বর্গ আর ঘৃণ্য দৈন্যাবস্থার মধ্যে ব্যর্থভাবে হাত পা ছুঁড়ছি। আমরা যেন দুজন বন্দী এক সঙ্গে শৃঙ্খলিত হয়ে আছি—যারা পরস্পরকে ঘৃণা করি। উভয়ের জীবনকেই আমরা বিষাক্ত করেছি এবং কি করছি সেদিকে চোখ বুজে থাকবার চেষ্টা করছি। তখন আমি জানতাম না যে শতকরা নিরানব্বুই জন বিবাহিত লোকেই আমারই মত নরক ভোগ করছে। আমি জানতাম না যে আমি এমনি এক নরকে বাস করছি এবং সেজন্যে অন্য কেউ যে বাস করছে তাও ভাবতে পারতাম না।

"আশ্চর্য! প্রচলিত একঘেয়ে জীবনে এমন কি আদর্শচ্যুত জীবনেও কি অপূর্ব মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তাই যখন মা-বাপেরা পরস্পরের জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছে তখন ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্যে শহরে এসে তাদের বাস করতে হয়।" তিনি আবার চুপ করলেন। সেই শব্দটা আবার শোনা গেলো। এবার শোনালো যেন চাপা দীর্ঘশ্বাস। আমরা একটা স্টেশনের কাছে এসে পড়েছিলাম। "কটা বাজলো?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন। আমি আমার ঘড়িটা দেখলাম—রাত দুটো বেজেছে।

"আপনি কি ক্লান্তি বোধ করছেন ?"

'না, কিন্তু আপনিই অত্যন্ত ক্লান্ত !'

"গলাটা বুজে আসছে। মাপ্ করবেন, আমি একটু বাইরে যাব অল্পক্ষণের জন্যে। স্টেশন থেকে একটু জল খেয়ে আসবো।" কামরার মাঝখানের সিঁড়ি দিয়ে টলতে টলতে তিনি নেবে গেলেন। আমি একা একা কামরায় বসে রইলাম আর মনে মনে এতক্ষণ তিনি যা বলছিলেন চিন্তা করতে লাগলাম। এতো ডুবে গিয়েছিলাম চিন্তায় যে কখন তিনি অপর দোর দিয়ে ফিরে এসেছেন লক্ষ্য করিনি।

আঠারো

"আমি জানি কেবলই আমি বিষয়বস্তু থেকে সরে চলে যাচ্ছি। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে, আমি বহুদিন থেকে গভীরভাবে এসব বিষয়ে ভেবে দেখেছি এবং অনেক কিছুকেই এখন নতুন দৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ করেছি। এগুলি আমি বরং আপনার কাছে বিস্তারিত খুলে বলি।" তিনি ফিরে এসে আবার বলতে আরম্ভ করলেন।

"যা বলছিলাম, আমরা গ্রাম ছেড়ে শহরে এলাম। দুর্ভাগা লোকেরা গ্রাম থেকে শহরে অনেক বেশি সহজে জীবন কাটায়। একটা লোক শহরে একশো বছর বাস করতে পারে একবারের জন্যেও একথা না ভেবে যে, সে এতোকাল মৃত পূতিগন্ধ জীবন যাপন করেছে। নিজের দিকে চেয়ে হিসাব-নিকাশ করবার তার সময় নেই ; সর্বদা সে ব্যস্ত—চারদিকে তার সামাজিক কর্তব্য। সাহিত্য, শিল্প—নিজের এবং ছেলেদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নজর রাখা—তাদের শিক্ষা, তাদের তত্ত্বাবধান—বাড়িতে লোকজনের দেখাসাক্ষাত, পরিবর্তে

বন্ধু এবং চেনাজনের সঙ্গে দেখা করা, একজনের কথা শোনা, আর একজনকে কথা বলা ইত্যাদি। একটা শহরে সবসময়েই একটা না একটা উৎসব লেগে আছে যাতে আপনার নিজের সুবিধার জন্যেই যোগদান একান্ত বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া আপনাকে এটা-সেটা উপসর্গ রোগ সবসময়ই সারাতে হচ্ছে অথবা ছেলের জন্যে ডাক্তারের ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে, কখনো স্কুলের শিক্ষকের কাছে যেতে হচ্ছে, কখনো গৃহ-শিক্ষকের কাছে, কখনো সন্তানদের ধাত্রীর কাছে আপনাকে কর্তব্যের খাতিরে হাজির হতে হচ্ছে—আপনার জীবনটা এখানে উদ্বাস্ত লজ্জাঙ্কর জীবন।

"এইভাবে আমার দিন কাটতে লাগলো। দৈনন্দিন সাহচর্যের তিক্ততায় আর এখন বেশি অভিভূত হই না। তাছাড়া প্রথম প্রথম শহরে বসতি করবার যে আনন্দ-অনুভূতিটা, নতুন বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হবার যে ব্যস্ততা এবং সেজন্যে বার বার শহর এবং দেশের মধ্যে যাতায়তের প্রয়োজনীয়তা আমাদের দিনগুলিকে ভরে রাখল।

"আমাদের আসবার পর দ্বিতীয় গ্রীষ্মে একটি ঘটনা ঘটল, যা না ঘটলে পরবর্তী জীবনের ঘটনাবলী কখনই ঘটত না। তার স্বাস্থ্য একটু ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল। বদমায়েস চিকিৎসকেরা তাকে আর কোনোদিন মা হতে নিষেধ করল। তারা তাকে প্রস্তাব কার্যে পরিণত করবার উপায়টাও শিখিয়ে দিল। আমার কাছে এ ছিল অত্যন্ত ঘৃণ্য প্রস্তাব। আমি এর বিরুদ্ধে দাঁড়ালাম। সে কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে আমার মতামত অগ্রাহ্য করল। চিকিৎসকের কথামত চলবার জন্যে জেদ ধরল। চাষীদের কাছে ছেলেমেয়েদের প্রয়োজনীয়তা আছে, যদিও তাদের প্রতিপালন করা তাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য। কিন্তু তাদের ছেলেমেয়েদের প্রয়োজন, এইটাই তাদের দাম্পত্য সম্বন্ধের প্রধান যুক্তি।

আমাদের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে যাদের ছেলেমেয়ে আছে, তাদের ছেলেমেয়ের কোন প্রয়োজন নেই, বরং তারা আবার একটা নতুন উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তাছাড়া ব্যয়সাধ্যও এবং এককথায় —বোঝা। স্বভাবতই আমরা যে জীবন যাপন করি তার সমর্থনে কোনো যুক্তি নেই। আমরা হয় কৃত্রিম উপায়ে সন্তানের জন্ম রোধ করি বা যেটা আরো লজ্জাকর—আমরা মনে করি সন্তান হচ্ছে দুরদৃষ্ট, আমাদের অসাবধান মুহূর্তের ফলন। কিন্তু একটা যুক্তি নিশ্চয় আমাদের আছে। সততার দিক থেকে আমরা এত নিচে নেমে গেছি যে কোনো যুক্তির প্রয়োজনীয়তা আমরা বোধ করি না। শিক্ষিত সমাজের সবচেয়ে বেশির ভাগ লোকই এইভাবে জীবন কাটাচ্ছে অথচ এক সময়ের জন্যেও মর্মপীড়া বা বিবেকের অনুশোচনা তাদের নেই। অবশ্য বিবেকের অনুশোচনা আশা করাটাই উচিৎ নয় যখন আমরা দেখি আমাদের জীবনে বিবেক বলে কিছু নেই, কেবল যদি ফৌজদারী আইনের সম্বন্ধে চেতনাকে বিবেক বলে ধরা চলে-তবে। এক্ষেত্রে ঐ দুটির কোনটিই অন্যায় বা দোষ বলে সাব্যস্ত হবে না। কারুরই তাই এ-ব্যাপারে লজ্জিত হবার কারণ নেই কারণ সমাজের সমস্ত লোকই তাই করে। ফৌজদারী আইনকেও তাদের ভয় করবার কোন কারণ নেই। কেবল গাঁয়ের ছোটলোকের মেয়েরা আর সৈনিকদের বৌয়েরাই কুয়ো বা পুকুরের মধ্যে সন্তান ফেলে। এই সমস্ত দুশ্চরিত্রদের জেলে দেওয়াই সংগত। আমরা অবশ্য ঠিক সময়ে সুষ্ঠুভাবে সম্মানের সঙ্গে কাজ সেরে থাকি।

সে যাক। এদিকে দু' বৎসর আরো কেটে গেলো। এবার বোঝা গেলো চিকিৎসকের উপদেশ ফল দিতে শুরু করেছে। আমার স্ত্রীর চেহারা ফিরেছে। সে যেন পড়ন্ত গ্রীষ্মের সৌন্দর্যচ্ছটায় আগে

থেকে আরো রূপমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। নিজেও সে তা অনুভব করছে এবং আপনার সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠেছে। মায়ের দায়িত্ব এবং কর্তব্য থেকে মুক্তি পেয়ে সে নিজেকে ফুর্তিমতী, উদ্দীপ্ত তিরিশ বছরের এক সুন্দরী নারীতে রূপান্তরিত করেছে। তার সৌন্দর্য হয়ে উঠেছে উদ্ধত আর মাদকতামণ্ডিত। সে এখন যেখানেই থাক নিশ্চয় লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, যেন বিদ্যুৎ-তাড়নার সৃষ্টি হবে। সে যেন একটা স্বাস্থ্যবান ক্রীড়াপ্রবণ সাজানো ঘোড়া বহুদিন আস্তাবলে নিষ্ক্রিয় দাঁড়িয়ে ছিল; আজ হঠাৎ তার লাগাম খুলে দেওয়া হয়েছে। তাকে সংযত রাখবার আর কোনো উপায়ই ছিল না, যেমন নেই আমাদের সমাজের শতকরা নিরানব্বইজন মেয়ের। আমি এটা অনুভব করে যেন আতঙ্কে শিউরে উঠলাম।"

উনিশ

তিনি উঠে জানালার ধারে গেলেন। তিন চার মিনিট চেয়ে রইলেন জানালার বাইরে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে ফিরে এসে আবার বসলেন আমার বিপরীত দিকে।

মুখের চেহারায় একটা পরিবর্তন এল। ঠোঁটে অদ্ভুত এক হাসি খেলে গেল। বললেন, "আমি বড় ক্লান্ত তবে গল্পটা বলে যাচ্ছি। এখনো সময় আছে অনেক, দিন হতে অনেক বাকি।"

একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার বলতে আরম্ভ করলেন। "সন্তান-ধারণ ছেড়ে দেওয়ার পর সে আরো স্বাস্থ্যবতী, আর সুন্দরী হয়ে উঠল। সন্তানদের সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগও ক্রমে অন্তর্হিত হোলো। সে যেন পুনর্জীবিত হচ্ছে।

"ঠিক যেন মদের মূর্ছা থেকে সে চেতনায় ফিরে আসছে, দেখছে সুখ-ঐশ্বর্যে পূর্ণ একটা গোটা ঈশ্বরের পৃথিবী রয়েছে তার সামনে যাকে সে ভুলে ছিল—যেখানে কিভাবে বাঁচতে হবে সে জানত না। 'মুঠির ভেতর থেকে এই পৃথিবী যাতে সরে না যায় আমি সেই চেষ্টা করব। সময় খুব তাড়াতাড়ি বয়ে যাচ্ছে, শেষে হয় তো খুব দেরী হয়ে যাবে।' আমার মনে হয় সে এই ভাবে চিন্তা করত। অন্যরকম চিন্তা তার পক্ষে সম্ভব না, যখন দেখি তার সমস্ত শিক্ষাদীক্ষাই তাকে এই কথা শিখিয়েছে। শিখিয়েছে যে পৃথিবীতে কেবল একটা জিনিসই লক্ষ্য করবার আছে, সে হচ্ছে তথাকথিত ভালবাসা। সে বিবাহ করেছে, আর সেই 'ভালবাসা'র আস্বাদও কিছুটা পেয়েছে কিন্তু যতখানি আশা করেছিল ততখানি কখনই নয়। যতখানি আপনার জন্যে সে চায়, বা যতখানি পাবার চেষ্টা সে করেছিল ততখানি সে পায়নি। তাছাড়া অনেক বিষয়েই সে হতাশ হয়েছে। অনেক ভুল ভেঙেছে, অনেক দুঃখ-কষ্ট, অনেক যন্ত্রণা সে ভোগ করেছে—সবচেয়ে বড় যেটা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি সেই ছেলেমেয়েদের যন্ত্রণাও তাকে ভোগ করতে হয়েছে। এই সব যন্ত্রণা তাকে ক্লান্ত, বিরক্ত করে তুলেছে। শেষে এসেছে চিকিৎসকেরা। তারা তাকে উপদেশ দিয়েছে কি করে মা হবার দায়িত্ব থেকে রেহাই পাওয়া যায়। সে আনন্দে নেচে উঠেছে, চিকিৎসকের উপদেশমত চলে পুনর্জন্ম লাভ করেছে; এখন শুধু 'ভালবাসা'র জন্যেই সে বেঁচে থাকবে।

"কিন্তু সে ভালবাসা ঈর্ষা-বিদ্বেষে জর্জরিত কোনো স্বামীর সঙ্গে না—অন্য এক ভালবাসার স্বপ্ন দেখছে সে—নতুন এক খাঁটি প্রেম। অন্তত আমার তাই মনে হয়েছিল। তার দিকে চেয়ে অস্পষ্ট কি একটা যেন আশা করছিলাম। এতে আমি অস্বস্তি বোধ না করে পারলাম না।

বিশেষ করে এই সময় সে অন্যের সঙ্গে কথাবার্তার মধ্যে এই রকম মত প্রকাশের সুযোগ ছাড়ত না, অবশ্য আমাকে শোনাবার উদ্দেশ্যেই বলত। এদিকে হয়তো ঘণ্টাখানিক আগে সে ঠিক এর উল্টো কথা বলেছে। আধা হাসি আর আধা গুরুত্ব মিশিয়ে সে বলত মা হবার উৎকণ্ঠা আর বিড়ম্বনার কথা। বলত, জীবনের আনন্দ আহ্লাদের অংশ গ্রহণ না করে একজনের যৌবনকে সন্তানের জন্যে খোয়ানো দুঃখের ব্যাপার। ছেলেদের দিকে সে নজর এখন খুব কম দিত। নিজের দিকেই তার নজর ছিল বেশি, অবশ্য এটা সে গোপন করবার চেষ্টা করত। এমন কি তার কতকগুলি বিশেষ ত্রুটিও সে সংশোধন করে নিতে চাইল, সে আবার গানের দিকে মন দিল, আগে বেশ দক্ষতার সঙ্গে সে পিয়ানো বাজাত। এই গানই হচ্ছে সেই দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষ সূত্রপাত।" তিনি ক্লান্ত চোখে জানালার বাইরে চাইলেন, কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টায় নিজেকে সংযত করে আবার বলতে আরম্ভ করলেন: "হাঁ, এইসময় সেই লোকটি রঙ্গমঞ্চে দেখা দিল।" তাঁর কথা জড়িয়ে এল। দুবার তিনি সেই বিশেষ শব্দ করলেন। স্পষ্ট দেখতে পেলাম তাঁর পক্ষে সে-লোকের নাম করা বা তার সম্বন্ধে কোনো কিছু উল্লেখ করা এমন কি প্রসংগক্রমে সে-স্মৃতি মনে আনাও অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। কিন্তু তিনি চেষ্টা করে বাধার বেড়াটা যেন ভেঙে বেরিয়ে এসে দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে গেলেন: বললেন, "আমার চোখে সে ছিল এক নিকৃষ্টস্তরের পাপী। একথা আমি বলছি সে আমার জীবনে যে গুরুতর অংশ নিয়েছে সেজন্যে না, সে সত্যিই তাই। সে যে এতটা হেয় ছিল তার থেকেই প্রমাণ হয় আমার স্ত্রী কতটা দায়িত্বজ্ঞানহীন। অবশ্য সে যদি এই লোক না হোত তবে অন্য আর একজন হোত। এই ঘটনাটিই কেবল ঘটবার অপেক্ষায় ছিল।" আবার তিনি থামলেন। "লোকটি গায়ক এবং বেহালাবাদক।

কিছুটা পেশাদারী আবার কিছুটা সৌখীন শিল্পানুরাগীও। তার বাবা ছিলেন এক জমিদার, আমার বাবার পড়শী। বহুদিন আগেই তাঁরা ধন-ঐশ্বর্য খুইয়েছেন। তিন ছেলে তাঁর। প্রত্যেকেরই তিনি এক-ভাবে না একভাবে ব্যবস্থা করেছিলেন। সর্ব-কনিষ্ঠটিকে পাঠানো হয়েছিল প্যারিসে ধর্ম-মায়ের কাছে। এক সংগীতের স্কুলে সে শিক্ষা পায় কারণ সংগীতের দিকেই তার প্রতিভা ছিল। ফিরে আসে বেহালাবাদক হয়ে আর প্রকাশ্য সংগীতানুষ্ঠানেও অংশ গ্রহণ করতে থাকে। সে হচ্ছে যে—"

কিছু একটা কঠোর মন্তব্য করতে গিয়ে পজ্‌দ্‌নিশ্‌চেফ নিজেকে সংযত করলেন।

"আমি জানতাম না সে তখন কিভাবে থাকত। শুধু জেনেছিলাম সে রাশিয়ায় ফিরে এসেছে তাই দেখা করতে এসেছে আমার সঙ্গে। চোখ দুটি তার বাদামের মত, সহাস্য গোলাপী ঠোঁট, গোঁফজোড়া সযত্নে পাকানো, সর্বাপেক্ষা আধুনিক কায়দায় চুলের ছাঁট এবং বিন্যাশ, মুখের চেহারা মোটামুটি সুশ্রী—মেয়েরা যাকে বলবে 'দেখতে খারাপ নয়।' সে সম্পূর্ণ ঘনিষ্ঠতার সুর টানতে চাইছিল। অবস্থাটাও সেই রকমই ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে কোথাও কিছু বাধা বা নিরুৎসাহ দেখলে সে তৎক্ষণাৎ থেমে যেত, অবশ্য নিজের মর্যাদার বিষয়েও সে সম্পূর্ণ সচেতন ছিল। বুট জোড়া তার প্যারিসীয় ধরনের, নেকটাই-এর রং সর্বদাই গাঢ়—এককথায় প্যারিসপ্রবাসী বিদেশীয়দের মত প্রকৃতিগত সূক্ষ্মতম সব গুণই সে গ্রহণ করেছে। তাদের মৌলিকতায় আর বৈশিষ্ট্যে সে সহজেই মেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। প্রত্যেকটা বিষয়ে তার কথা বলবার একটা ধরন আছে। আংগিকের মাধ্যমে বা কাটাকাটা কথার ভেতর দিয়ে সে তার বক্তব্য বলবে যেন আপনি এ বিষয় সবই

জানেন এবং জলজ্যান্ত মনে আছে তাই তার বক্তব্যের বাকিটাও পূরণ করে নিতে পারেন। এই লোকটি আর তার গানই হচ্ছে পরবর্তী ঘটনাবলীর মূল কারণ।

"আমার বিচারের সময় সমস্ত ব্যাপারটা এমনভাবে গেঁথে সাজানো হোলো যেন দেখানো যায় যে আমি ঈর্ষার বশে স্ত্রীকে হত্যা করেছি। ব্যাপারটা তা নয়, অন্তত আমি বলতে চাই ওকথা সত্য বলবার আগে বিষয়টার সত্যাসত্য বিশেষভাবে বিচার করে দেখা দরকার। অবশ্য কোর্টে প্রমাণিত হোলো যে, আমার স্ত্রী বিশ্বাসভঙ্গ করেছে আর আমি আমার সম্মানের এই অবমাননার প্রতিশোধ নিতে তাকে হত্যা করেছি। আমি মুক্তি পেলাম। বিচারের সময় আমি চেষ্টা করেছিলাম সত্যটা পরিষ্কার করে বলতে কিন্তু চেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হোলো স্ত্রীর সুনামটা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবার একটা ইচ্ছা জাগাতে। সত্যি বলতে কি ঐ গায়কের সঙ্গে সম্পর্কটা তার যাই থেকে থাক আমার কাছে সেটার খুব বেশি দাম ছিল না, এমন কি তার কাছেও না। যেটা আসলে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল আপনাকে সেটা আমি আগেই বলেছি। সে হচ্ছে আমাদের মধ্যেকার সেই দুর্দমনীয় পারস্পরিক ঘৃণার ব্যবধান, যাতে একটা সামান্য স্পর্শ বা ক্ষীণ উত্তেজনা সংকট সৃষ্টি করবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ঝগড়াটাও আমাদের মধ্যে তখন অতি সচরাচর ঘটছে এবং অত্যন্ত অসাধারণ বিভৎস রূপ নিয়েছে। এই লোকটি যদি এসে হাজির না হোত তবে অন্য আর একজন এসে একইভাবে তার অংশ অভিনয় করত। ঈর্ষা প্রকাশের একটা ছল এসে হাজির না হলে আর একটা আত্মপ্রকাশ করত। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি যে, সব স্বামীই আমার মত জীবন কাটাচ্ছে এবং শিগ্‌গিরই হোক আর দেরিতেই হোক তারা হয় শ্লথচরিত্রের হয়ে উঠবে আর না হলে স্ত্রীর সঙ্গে পৃথক হবে,

আত্মহত্যা করবে, না হলে স্ত্রীকে খুন করবে। যাদের কাছে এর কোনো একটা পথই প্রয়োজন হয়ে ওঠেনি সে-রকম লোক নেহাত ব্যতিক্রম। যেভাবে আমি এ ব্যাপারের পরিসমাপ্তি ঘটালাম তার আগে বহুবার আমি আত্মহত্যা করতে গেছি এবং আমার স্ত্রীও অনেকবার বিষ খেতে গেছে।

কুড়ি

"সেই শোচনীয় ঘটনার আগে এক ব্যাপার হয়েছিল : আমরা একসময় ঝগড়ার পরে অল্পকাল শান্তিতে জীবন কাটাচ্ছিলাম। এই অনিশ্চিত শান্তি ভঙ্গ করবার হেতুর অভাবে আমরা প্রদর্শনীতে দেখা এক কুকুরের সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করলাম। আমি বললাম কুকুরটা পদক পেয়েছে। 'পদক নয়', সে উত্তর করল, 'কেবল সম্মান পেয়েছে।' এবার কলহ শুরু হোলো। ক্ষিপ্রভাবে আমরা এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে যেতে লাগলাম। প্রত্যেক পদেই একে অন্যকে গালাগাল দিতে লাগলাম তীব্রভাবে : 'আঃ, আমি তা বহু আগেই জানি। তোমার সব ব্যাপারেই এইরকম।' 'তুমি নিজে এ কথা বলেছিলে।' 'না, আমি ওরকম কিছু বলিনি।' 'তাহলে আমি একজন মিথ্যাবাদী হচ্ছি,'—এমনি আরো অনেক মন্তব্য। যখন আপনি স্পষ্ট অনুভব করতে পারছেন আর এক মিনিট বাদেই ভীষণ দ্বন্দ্ব শুরু হবে যখন আপনি হয় নিজেকে বা বিপক্ষকে খুন করতে চাইবেন। আপনি বুঝছেন যে এটা শিগগিরই শুরু হবে আর সঙ্গে সঙ্গে আতংকিত হয়ে উঠছেন, সংযত করতে চাইছেন নিজেকে কিন্তু তীব্র ঘৃণা আপনার সমস্ত সত্তাকে অধিকার করে বসেছে। তার অবস্থা ছিল সম্ভবত আমার চেয়েও

খারাপ। সে বিশেষভাবে আমার প্রত্যেকটা বক্তব্যকে বিকৃত করে তুলে ধরছিল। সে যা বলছে তার প্রত্যেকটা কথা আগাগোড়া বিষে পূর্ণ। কৌশলে সে আমার দুর্বল জায়গাতে আঘাত করছে, পুরনো ক্ষতগুলিকে খুলে ধরছে যার প্রত্যেকটার সঙ্গেই সে পূর্ণাঙ্গভাবে পরিচিত। কলহ যত বাড়ছে অবস্থা ততো খারাপ হচ্ছে। অবশেষে 'চুপ কর' বা অনুরূপ কোনো কথা বলে আমি তীব্র চিৎকার করে উঠতেই সে ছেলেমেয়েদেব ঘরের দিকে ছুটে বেরিয়ে গেল। আমি তাকে অনুসরণ করলাম যাতে সে আমার বক্তব্য সম্পূর্ণ শুনে যায়। তার জামার আস্তিন ধরতেই সে এমনভাব করলে যেন আমি তাকে মেরেছি। সে চেঁচিয়ে উঠলো: 'ছেলেরা, দেখ তোমাদের বাবা আমাকে মারছে।' এতে আমিও চিৎকার করে উঠলাম 'মিথ্যা কথা বোলো না!' পরিবর্তে সে তেমনিভাবেই উত্তর করল, 'এই প্রথম তুমি একাজ করলে না।' ছেলেমেয়েরা ততক্ষণে এসে গেছে। সে তাদের শান্ত করতে চেষ্টা করছে। আমি বললাম 'এমনি সমস্ত বিশ্বাস সৃষ্টি কোরো না।' সে উত্তর করল, 'তোমার চোখই সে বিশ্বাস তৈরি করছে। তুমি একজন লোককে খুন করতে পার, পরে বলতে পার সে মরার ভান করছে। ওঃ, এবার আমি তোমাকে চিনেছি। এই তুমি চাইছ।'

"যদি তুমি কুকুরের মত মরে থাকতে!' উত্তরে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। আমার মনে আছে এই কথাগুলি বলবার সময় ভয়ে এবং বিস্ময়ে কি-ভাবে চমকে উঠেছিলাম। আমি বলতে পারি না কি-করে এই কথাগুলি আমার ঠোঁট দিয়ে বেরিয়ে এল। ছুটে আমি পড়বার ঘরে চলে গেলাম। সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে শুনতে লাগলাম সুমুখের ঘরে সে বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করছে। চেঁচিয়ে ডাকলাম, 'কোথায় যাচ্ছ তুমি?' সে কোনো উত্তর দিল না। 'শয়তান

তোমাকে পথ দেখাক !' পড়ার ঘরে ফিরে যেতে যেতে বললাম আমি। শুয়ে পড়ে আবার সিগারেট ধরালাম। হাজাররকম প্রতিশোধের মতলব মাথায় ভিড় করতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে আবার সব কিছু ঠিক করে নেবার, যা বলা হয়েছে সব সংশোধন করে নেবার উদ্ভট কল্পনায় মেতে উঠলাম। সর্বশক্তি নিয়ে ধূমপান করতে করতে এই চিন্তায়ই শুধু ডুবে রইলাম। ভাবলাম তার কাছ থেকে পালিয়ে যাব। পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করে থাকব—অ্যামেরিকা প্রবাসী হব। বস্তুত এত দূর গেলাম যে, কি করে তার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হতে পারি ভাবতে লাগলাম। কল্পনায় ভেবে সুখী হলাম যে তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি তখন আর একটি নবীনা সুন্দরী সৎচরিত্র মেয়েকে বিয়ে করব। এর কবল থেকে মুক্তির একমাত্র রাস্তা হচ্ছে এর স্বাভাবিক মৃত্যু অন্যথায় আমাকে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করতে হবে। এই মতলব হাসিল করবার শ্রেষ্ঠ পথ কোনটা তাই নিয়ে মনে মনে আলোচনা করতে লাগলাম। বুঝতে পারলাম আসল ব্যাপার থেকে আমি দূরে সরে যাচ্ছি—যা চিন্তা করা উচিত তা চিন্তা করছি না। প্রত্যক্ষ চিন্তাকে ধোঁয়াটে করবার জন্যে ধূমপান করতে লাগলাম।

"এদিকে গৃহের ঘটনাগুলি তাদের উপযুক্ত পথে চলেছে। শিক্ষয়িত্রী এসে জিজ্ঞেস করলো 'কর্ত্রী কোথায়? কখন ফিরবেন?' পরিচারক জিজ্ঞেস করল, 'চা দেবো?' খাবার ঘরে গেলাম! ছেলেরা রয়েছে বসে—আমার দিকে চাইছে তারা জিজ্ঞাসা নিয়ে, ভৎর্সনার চোখে—বিশেষ করে লিজা এসব ব্যাপারের অর্থ এখন বুঝতে আরম্ভ করেছে। আমরা নীরবে চা খেলাম; সে এখনো ফেরেনি। সন্ধ্যা কেটে গেল তবু সে ফিরল না। এই অবসরে দুটি চিন্তা একের পর এক আমাকে প্রভাবিত করতে লাগল: এক হচ্ছে, রাগ—সে ছেলেমেয়েদের এবং

আমাকে অনুপস্থিত থেকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। এ চিন্তার পরিণতি হচ্ছে, অবশেষে সে ফিরে আসবে। আর একটা হচ্ছে ভয়—যে সে আর ফিরবে না, হয়তো আত্মহত্যা করবে। আমি তাকে গিয়ে নিয়ে আসব। কিন্তু কোথায় সে? তার বোনের ওখানে? কিন্তু সেখানে গিয়ে আমার পক্ষে অনুসন্ধান করাটা এমন হাস্যাস্পদ হবে। তাছাড়া আমি গ্রাহ্য করি না। সে যদি আমাকে যন্ত্রণা দিতে চায় সে নিজেও যন্ত্রণা পাবে। আমি যদি উদ্বিগ্ন হয়ে তাকে এদিক ওদিক খুঁজতে আরম্ভ করি তাহলে তার হাতেই খেলতে থাকব, কারণ সে বাড়ি ছেড়ে যাবার সময় শেষপর্যন্ত এই কথাই মনে করে গেছে। পরের বার তাহলে সে আরো খারাপ ব্যবহার করতে উৎসাহ পাবে। কিন্তু সে যদি তার বোনের ওখানে না থেকে থাকে, যদি সে কোনো রকমে জীবনটাকে শেষ করে দিয়ে থাকে? এগারটা বেজেছে। বারোটা বাজলো। আমি শোবার ঘরে যাইনি; সেখানে গিয়ে শুয়ে শুয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করাটা নির্বোধের মত হবে। কিন্তু এই পড়ার ঘরেও আমি শুতে পারছি না। কিছু কাজ করতে চাই যার মধ্যে ডুবে থাকতে পারি—যেমন চিঠি লেখা বা পড়া। কিন্তু দেখলাম যে কিছুই করতে পারি না। পড়ার ঘরে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম—রাগে আর বিরক্তিতে শরীর জ্বলে যাচ্ছে। সত্য অথবা কাল্পনিক প্রত্যেকটা শব্দ শুনতে লাগলাম। রাত তিনটে এর মধ্যেই হয়েছে। চারটে বাজলো তবু সে এল না। ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন ঘুম থেকে জাগলাম সে আসেনি। এর মধ্যে গৃহের কাজ পূর্বের মতই চলেছে—কেবল প্রত্যেকেই হতবুদ্ধি আর বিরক্ত। প্রত্যেকেই আমার দিকে চাইছে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে, যেন তারা বুঝতে পেরেছে এ সমস্তই আমার জন্যে হয়েছে। এদিকে সর্বক্ষণ আমার ভিতরটা হয়ে রয়েছে

যুদ্ধক্ষেত্র—পূর্বের মত সেখানে জয়পরাজয়ের লড়াই চলেছে রাগের আর ভয়ের, যেহেতু সে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে—আর পাছে তার কিছু ঘটে থাকে। এগারটার সময় তার বোন সংবাদবাহক হিসেবে এসে হাজির। পুরনো প্রক্রিয়ারই আবার পুনরাবৃত্তি হোলো। 'সে ভীষণ রেগে গেছে ; ব্যাপার কি ?' 'কিছুই হয়নি।' আমি তার অসঙ্গত ব্যবহারের ওপর জোর দিয়ে বলি যে তাকে আমি কিছুই বলিনি। 'হাঁ, কিন্তু যাই হোক এরকম আর চলতে পারে না।' 'সে তার বিচার্য, আমি কিছু জানি না। প্রথমেই আমি কিছু করব না। আমাদের যদি সম্পর্কচ্ছেদ করতে হয় তবে বেশ, তাই হোক।' এইভাবে তার বোন কোনো কিছু সমাধান না করেই ফিরে গেলো। আমি স্পষ্ট বললাম এ ব্যাপারে প্রথমে আমি কিছু করব না। কিন্তু যেই সে চলে গেল আর বাইরে এসে যখন চোখে পড়লো ছেলেমেয়েদের ভয়ার্ত করুণ মুখগুলি তখন মনে হোলো প্রথমে আমারই এগিয়ে যাওয়া উচিত। পূর্বের মত আমি পায়চারী করে সিগারেট খেতে লাগলাম। দুপুরের আহারের সময় ভোড্‌কা আর মদ খেয়ে আমি উদ্দেশ্যের নাগাল পেলাম। আমার নিজের হাস্যাস্পদ অবস্থাটাকে আমি নিজের কাছে লুকোতে চাইছিলাম!

"প্রায় তিনটের সময় সে নিজে এসে হাজির হোলো। আমাকে দেখে সে কোনো মন্তব্য করলো না। ভাবলাম সে মিটিয়ে ফেলতে চাইছে। বললাম, গালাগাল দিয়ে আমাকে সেই উত্তেজিত করে তুলেছে। সে আমার দিকে কঠোর ভাবে চাইল। বলল, রফা করতে সে আসেনি, এসেছে ছেলেমেয়েদের নিয়ে যেতে। আমাদের দুজনের আর একসঙ্গে বাস করা অসম্ভব। আমি বোঝাতে চাইলাম আমাকে দোষ দেবার কিছু নেই কারণ তীব্র খোঁচা দিয়ে দিয়ে সেই

আমাকে খেপিয়ে তুলেছে। সে বিজয়ীর মত চাইল আমার দিকে। বলল—'আর বলতে হবে না, তোমাকে অনুতাপ করতে হচ্ছে।' উত্তরে আমি বললাম মিলনান্ত নাটককে আমি ঘৃণা করি। সে চীৎকার করে কি বলল ধরতে পারলাম না। কিন্তু নিজের ঘরে গিয়ে দরজায় চাবি বন্ধ করলো। আমি দরজায় কয়েকবার ধাক্কা দিলাম কিন্তু কোনো উত্তর পেলাম না। ক্রুদ্ধ হয়ে চলে এলাম। আধঘণ্টা বাদে লিজা কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এল; 'কি ব্যাপার?' 'মায়ের কোন সাড়া পাচ্ছি না।' ঘরের দিকে দুজনে গেলাম। ধাক্কা দিয়ে ছিটকানিটা জোর করে ঘোরাতে দুটো কপাট একসঙ্গে খুলে গেল। বিছানার কাছে গিয়ে দেখলাম সে বেকায়দায় শুয়ে আছে, গায়ে পেটিকোট আর পায়ে রয়েছে উঁচু বুটজোড়া। বিছানার পাশে টেবিলের ওপর রয়েছে একটা খালি আফিমের শিশি। আমরা তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনলাম। জ্ঞান হবার প্রথম লক্ষণেই তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। আমাদের পুনর্মিলনে সব কিছুর রফা হয়ে গেল। অন্তরে কিন্তু আমরা সেই পরস্পরের প্রতি ঘৃণাই পুষে রাখলাম। সেই সঙ্গে যুক্ত হোলো এই ঝগড়ার পুঞ্জিভূত ক্রোধ, যাকে প্রত্যেকেই তার হিসাবের খাতায় অপরের জন্যে তুলে রাখলাম। কিন্তু ব্যাপারটার একভাবে না একভাবে সমাপ্তি টানা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। জীবন আমাদের আবার পুরনো খাতে চলতে আরম্ভ করল।

"এই রকম ঝগড়া, এমনকি এর থেকেও সাংঘাতিক ঝগড়া অনবরতই হচ্ছে। কখনো সপ্তাহে একদিন, কখনো মাসে একদিন, আবার হয়তো কখনো প্রত্যেকদিনই ঝগড়া হচ্ছে। প্রত্যেকবারই সেই একই পুরনো গল্প—কোন পরিবর্তন নেই—কোন রূপান্তর নেই। একবার অবস্থা এতদূর গড়াল যে আমি ছাড়পত্রের জন্যে দরখাস্ত করলাম।

ঝগড়া দুদিন পর্যন্ত চললো। এটাও শেষ অবধি আধা ব্যাখ্যানে আর আধা অন্তরের পুনর্মিলনে শেষ হোলো। বাতিল হোলো আমার বিদেশ যাওয়া।

একুশ

"এই হচ্ছে আমাদের তখনকার জীবনযাত্রা। এই দাঁড়িয়েছে আমাদের মধ্যে তখনকার সম্বন্ধ। এমন সময় ট্রুখাট্‌স্‌শেভস্কি দেখা দিল। মস্কোয় এসে সে একদিন সকালে এল আমার ওখানে। চাকরকে বললাম তাকে ভেতরে আনতে। আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল আগে। এখন কিন্তু আলাপ করবার আগে সে নিজের অবস্থা ভাল করে অনুভব করল। তার ভাব, কথাবার্তা আগের অন্তরংগতা থেকে অনেক পরিবর্তিত। আমি তাকে একজন সাধারণ পরিচিতের মত গ্রহণ করলাম। সেও এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে এই ইঙ্গিতকে সোজাসুজি গ্রহণ করল।

তাকে প্রথম থেকেই আমি ভীষণভাবে অপছন্দ করেছি। কিন্তু কি এক অদৃশ্য শক্তি যেন তাকে শুধু প্রত্যাখ্যানই করতে দিল না, তাকে আরো কাছে টেনে আনলে। তাকে যদি কয়েকটা কথাবার্তা বলে নিরুৎসাহভরে বিদায় দিতাম, স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় না করাতাম, তবে তার থেকে সহজ আর কি হতে পারত! কিন্তু না, আমি তার সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা করলাম, বললাম—শুনেছি নাকি সংগীত চর্চা সে ছেড়ে দিয়েছে। সে বললো—না, জীবনে কখনো এত পরিশ্রম করে সংগীত-চর্চা আর সে করেনি। নিজের কথা ছেড়ে এবার সে স্মরণ করিয়ে দিল এককালে আমিও সংগীত-চর্চা করেছি।

আমি বললাম গান এখন আর আমি গাইনে, তবে আমার স্ত্রী একজন ভাল গাইয়ে। সত্যই কি অদ্ভুত! সাক্ষাতের প্রথম দিন, প্রথম ঘণ্টা থেকেই সম্বন্ধটা এমন হয়ে উঠলো যে পরবর্তী ঘটনাগুলিতে তারই স্বাভাবিক পরিণতি ঘটতে থাকল। তার সঙ্গে ব্যবহারটা আমার হয়ে উঠলো অত্যন্ত কৃত্রিম। তার প্রত্যেকটা কথা, প্রত্যেকটা ভঙ্গি—আমার প্রত্যেকটা কথা, প্রত্যেকটা ভঙ্গি আমি কিসের সঙ্গে যেন মিলিয়ে দেখতে চাইছিলাম। আমার স্ত্রীর সঙ্গে তাকে পরিচয় করিয়ে দিলাম। আলোচনার মোড় তখনই ঘুরে গেল সংগীতের দিকে। সে তাকে বেহালা বাজাতে সাহায্য করতে চাইল। পরবর্তী অন্যান্যবারের মত সেদিন সকালেও আমার স্ত্রীকে মনে হচ্ছিল নিরতিশয় ভদ্র, তার সৌন্দর্য হয়ে উঠেছিল উদ্ধত কুহকী। স্পষ্টত প্রথম দিনেই লোকটিকে তার ভাল লেগেছে। তাছাড়া বেহালা-বাদনে তাকে সহযোগী পাবার সম্ভাবনায়ও সে উৎসাহিত হোলো। একজন রঙ্গমঞ্চের সংগীতজ্ঞকে নিজের সংগীতসাধনায় নিযুক্ত করবার আনন্দে সে ভীষণ তৃপ্তি পেলো। এই সন্তুষ্টি চোখের দৃষ্টিতেও ধরা গেল। কিন্তু আমার চোখে তার চোখ পড়তেই সে বুঝলো আমার মনের ভাব। অমনি তার মুখের চেহারা বদলে গেল, আর তারপরই পরস্পরকে আমরা ছলনা করতে শুরু করলাম।

"আমার স্ত্রীর দিকে সে চাইছিল যেমন করে দুশ্চরিত্র লোকেরা সুন্দরী মেয়েদের দিকে চায়। ছল করছিল যেন আলোচনার বিষয়বস্তুতেই কেবলমাত্র সে উৎসুক, তার চোখ যেটাকে একেবারে রসহীন বলে প্রমাণ করছে। আমার স্ত্রী এদিকে নিরপেক্ষতার ভান করছে কিন্তু আমার মুখের মেকি হাসিতে সে একটু বিপর্যস্ত হোলো। আমার এ হাসিকে সে জানত। আমি দেখলাম তাকে প্রথম দেখার পরই

চোখছুটি তার এক বিশেষ দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো আর হয়তো আমার ঈর্ষাই তাদের মিলিত করলো। তাদের হাসিতে, তাদের দৃষ্টিতে এনে দিল একটা মিল। ফলে সে যখন লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠছে সেও তখন লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠছে—আবার সে যখন হাসছে সেও তখন হাসছে। গান সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করলাম, প্যারিসের কথা কিছু হোলো, আরো অনেক গল্পগুজব হোলো, সবই তুচ্ছ বিষয় নিয়ে। বিদায় নিতে উঠে সে হেসে মাথার টুপিটা খুলে হাঁটুর ওপর চেপে একবার আমার দিকে একবার তার দিকে চেয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো—যেন আমরা কি করব দেখবার জন্য অপেক্ষা করছে।

"সেই মুহূর্তটির কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে, কারণ সেই কটি ক্ষণস্থায়ী মুহূর্তের ভেতর আমার ক্ষমতা ছিল তাকে আর আসতে নিমন্ত্রণ না করার। তাহলে সেই দুর্ঘটনাও কোনোদিন ঘটত না। কিন্তু তাদের উভয়ের দিকে তাকিয়ে আমি মনে মনে বললাম 'তোমরা একটুও ভেব না তোমাদের আমি ঈর্ষা করি।' লোকটিকে বললাম, 'ভেব না তোমাকে আমি ভয় করি।' তাকে সন্ধ্যায় আবার আসতে বললাম। বেহালাটাও বললাম সঙ্গে আনতে। আমার দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকালো সে, লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো —অযাচিত এই অনুরাগে ভীত হয়ে প্রস্তাবটাকে প্রত্যাখ্যান করতে চাইল। বলল, সে ভাল বাজাতে পারে না। এই প্রত্যাখ্যান আমাকে আরো ক্ষিপ্ত করে তুলল। তার আসবার জন্যে আমি জেদ ধরলাম। মনে আছে কি অসাধারণ মনের অবস্থা নিয়ে তখন আমি চেয়ে দেখছিলাম তার মাথার পেছনে সাদা ঘাড় অবধি ঢাকা একরাশ উল্লম্ফ ঢেউতোলা কালো চুল। পাখীর মত উড়বার

ভঙ্গিতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিছুতেই নিজের কাছে আমি গোপন করতে পারলাম না যে এই লোকটার উপস্থিতি আমার কাছে ক্লেশকর। ভাবলাম, এতো আমারই হাতের মধ্যে। আমি এমনও করতে পারি যাতে আর ওর উপস্থিতিতে আমাদের অশান্তি ভোগ করতে হবে না। কিন্তু সে কাজ করা মানে স্বীকার করা তাকে আমি ভয় করি। তাকে আমি একটুও ভয় করি না—সে হবে অত্যন্ত অপমানজনক, পাশের ঘর দিয়ে যাবার সময় তাকে বিশেষ করে সন্ধ্যাবেলা বেহালা নিয়ে আসবার জন্যে পীড়াপীড়ি করলাম। সে প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে গেল।

"সন্ধ্যাবেলা সে আসতে তারা সংগীত শুরু করলো। কিন্তু অনেক্ষণ তাদের ছুজনের তালের কোন মিল হোলো না। আমার স্ত্রী যে গান জানত সে গানের খাতাটা ছিল না। যে গান হচ্ছিল, পূর্বে থেকে প্রস্তুত না থাকায় সেটাও সে গাইতে পারছিল না। আমি গানের বড় ভক্ত ছিলাম। তাদের একত্র গাইবার প্রস্তাবটা বরং ভালই লাগছিল। গানের বইটা টেবিলের ওপরে রেখে তাদের জন্যে পাতা উল্টে দিলাম। কয়েকটা গান তারা গাইল, কয়েকটা যন্ত্রসংগীত এবং মোজার্টের একটা গৎ। চমৎকার বাজালো সে, কারণ সুরের জ্ঞান তার অতি চমৎকার! তাছাড়া তার একটা সূক্ষ্ম মার্জিত রুচি ছিল যা তার চরিত্রের সঙ্গে মনে হয় মিশ খায় না। আমার স্ত্রীর থেকে অবশ্যই সে অনেক ভাল বাজালো। তাকে সে সাহায্য করলো, আবার সঙ্গে সঙ্গে তার বাজনারও ভদ্রভাবে প্রশংসা করলো। আমার স্ত্রীও মনে হোলো কেবল গান সম্বন্ধেই উৎসুক। আমিও গানের সম্বন্ধেই কেবল উৎসাহ দেখালাম কিন্তু সারা সন্ধ্যা অবর্ণনীয় ঈর্ষার জ্বালায় জ্বলে মরলাম।

"আমার যন্ত্রণা আরো বেড়ে গেল যখন ভাবলাম আমি

হচ্ছি কেবল তার চিরস্থায়ী বিরক্তির কারণ, আর এই লোকটি নবাগত, চেহারা পরিচ্ছন্ন পরিপাটি, তার অনস্বীকার্য সংগীত-প্রতিভা তার ওপরে একটা গভীর ছাপ ফেলেছে। তাছাড়া তারা মাঝে মাঝে স্বভাবতই পরস্পরে মিলিত হয়ে সংগীত-চর্চা করবে। আর সংগীত যে বস্তু, বিশেষ করে বেহালা যে মনের ওপর কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে—সে-কথা চিন্তা করে বলা যায়, এই লোকটি যে শুধু তার প্রীতিই আকর্ষণ করবে তাই নয়, তাকে সম্পূর্ণরূপে জয় করবে। এ চিন্তা আমি না করে পারলাম না। ফলে তীব্র জ্বালা অনুভব করলাম। তবু কি এক অদৃশ্য শক্তি আমাকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে শুধু ভদ্র ব্যবহার করতেই বাধ্য করলো না, তার প্রতি আমাকে অনুরক্ত করে তুললো। কেন এরকম হোলো আমি বলতে পারি না। তাদের কাছে আমি কি প্রমাণ করতে চাইছিলাম যে তাদের আমি ভয় করি না বা নিজেকে প্রতারিত করতে চাইছিলাম ঠিক বলতে পারি না। শুধু জানি প্রথম থেকেই তার সংগে আমার ব্যবহারটা অস্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

"তাকে খুন করে ফেলবার ইচ্ছা জাগতে দিতে চাই না বলেই বোধহয় তাকে আন্তরিকতা দেখাতে বাধ্য হয়ে পড়লাম। রাত্রে তাকে ডিনারে আপ্যায়িত করলাম, গানের প্রশংসা করলাম উচ্ছ্বসিত, পরবর্তী রবিবারে মধ্যাহ্নে আহারের নিমন্ত্রণ ও সেইসঙ্গে সন্ধ্যায় স্ত্রীর সঙ্গে সংগীতে যোগ দিতে অনুরোধ করলাম। বললাম কয়েকজন সংগীতজ্ঞ বন্ধুকেও সেদিন তার গান শুনতে নিমন্ত্রণ করব। এইভাবে সেদিন গেল।"

পজদ্‌নিশ্‌চেফের স্বর ভারি হয়ে এল। তিনি ঘুরে বসে আবার সেই অদ্ভুত শব্দ করলেন।

"তার উপস্থিতিতে আমার মানসিক অবস্থা হোলো আশ্চর্য। তিন চার দিন বাদে একদিন প্রদর্শনী থেকে ফিরছিলাম। বাড়ি ঢুকেই মনটা হঠাৎ ভারি হয়ে উঠলো—যেন একটা ভারি পাথর আমাকে চেপে নুইয়ে দিচ্ছে। প্রথমে কোন কারণ খুঁজে পেলাম না। তারপর মনে পড়লো বাইরের ঘরে কি একটা চোখে পড়াতে সেই লোকটির কথা মনে হয়েছে। পড়বার ঘরে এসে বুঝতে পারলাম জিনিসটা কি হতে পারে। তৎক্ষণাৎ ফিরে গেলাম আবিষ্কারটাকে প্রমাণ করতে। ভুল হয়নি, তারই ওভারকোট। একটা সৌখীন বড় ওভারকোট। তার সম্বন্ধে কোনো কিছুতেই আমি অতিমাত্রায় সন্দিহান হয়ে উঠি। সবসময় অবশ্য পরিষ্কারভাবে এ বিষয়ে সচেতন থাকি না। চাকরকে জিজ্ঞেস করলাম। হাঁ, সে এসেছে। আমি আমার ঘরের দিকে গেলাম, কিন্তু বসবার ঘরের ভেতর দিয়ে না গিয়ে গেলাম ছেলেমেয়েদের পড়বার ঘর দিয়ে। লিজা একটি বই পড়ছে। নার্স ছোট শিশুটাকে কোলে নিয়ে টেবিলে বসে একটা জাহাজের ঢাকনা বুনছে। বৈঠকখানার ঘরে যাবার দরজা খোলা। আমি পিয়ানোর শব্দ আর তাদের গলা শুনতে পেলাম। কিন্তু কান পেতে থেকেও কোন কথা ধরতে পারলাম না। তাহলে পিয়ানোর স্বরটা কেবল তাদের কথাবার্তা চাপা দেবার জন্যে বাজানো হচ্ছে—হয়তো বা চুমুও। হা ভগবান! কি এক হিংস্র পশু আমার ভেতরে জেগে উঠলো। কি ভয়ংকর কল্পনা সব ভিড় করে এল আমার মনে! যে প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি তখন আমাকে পেয়ে বসলো, এখনো তার স্মৃতি আমাকে ভীত করে তোলে।

"আমার হৃৎপিণ্ড সংকুচিত হয়ে এল, গতি থেমে গেল। হঠাৎ কে যেন বুকে হাতুড়ি ঠুকতে লাগলো। রাগ আর ঘৃণার মতই এ অবস্থায় সর্বপ্রধান হয়ে ওঠে নিজের প্রতি সমবেদনা। 'ছেলেমেয়েদের

সামনে, নার্সের সামনে,' আমি নিজের মনেই বললাম। আমার মুখের অবস্থা নিশ্চয় ভীষণ হয়ে উঠেছিল কারণ লিজা ভীত বিহ্বল চোখে চেয়ে রইল। কি করব আমি? ভেতরে যাব? পারব না তা। ভগবান জানেন ভেতরে গেলে আমি কি করব। কিন্তু চলেও যেতে পারছি না! নার্স আমার দিকে চাইল—যেন সে আমার অবস্থা বুঝতে পেরেছে।

"ভেতরে যাওয়া ছাড়া আমার আর গত্যন্তর নেই, ক্ষিপ্রভাবে দরজাটা খুলে ফেললাম। পিয়ানোর সামনে সে বসে। তার সাদা লম্বা লম্বা আঙুলগুলি দিয়ে একটা গৎ বাজাচ্ছে। আমার স্ত্রী পিয়ানোর এক পাশে গানের খাতাখানা খুলে বসে আছে। ট্রুখাট্স্শেভস্কিই প্রথম আমাকে দেখলো। সে কি ভয় পেয়েছে? তার বাইরের স্থৈর্য কি কেবল ছল? সত্যিই সে শান্ত সংযত? বলতে পারি না। কিন্তু আমি যখন ঢুকলাম সে একটুও আঁৎকে ওঠেনি বা একটুও নড়েনি। কেবল আমার স্ত্রী একটু লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছিল, কিন্তু তাও অনেক পরে।

" 'তুমি আসাতে ভারি খুশি হলাম, সামনের রোববারে কি গাওয়া হবে আমরা এখনো ঠিক করতে পারিনি।' এমন স্বরে বলল সে কথাটা আমরা একা থাকলে সেভাবে কখনোই বলত না। এই গলার স্বর আর 'আমরা' বলতে তাদের দুজনকে নির্দেশ করা আমাকে ক্ষেপিয়ে তুললো। লোকটিকে আমি নীরবে অভিবাদন জানালাম। সে হেসে করমর্দন করে তৎক্ষণাৎ আমাকে ব্যাপারটা বোঝাতে গেল। হাসিটা মনে হোলো আমার কাছে বিদ্রূপের মত। সে বলল কতকগুলি গান এনেছে রবিবারের জন্যে তৈরি করবে বলে, কিন্তু কি গাওয়া হবে সে বিষয়ে এখনও একমত হতে পারেনি—একটু শক্ত ক্লাসিকাল, যেমন বেটোফেনের গৎ গাইবে—না, বেহালার সঙ্গে হালকা ধরনের গাইবে?

সমস্ত ব্যাপারটাই এত সাধারণ আর স্বাভাবিক যে এর মধ্যে কোনো আপত্তিজনক কিছু দেখতে পেলাম না। কিন্তু সেই সঙ্গে যেন দেখতে পেলাম এবং বিশ্বাস করলাম এ সবই মিথ্যা—তারা আমাকে ঠকাবার জন্যে দুজনে একই রকমের অভিনয় করছে।

"ঈর্ষান্বিত লোকের কাছে (আমাদের সমাজে প্রত্যেকটি লোকই ঈর্ষাপরায়ণ) আমাদের সৌখীন সমাজ কতকগুলি ব্যাপারে যেভাবে স্ত্রী-পুরুষে ঘনিষ্ঠ এবং বিপদজনক মেলামেশার সুযোগ দেয়, এর চেয়ে বেশি উৎকণ্ঠার আর কিছু হতে পারে না। কেউ যদি নাচের ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের ঘনিষ্ঠতাকে রোধ করতে যায়, ডাক্তার আর তার মেয়ে-রোগীর মধ্যে অন্তরংগতার প্রতিবন্ধক হতে যায়, শিল্পী, চিত্রকর, গায়ক ইত্যাদির ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠতাকে বাধা দিতে যায় তবে পৃথিবীতে সে হাস্যাস্পদ বিবেচিত হবে।

"দুজনে মিলে চর্চা করছে একটা মহৎ শিল্প—গান—দুজনে এককভাবে। এতে পরস্পরকে কিছুটা কাছাকাছি আসতে হয় এবং এতে অশ্লীল কিছু থাকবার কথা নয়। কেবল একজন অভদ্র ঈর্ষাপ্রবণ স্বামী ছাড়া সত্য সত্য আর কেউ এতে দোষের কিছু দেখতে পায় না। তবু প্রত্যেকেই ভাল করে জানে এই বৃত্তিগুলির কল্যাণে বিশেষ করে এই একত্র মিলে সংগীত-শিক্ষায় আমাদের সমাজে সবচেয়ে বেশির ভাগ দুষ্কর্মগুলি ঘটে থাকে।

"স্পষ্টই আমার বিমূঢ় ব্যবহারে একজোড়া লোককে আমি উদ্বিগ্ন করে তুলেছিলাম। বহুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলাম না। আমার অবস্থা দাঁড়ালো যেন একটা বোতলকে উপুড় করে রাখা হয়েছে—ভেতরের জলীয় পদার্থটা বেরোতে পারছে না সম্পূর্ণ ভরা বলে। আমি তাদের গালাগাল দিতে চাইছিলাম—বাড়ি থেকে বের করে দিতে চাইছিলাম

তাকে। কিন্তু আবার অনুভব করলাম আমাকে তার প্রতি অমায়িক এবং ভদ্র হতে হবে। তাই আমি করলাম, যেন সবকিছুই আমি সমর্থন করছি। উত্তেজনার বশে আমার বাইরের ভদ্র এবং মার্জিত ব্যবহারের মাত্রা বেড়ে গেল, ঠিক যে পরিমাণে বেড়ে গেল তার উপস্থিতিতে মানসিক যন্ত্রণার মাত্রা। আমি বললাম তার রুচিতে সম্পূর্ণ আমার বিশ্বাস আছে। স্ত্রীকে বললাম, তার যুক্তি নিতে। আমার ত্রস্তভাবে ঘরের মধ্যে ঢুকে আসা, ঢুকে এসেও অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা সৃষ্টি করে রাখায় যে অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল সেটা কাটিয়ে ওঠার পক্ষে প্রয়োজনীয় সময়টা থেকে সে চলে গেল। যেন এবার তারা ঠিক করে ফেলেছে কাল কি গান গাইবে। আমার বিশ্বাস আরো বাড়লো—তাহলেই গানের তালিকার প্রশ্নটা একেবারেই গৌণ। তার সঙ্গে আমি তোষামোদের ভঙ্গিতে বাইরের ঘর পর্যন্ত গেলাম (যে লোক আমার সংসারের সুখ-শান্তি বিনষ্ট করতে এসেছে তাকে আমি কি করে এর থেকে কম সম্মান দেখাতে পারি!) অসাধারণ আন্তরিকতার সঙ্গে তার করমর্দন করলাম।"

বাইশ

"সেদিন স্ত্রীর সঙ্গে আমি সারাদিন কথা বলিনি। বলতে পারি নি। তার নিকটবর্তী হতে এমন প্রচণ্ড ঘৃণা হচ্ছিলো যে আমি শংকিত হয়ে উঠছিলাম। দুপুরে খাবার সময় ছেলেমেয়ের সামনে সে জিজ্ঞেস করলো কবে আমি দেশে যাচ্ছি। (পরবর্তী সপ্তাহে জেলা বোর্ডের সভায় যোগ দিতে আমাকে পল্লীতে যেতে হবে।) আমি তারিখ বললাম। সে জিজ্ঞেস করলো যাত্রার ব্যাপারে কোনো জিনিসের

প্রয়োজন আছে কিনা। বললাম, না। নীরবে খেয়ে নীরবে টেবিল ছেড়ে উঠে গেলাম। এ সময়ে আমার ঘরে সে কখনো আসে না, বিশেষ করে এত বেলায়। শুয়ে পড়ে আমি ক্ষিপ্ত চিন্তায় ডুবে আছি, এমন সময় এক বীভৎস অসংগত ভাবনা মাথায় এল যে সে আসছে আমার কাছে—তার চামড়া বাঁচাতে—এই অসময়ে এইজন্যে আমার কাছে সে আসছে। সত্যিই কি সে আসছে? শুনতে পেলাম তার পায়ের শব্দ ক্রমশ নিকটবর্তী হচ্ছে। যদি তাই হয় তবে আমার অনুমান ঠিক; তাহলে সে—সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতি এক কল্পনাতীত ঘৃণা অনুভব করলাম। পায়ের শব্দ ক্রমেই এগিয়ে আসছে। আচ্ছা এ কি হতে পারে না যে সে এখানে না এসে বৈঠকখানাঘরে যাবে? না, দরজা-জোড়া কবজার ওপর ককিয়ে উঠলো—চৌকাঠের ওপর সুস্পষ্ট তার দীর্ঘ কমনীয় দেহ, চোখে আর মুখে ভীরুতা—সে আমার কাছে অনুগ্রহ চাইছে। গোপন করতে চাইছে তার মনের ভাব, কিন্তু আমার চোখ এড়ানো যাবে না—এর মানে আমি জানি। এতক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ করে ছিলাম যে প্রায় দমবন্ধ হবার জোগাড়। তার দিক থেকে চোখ না ফিরিয়েই সিগারেটের বাক্স থেকে সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে টানতে লাগলাম।

"আচ্ছা লোক তুমি! একজন বসে দুটি গল্পগুজব করবে বলে এসেছে আর তুমি এখন সিগারেট ধরিয়ে বসলে! আমার পাশের সোফাটিতে সে ঈষৎ গা ঘেঁসে বসল। আমি অল্প একটু সরে বসলাম যাতে তার গায়ের সঙ্গে স্পর্শ না লাগে। 'রোববারে আমি গান গাইছি বলে তুমি বিরক্ত হয়েছ দেখছি,' সে বলল। 'একটুও না,' আমি উত্তর করলাম। 'তুমি কি মনে কর আমি বুঝতে পারি না?' যদি পার তো ভালোই! আমি দেখছি তুমি কেবল বেশ্যাদের মত

ব্যবহার করছ। 'আঃ, তুমি যদি এমনি ভাষায় আমাকে গালাগাল দিতে চাও, আমি চললাম।' 'যাও, কিন্তু শোনো। তোমার কাছে সংসারের মর্যাদার যদি কোনো দাম না থাকে, তবে আমার কাছে তোমারও কোনো দাম নেই—তুমি গোল্লায় যাও! আমার কাছে মূল্যবান হচ্ছে সংসারের মর্যাদা।' 'কি! কি বলতে চাও তুমি?' 'বেরিয়ে যাও ঘর থেকে—ঈশ্বরের দোহাই, তুমি বেরিয়ে যাও।' জানি না সে কেবল না বুঝবার ভান করল, না সত্যিই বুঝতে পারল না আমার কথা, কিন্তু সে এতে অপমান বোধ করলো। সে উঠলো কিন্তু গেল না। ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলল: 'তুমি সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ। তোমার যা চরিত্র তাতে একজন স্বর্গের দেবকন্যার পক্ষেও তোমার সঙ্গে বাস করা অসম্ভব।' বরাবরের মত সে আমার সুপ্ত অনুভূতিগুলিতে খোঁচা দিল, মনে করিয়ে দিল আমার বোনের সঙ্গে একবার আমি কি ব্যবহার করেছিলাম। (বোনকে একবার আমি ক্ষিপ্ত হয়ে অশ্লীল গালাগাল দিই। সে স্মৃতি আমার কাছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক। আমার এই কাঁটা জায়গায় সে তাই খোঁচা দিল।) 'যদি নিজের বোনের সঙ্গে তুমি এমনি ব্যবহার করতে পার তবে তোমার কোনো ব্যবহারই আমাকে অবাক করবে না।' হাঁ, সে শুধু আমাকে অপমানিত, অপদস্থ এবং কলঙ্কিত করেই ছাড়বে না, সে দেখাবে এ সবের জন্যে আমিই দায়ী! তার প্রতি এমন একটা তীব্র বিদ্বেষ সৃষ্টি হোলো যা পূর্বে কখন হয়নি। এই প্রথম আমার ঘৃণাকে কাজে প্রকাশ করবার ইচ্ছা হোলো। আমি উঠে এগিয়ে গেলাম তার দিকে। মনে আছে, সে সময় আমি বুঝতে পারলাম আমি ক্রোধের বশে কিছু করতে চলেছি। নিজেকে প্রশ্ন করলাম, উত্তেজনার কাছে আত্মসমর্পণ করে কি আমি ভাল করছি? উত্তর তৎক্ষণাৎ পেলাম যে ঠিকই করছি, সে

অন্তত খানিকটা ভয় পাবে। ক্রোধ সংযত করার পরিবর্তে আরো তীব্র আরো হিংস্র করে তুললাম, মনে মনে এর দ্রুত প্রসার আর মাত্রাধিক্য কল্পনা করে বিশেষ খুশি হয়ে উঠলাম।

" 'সরে যাও আমার কাছ থেকে, নাহলে খুন করব!' চেঁচিয়ে উঠে তার হাত ধরলাম। কথা বলবার সময় গলার স্বর উঁচুতে চড়ালাম। আমাকে দেখাচ্ছিলও নিঃসন্দেহে ভয়ংকর, কারণ সে এত ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে ঘর ছেড়ে যাবার ক্ষমতাও ছিল না। সে কেবল বলল: 'ভাসা, কি হয়েছে তোমার?' 'চলে যাও এখান থেকে।' তেমনিভাবে চেঁচিয়ে বললাম, 'তুমি আমাকে পাগল করে ছাড়বে; কি হয়ে যাবে আমি বলতে পারি না।'

"তীব্র ক্রোধ-প্রকাশের পর খুশি হয়ে উঠলাম। একটা অস্বাভাবিক কিছু করতে চাইলাম—কিছু একটা যাতে আমার কাণ্ডজ্ঞানহীন রাগের সর্বোচ্চ পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পায়।

"আমার মধ্যে একটা দুর্দমনীয় ইচ্ছা জাগছিল তাকে মারবার, তাকে খুন করবার, কিন্তু সচেতন ছিলাম—তা হতে পারে না। মেজাজের কিছু একটা তাই ছোটখাটো বহিঃপ্রকাশ দেখাবার জন্যে টেবিলের ওপর থেকে কাগজ-চাপাটা তুলে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'চলে যাও আমার সামনে থেকে।' কাগজ-চাপাটা তার কাছেই মাটিতে আছড়ে ফেললাম। গায়ে যাতে না লাগে এমনিভাবে সাবধানেই ছুঁড়েছিলাম। ঘর ছেড়ে সে দরজার চৌকাঠে গিয়ে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়েও সে আমার দিকে চেয়ে রইল। (আমিও সে যাতে চেয়ে থাকে সেজন্যেই এগুলি করছিলাম।) দীপগাছা, কালির দোয়াত প্রভৃতি টেবিল থেকে নিয়ে ছুঁড়ে ফেললাম মাটিতে: আমাকে ছেড়ে যাও! চলে যাও এখান থেকে! কি করে ফেলব

আমি বলতে পারি না।' সে চলে গেল। সেই মুহূর্তে আমিও থেমে গেলাম। ঘণ্টাখানিক বাদে নার্স এসে বলল, সে মূর্ছা গেছে। তার ঘরে গেলাম। সে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ছে আর হাসছে; একটা কথাও বলতে পারছে না। সমস্ত দেহ তার ভীষণভাবে ঝাঁকি দিয়ে উঠছে। ভান করছে না সে, সত্যিই অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

"সকালের দিকে তার অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে এল। আমরা তথাকথিত 'ভালবাসা'র প্রেরণায় ঝগড়া মিটিয়ে ফেললাম। মিটমাটের পর তার কাছে স্বীকার করলাম ট্রুখাট্‌স্‌শেভস্কির প্রতি ঈর্ষাবশত আমি এমনি করেছি। সে একটুও অপ্রতিভ হোলো না, যতখানি সম্ভব সহজভাবেই হাসলো—বলল, এইরকম একটা লোকের প্রতি তার অনুরাগ সম্ভব বলে ভাবাটা তার কাছে এত অদ্ভুত লাগছে।

'ওরকম কোনো লোক কি তার গানের মধ্যে দিয়ে কোন ভদ্র মহিলার মনে কৌতুক ছাড়া আর কিছুর সৃষ্টি করতে পারে? তুমি যদি চাও আমি তার সঙ্গে আর দেখা করব না, এমনকি রোববারেও না। অতিথিদের নিমন্ত্রণ করা হয়ে গেছে, কিন্তু তাদের লিখে দাও আমি অসুস্থ। ব্যাপারটা এইখানেই চুকে যাক। তবে ক্ষোভের বিষয় হচ্ছে, কেউ, বিশেষ করে সে নিজে কখনও এক মুহূর্তের জন্যেও ভাববে সে বিপদের কারণ হতে পারে। আমার যথেষ্ট গর্ব আছে এরকম কিছু মনে না করতে দেবার।' একথা তার মিথ্যা নয়। সে যা বলছে সত্যিই সে তা বিশ্বাস করে। কিন্তু বস্তুত আমার মনে হোলো, সে এই কথার দ্বারা নিজের ভেতরে তার প্রতি একটা ঘৃণা জাগাতে পারবে আশা করছিল। এইভাবে নিজেকে তার কাছ থেকে সে রক্ষা করতে চাইছিল। কিন্তু সে ব্যর্থ হোলো। ঘটনাবলী তার বিরুদ্ধে—বিশেষ করে সেই সর্বনাশা গান।

"এই ভাবে ব্যাপারটা দানা বেঁধে উঠলো। রবিবারে অতিথিরা এল। গান গাইলো তারা দুজনে।

তেইশ

"বলা নিষ্প্রয়োজন যে আমি চূড়ান্ত দাম্ভিক ছিলাম। দম্ভ ছাড়া জীবন অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রবিবার রাত্রে আহারের ব্যবস্থাটা যথাসাধ্য ভাল করতে চেষ্টা করলাম। সংগীতের বৈঠকটা সফল করতে চাইলাম। নিজে গেলাম বাজার করতে। অতিথিদের ব্যক্তিগতভাবে ডাকতে গেলাম। ছটায় অতিথিরা এলেন। সেও এল সান্ধ্য পোশাকে, একটা হীরের বোতাম দেওয়া শার্ট গায়ে। শার্টের রুচি সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। তাকে খুব খুশি মনে হোলো। প্রত্যেকটা প্রশ্নের সে হেসে দ্রুত উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। মুখের ভাবে মনে হচ্ছে যা বলা হচ্ছে সবই সে আশা করছিল। তার এই চরিত্রগত ত্রুটিগুলি সে-সন্ধ্যায় অসাধারণ সন্তুষ্টির সঙ্গে লক্ষ্য করছিলাম। এগুলি আমাকে শান্তি দিচ্ছিল। প্রমাণ করছিল সে অনেক নিচু স্তরের লোক। আমার স্ত্রী কখনই নিজেকে এই অধস্তরে নামিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। এখন আর ঈর্ষা করলাম না তাকে। প্রথমত ঈর্ষার তাড়না সম্ভাব্যের শেষ সীমা অবধি সহ্য করেছি, এখন শান্তি চাইছিলাম। দ্বিতীয়ত স্ত্রীর আশ্বাসে বিশ্বাস করতে চাইছিলাম। বিশ্বাস করেও ছিলাম। ঈর্ষা না করলেও সন্ধ্যার প্রথম দিকে, খাবার সময় কিছুতেই তার সঙ্গে বা স্ত্রীর সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তায় যোগ দিতে পারলাম না। সর্বক্ষণ তাদের দৃষ্টি, চালচলন তীক্ষ্ণভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছিলাম। খাবার অনুষ্ঠান সাধারণত যেমন হয়ে থাকে।

দীর্ঘ ক্লান্তিকর আর গতানুগতিক মনে হোলো। গান আরম্ভ হোলো একটু সকাল সকাল।

"আঃ, এই সান্ধ্য-সম্মেলনের অতি তুচ্ছ ব্যাপারগুলিও এমন স্পষ্টভাবে মনে আছে! কিভাবে সে বেহালা আনলো, বাক্স খুললো, ঢাকাটা তুলল—যেটা হয়ত কোনো মেয়ে তার জন্যে তৈরি করেছে, তারপর যন্ত্রটা নিয়ে স্থর দিতে বসলো। আমার স্ত্রী পিয়ানোর সামনে আসন নিল। চোখে তার ঔদাসীন্য। যার পেছনে দেখতে পেলাম গোপনে খানিকটা বিনয় প্রকাশ করছে, বিশেষ করে তার ক্ষমতা সম্বন্ধে বিনয়। সে বসতেই পিয়ানো আর বেহালার শব্দ কানে এল। গানের খাতাটা টেবিলে রাখতে শোনা গেল তার স্বাভাবিক খস্ খস্ শব্দ। তারা দুজনে পরস্পরের দিকে চাইল। উপস্থিত অতিথিদের দিকে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে অবশেষে আরম্ভ করলো। প্রথম ঐকতান ধরল টুখাট্স্শেভস্কি। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ গম্ভীর এবং সম্মানীয় হয়ে উঠল। নিজের স্থরের তান শুনতে শুনতে সে তারের ওপর দিয়ে সাবধানে আঙুল চালাচ্ছে। পিয়ানো তাকে প্রত্যুত্তর দিচ্ছে—সংগীত আরম্ভ হোলো।"

পজ্‌দনিশ্‌চেফ বিরতি দিয়ে পরপর কয়েকবার সেই শব্দ করলেন। আবার আরম্ভ করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু জোরে একটা শ্বাস নিয়ে থেমে গেলেন। কিছুক্ষণ বাদে শুরু করলেন:

"তারা গাইল বেটোফেনের ক্রুয়েট্জার সোনাটা। আপনি তার প্রথম দিকটা জানেন? এঃ? আঃ!..." তিনি এক অস্বাভাবিক স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন। "সে এক অদ্ভুত গান—বিশেষ করে এর প্রথম দিকটা। গান মাত্রেই একটা অদ্ভুত জিনিস। আমি গান বুঝি না। গান কি? কি তার প্রভাব? কি গুণে এ প্রভাব বিস্তার করে?"

"লোকে বলে গান চিত্তকে উন্নীত করে। একথা ভুল। আমাদের ওপরে গান ক্রিয়া করে, অত্যন্ত সাংঘাতিক সে ক্রিয়া। অন্তত আমার কথা আমি বলছি। চিত্তকে সে কোনো প্রকারেই উন্নীত করে না। চিত্তকে উন্নীতও করে না, অবনমিতও করে না কিন্তু পাগল করে তোলে। অর্থটা পরিষ্কার করে বলব? গান নিজেকে ভুলিয়ে দেয়। আমাকে নিয়ে যায় এমন কোনো অবস্থায় যে অবস্থা আমার সত্যিকারের অবস্থা নয়। মনে হয় এমন কিছু আমি অনুভব করছি যা কখনো অনুভব করিনি, এমন কিছু বুঝতে পারছি যা কখনো চিন্তাই করিনি, যেন আমি এমন কিছু করতে পারি যা সম্পূর্ণ আমার ক্ষমতার বাইরে। আরো পরিষ্কার করে বলতে ধরা যাক গানে হাই তোলায় বা হাসায়—আমার ঘুম পায়নি তবু যদি দেখি অন্যেরা হাই তুলছে তবে আমিও হাই তুলি। যদি দেখি হাসবার কিছু নেই কিন্তু অন্যেরা হাসছে, আমিও হাসিতে ফেটে পড়ি। গান আমাকে এক-নিমেষে সেই ভাবজগতে নিয়ে ফেলে, রচয়িতা লিখবার সময় যে-জগতে ছিলেন। আমার আত্মা তাঁর আত্মার মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। তাঁর সঙ্গেই আমি এক অনুভূতি থেকে আর এক অনুভূতিতে চালিত হই। কিন্তু কি করে এভাবে আত্মহারা হই জানি না। এই গান যিনি লিখেছেন—যেমন ধরুন এই ক্রুয়েট্জার সোনাটা লিখেছেন বেটোফেন; বেটোফেন জানতেন কেন তিনি এই ভাবমার্গে পৌঁছেচেন। এই ভাবানুভূতি তাঁকে একটা কিছু করতে প্ররোচিত করেছে। তাঁর কাছে এই অনুভূতির তাই মানে আছে। আমার কাছে এর কোনো যুক্তি নেই। গানে তাই শুধু উত্তেজনার সৃষ্টি করে, কোন কিছু পরিবর্তন আনে না। যদি সামরিক সংগীত হয়, সে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। সৈন্যেরা সংগীতের সঙ্গে তাল রেখে হেঁটে যাবে, লক্ষ্যে পৌঁছবে।

নাচের সংগীত হলে লোকে নাচবে, এতেও সংগীতের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হোলো। যদি উপাসনা-সংগীত হয়, লোকে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ খুঁজে পাবে, এখানেও সংগীতের উদ্দেশ্য ব্যর্থ নয়। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে উত্তেজনা ভিন্ন এর আর কোনো সার্থকতা নেই। আর এই উত্তেজনার মুহূর্তে কি করতে হবে তারও কোনো নির্দেশ নেই। সময় সময় গান তাই সাংঘাতিক অবস্থার সৃষ্টি করে। চীনদেশে গানটা রাষ্ট্রের ব্যাপার এবং তাই হওয়া উচিৎ। কোনো দেশে কি সহ্য করা উচিত যে খুশি হলেই একজন আর একজনকে বশীভূত করে তাকে নিয়ে যা খুশি করবে, বিশেষ করে এই বশীকরণকারী, ভগবান জানেন সে কে! ধরুন সে যদি একজন দুশ্চরিত্র হয়?

"যারা গানকে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় জানে তাদের হাতে নিশ্চয় গান সাংঘাতিক অস্ত্র। ক্রুয়েট্‌জার সোনাটার কথাই ধরুন! এর প্রথম অনুচ্ছেদ কি বৈঠকখানায় আধখানা দেহঢাকা মেয়েদের সম্মুখে গাওয়া উচিৎ? গাওয়া, হাততালি দিয়ে প্রশংসা করা এবং তার পরমুহূর্তেই আইস্‌ক্রিম খেতে খেতে আধুনিকতম অশ্লীল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা! এইধরনের গান জীবনে কেবল ক্বচিৎ বিশেষ কোনো উপলক্ষ্যে গাওয়া চলে, তাও যদি এর সঙ্গে মিল রেখে কোনো কাজ সেইসঙ্গে করা হয় তবেই। গান গাওয়া হবে, তারপর তদনুরূপ কাজের দ্বারা সমাপ্তি হবে যেভাবে সে গান তোমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু একটা অনুরাগের প্রেরণা জীবনের ক্ষেত্রে টেনে এনে তাকে কাজে রূপ না দিলে সেটা হবে অনিষ্টকর।

"আমার ওপরে অন্তত এই গান একটা ভীষণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলো। মনে হোলো নতুন মনোবৃত্তি আমার কাছে আত্মপ্রকাশ করছে, নতুন সম্ভাবনা আমার চোখের সামনে ফুটে উঠছে যা পূর্বে কখনো

আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। 'তাহলে এইভাবে আমাকে বাঁচতে হবে, চিন্তা করতে হবে—এতদিন যে ভাবে বেঁচেছি বা চিন্তা করেছি সেভাবে নয়।' এই নতুন জ্ঞানের বিষয়টি কি আমি পরিষ্কার করে বলতে পারব না ; কিন্তু এর অস্তিত্বের চেতনাটা অত্যন্ত মধুর। আমি যত লোককে জানি, এবং তার মধ্যে আমার স্ত্রী এবং ট্রুখাট্স্শেভস্কিও আমার কাছে এক নতুন রূপে দেখা দিল। এই প্রথম অনুচ্ছেদটির পর তারা সমাপ্তি গাইল। সমাপ্তির মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই কেবল ক্ষেত্রবিশেষে একটু অদলবদল ছাড়া। অতিথিদের অনুরোধে তারা আর্নস্টের একটা শোকগাথা এবং আরো কয়েকটা হালকাধরনের গান গাইলো। প্রত্যেকটাই গান হিসেবে ভাল। কিন্তু আমার মনে প্রথমটা যে-ভাবে দাগ কেটেছে তার একশো ভাগের এক ভাগও দাগ তারা কাটতে পারলো না। বাকি সন্ধ্যাটা মন ফূর্তিতে এবং খুশিতে ভরে ছিল। এর আগে কোনোদিন স্ত্রীকে আমি এরকম দেখিনি, সেদিন সন্ধ্যায় যেরকম তাকে মনে হোলো : তার উজ্জ্বল দুটি চোখ, গান গাইবার সময় মুখের গাম্ভীর্য আর মর্যাদা, সেই সলজ্জ উদাসীনতা, গানের শেষে ক্ষীণ মৃদু তৃপ্তির হাসি,—সবই আমি দেখলাম কিন্তু কোনো অর্থ আরোপ করলাম না, কেবল মনে করলাম সেও আমার মত একই অভিজ্ঞতার আস্বাদ পেয়েছে : সেই নতুনতর অনুভূতি তার কাছেও আত্মপ্রকাশ করেছে। তার চেতনার মধ্যেও এই অনুভূতি ক্ষীণভাবে সংক্রমিত হয়েছে। সান্ধ্যবৈঠক সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হোলো। বৈঠক শেষ হোতে অতিথিরা বিদায় নিলেন।

"আমাকে পল্লীতে দুদিন থাকতে হবে শুনে ট্রুখাট্স্শেভস্কি বিদায় নেবার সময় জানালো যেদিন আবার আসবে সেদিনও আজ সন্ধ্যায় যে-আনন্দ পেয়ে গেল তার পুনরাবৃত্তির আশা রাখে। এ থেকে আমি

অনুমান করলাম আমার অনুপস্থিতিতে এখানে আসা সে ঠিক মনে করে না। এতে আমি খুশি হলাম। স্পষ্টত তার মস্কো ছেড়ে যাবার আগে আমি ফিরছি না। আমাদের পরস্পরের আর তাই দেখাও হচ্ছে না। এই প্রথম আমি অকৃত্রিম খুশির সঙ্গে তার করমর্দন করলাম, তার সংগীতের জন্যে ধন্যবাদ জানালাম। সর্বশেষে আমার স্ত্রীর কাছেও সে বিদায় নিল। তাদের বিদায় নেওয়া-দেওয়া আমার কাছে সম্পূর্ণ যুক্তি-যুক্ত এবং স্বাভাবিক মনে হোলো। আমার স্ত্রী এবং আমি উভয়েই সান্ধ্যবৈঠকে খুশি হলাম।

চব্বিশ

"দুদিন পরে স্ত্রীর কাছে বিদায় নিয়ে পল্লীতে রওনা হলাম। পল্লীতে সব সময়ই দেখেছি অনেক কাজ আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। সেখানে একটা নতুন জীবন, একটা নতুন খুদে পৃথিবী, যে পৃথিবীতে আমি বাস করি তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। দিনে আমি দশ ঘণ্টা কাজ করলাম,—পরপর দুদিন। দ্বিতীয় দিন দপ্তরে বসে কাজ করছি এমন সময় স্ত্রীর একখানি চিঠি পেলাম। চিঠিটা তখনই খুলে পড়লাম। ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে, তার কাকার সম্বন্ধে, নার্সের সম্বন্ধে সে লিখেছে। চিঠির একেবারে শেষপ্রান্তে এক জায়গায় লিখেছে, যেন একটা অতি তুচ্ছ ব্যাপার, 'ট্রুখাচেভস্কি এসেছিল। আমাকে যে গান দিতে চেয়েছিল দিয়ে গেছে। আবার সে গান গাইবার প্রস্তাব করেছিল কিন্তু প্রত্যাখ্যান করেছি।' তাকে কোনো গান এনে দেবার কথা ছিল বলে আমি জানি না। আমি নিশ্চিত ভেবেছিলাম সে চিরতরে বিদায় নিয়েছে। এই সংবাদটা আমার কাছে তাই সম্পূর্ণ

অপ্রিয় লাগল। আমার হাতে তখন এত কাজ যে এ নিয়ে চিন্তা করবার মত অবসর ছিল না। সন্ধ্যাবেলা বাসায় ফিরে চিঠিটা আবার পড়লাম। ট্রুখাট্‌স্‌শেভস্কি আমার অনুপস্থিতিতে এসেছে—এই ঘটনাটি ছাড়া চিঠির আর সমস্ত কিছুই আমার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকলো। ভেতরে ঈর্ষার হিংস্র পশুটা গর্জে উঠলো। আমি নিজেকে সংযত করতে চাইলাম।

"ঈর্ষা কি ঘৃণ্য জিনিস!' মনে মনে বল্‌লাম। 'সে যা লিখেছে এ তো খুবই স্বাভাবিক।" বিছানায় গিয়ে কালকের কাজের বিষয়ে ভাবতে লাগলাম। জেলা-বোর্ডের এই বৈঠকে এসে সকাল সকাল কোনদিন ঘুমোতে পারিনি। নিঃসন্দেহে তার একটি কারণ হচ্ছে অপরিচিত জায়গা। সেদিন কিন্তু তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লাম।

"সাধারণত এসব ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে, আমি যেন একটা বিদ্যুৎ স্পর্শে চমকে জেগে উঠলাম। স্ত্রীর সম্বন্ধে, আমাদের ভালবাসা সম্বন্ধে, ট্রুখাট্‌স্‌শেভস্কির সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে জেগে গেলাম। রাগে দুশ্চিন্তায় আমার অন্তর ফেটে যাচ্ছিল; কিন্তু যুক্তি খুঁজবার চেষ্টা করলাম। 'কি অমূলক সন্দেহ!' বললাম আমি। 'এ সন্দেহের কোন ভিত্তি নেই। স্ত্রীকে আমি কি করে এরকম ভাবছি? এখানে একদিকে হচ্ছে একটি লোক যাকে ভাড়া-করা বেহালাবাদক বলা যেতে পারে, ছোট-লোক হিসাবে যে গণ্য—আর একদিকে এক সংসারের শ্রদ্ধেয়, সম্মানীয় মা—আমার স্ত্রী। কি অস্বাভাবিক!' এই হচ্ছে একদিকের ধারনা। আর একদিকেও ছিল: কেনই বা হবে না? এরকম একটা স্বাভাবিক সহজ ব্যাপার হবে তাতে অযৌক্তিকতার কি আছে? সে অবিবাহিত, শরীরে মেদ জমেনি, সুচিক্কণ চেহারা, তাছাড়া কোন নীতির বালাই নেই তার। 'মানুষ যত প্রকারে আনন্দ পথিমধ্যে উপভোগ করে নিতে

পারে,'—এই নীতিতেই সে পরিচালিত। আর এদের দুজনের মধ্যে রয়েছে গানের মধ্যে দিয়ে মিলনের সেতু—ইন্দ্রিয়ানুভূতির সবচেয়ে মার্জিত পথ। কি যুক্তিতে সে সংযত হয়ে চলতে যাবে? কোনো যুক্তি নেই। বরং সবকিছুই তাকে সুযোগ দিচ্ছে আকর্ষণের। আর আমার স্ত্রী? তার দিক থেকে অবস্থাটা কি? বরাবরের মতই সে রয়েছে রহস্যাবৃত। তাকে আমি চিনি না। কেবল জানি সে প্রবৃত্তির দাস। যে লোক প্রবৃত্তির দাস তাকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না।

"ঠিক এইসময় মনে পড়লো তাদের দুজনের মুখ। সেই স্মরণীয় রবিবার সন্ধ্যায় ক্রুয়েট্জার সোনাটা গানের পর তারা গেয়েছিল একখানি ছোট্ট গান। মনে ছিল না আমার, কিন্তু স্মরণ হোলো এখন। মনে হোলো গানটা ছিল অত্যন্ত আবেগ-প্রবণ। শহর ছেড়ে আসবার মত বোকামি আমি কেন করলাম? তাদের মধ্যে সবকিছু সেদিন সন্ধ্যায়ই পাকাপাকি ঠিক হয়ে গেছে। এ তো দিনের মত পরিষ্কার। সেদিন সন্ধ্যায় তাদের দুজনের মধ্যে কোনো প্রতিবন্ধকই আর ছিল না। তারা দুজনে, বিশেষ করে আমার স্ত্রী একটু লজ্জিত হয়ে পড়েছিল। আমার মনে পড়ছে আমি পিয়ানোর কাছে এগিয়ে যেতে কিভাবে সে মৃদু হেসে লজ্জাবনত মুখ থেকে ঘাম মুছে নিয়েছিল। তখনই তারা পরস্পরের দৃষ্টি এড়িয়ে চলছে। কেবল খাবার সময় ট্রুখাট্স্‌শেভস্কি তাকে এক গেলাস জল ঢেলে দিতে গেলে তারা পরস্পরের দিকে চেয়েছিল। উভয়ের মুখে খেলে গিয়েছিল সূক্ষ্ম হাসি। সেই ক্ষীণ হাসির সঙ্গে তাদের চোখে যে দৃষ্টি দেখেছিলাম এখন তা স্মরণ করে ভয়ে কেঁপে উঠলাম। 'এখন তাহলে সবকিছুই চরমে এসে পৌঁছেচে।' কে যেন আমার কানে ফিসফিস করে বলল। 'তুমি আধা-পাগল হয়েছ, বুঝতে পারছ না এ রকম কখনো হোতে পারে না।' আর একজন

বললো। অন্ধকারে এই চিন্তার কবলে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে শুয়ে থাকা আমার কাছে মনে হোলো অসহ্য, ভৌতিক। একটা ম্যাচ জ্বালালাম, সঙ্গে সঙ্গে পিঙ্গল কাগজে ঢাকা দেয়ালের দিকে চেয়ে আমার ওপর একটা বর্ণনাতীত ভয় এসে চেপে বসল। একটা সিগারেট ধরালাম। লোকে যেমন ঘুরে বেড়াতে হলে সিগারেট খায় আমিও তেমনি সমাধানহীন পরস্পরবিরোধী চিন্তাজগতে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম আর একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে চেষ্টা করতে লাগলাম যুক্তিগুলিকে ধোঁয়াটে করে দিয়ে এই বিরোধ থেকে মুক্তি পেতে। সেদিন রাত্রে আর ঘুম হোলো না। এই মানসিক বিরোধের মধ্যে আর থাকব না সিদ্ধান্ত করে ভোর পাঁচটার সময় উঠে পড়লাম। দারোয়ানকে ডেকে পাঠালাম ঘোড়া আনতে। দপ্তরে হিজিবিজি অক্ষরে একখানা চিঠি লিখলাম যে মস্কোতে আমায় একটা বিশেষ জরুরী কাজে যেতে হচ্ছে, আমার অনুরোধ আমার স্থানে অন্য আর একজন সভ্যকে সাময়িকভাবে দেওয়া হোক। আটটার সময় আমি টারান্টাসে চড়ে রওনা হলাম।”……

পঁচিশ

কন্‌ডাক্টর কামরায় ঢুকল। আমাদের বাতিটা শেষপর্যন্ত পুড়ে গেছে দেখে নিবিয়ে দিয়ে গেল। প্রভাত হয়ে আসছিল। পজ্‌দ্‌নিশ্‌চেফ মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ছেন। যতক্ষণ না কন্‌ডাক্টর আমাদের অন্ধকারে রেখে চলে গেল তিনি চুপ করে রইলেন। জানালার কাচের ঝন্ ঝন্ শব্দ, চলন্ত কামরাগুলির ঘর্‌ঘর্ কড়্‌কড়্ শব্দ আর কেরানির একটানা নাকডাকা ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। প্রভাতের অস্পষ্ট অন্ধকারে পজ্‌দ্‌নিশ্‌চেফকে দেখা না গেলেও গলার স্বর তাঁর ক্রমেই জোরালো হয়ে উঠছিল, ক্রমেই আরো করুণ আর উত্তেজিত হয়ে উঠছিল।

"টারান্‌টাসে আমাকে তিরিশ মাইল যেতে হবে, তারপর আট ঘণ্টা ট্রেনে। কুয়াশা-ঢাকা এক শরতের প্রভাত—হাস্যোজ্জ্বল শুভ্র রোদ উঠেছে। রাস্তা সরল মসৃণ। উজ্জ্বল ঝক্‌ঝকে রোদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। যাত্রাটা বেশ আরামের। এবার আমি কতকটা শান্তি পেলাম। মাঠ-ঘাট ও পথ-চলতি লোকের দিকে চেয়ে গন্তব্যস্থলের কথা ভুলে গেলাম। সময় সময় মনে হোলো যেন বেড়াতে বেরিয়েছি। যে সমস্ত ঘটনা মিলে আমাকে এই যাত্রা করিয়েছে তার যেন কোনোদিন কোনো বাস্তব অস্তিত্ব ছিল না। এইভাবে নিজেকে ভুলে এক অপূর্ব শান্তি পেলাম। যখনই স্মরণ হচ্ছিল কি উদ্দেশ্যে যাচ্ছি তখনই বলছিলাম, 'সে সম্বন্ধে এখন ভাববো না, কি করতে হবে পরে দেখা যাবে।' অর্ধেকটা পথ এসে একটা দুর্ঘটনা ঘটলো।

"এই দুর্ঘটনা চিন্তা থেকে আমাকে আরো বিচ্ছিন্ন করে দিল।

আরো হতবুদ্ধি করে দিল আমাকে। টারান্টাস্ ভেঙে গেল। আবার সেটাকে সারাতে হবে। দুর্ঘটনার গুরুত্ব প্রথম প্রথম যা মনে হয়েছিল তা থেকে অনেক বেশি। রাস্তায় আমার দেরি হয়ে গেল। এক্সপ্রেস ধরতে পারলাম না। আরো কয়েকঘণ্টা দেরি করে তবে প্যাসেঞ্জার ট্রেনে যেতে হোলো। ভেবেছিলাম মস্কোতে পৌছব পাঁচটায়। কিন্তু পৌছলাম রাত বারোটায়। বাড়ি পৌছলাম রাত তখন প্রায় একটা। যাত্রায় বিঘ্ন, টারান্টাস্ মেরামত করা, ভাড়া দেওয়া, সরাইখানায় চা খাওয়া, দারোয়ানের সঙ্গে কথাবার্তা বলা—এ সমস্তই চিন্তাকে স্বাভাবিক পথ থেকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দিল। সন্ধ্যা হতে আবার যাত্রা করলাম। দিনের বেলা থেকে এ যাত্রা আরো মধুর। আধখানা চাঁদ, কিছুটা কুয়াশা, আবছায়া রাস্তা, হাস্যরসিক গাড়োয়ান—সবে মিলে আমি চলেছি এগিয়ে, একবারো চিন্তা করছি না সেখানে গিয়ে কি দেখবো। অথবা আমি কি জানতে পেরেছিলাম কি আমি আশা করছি? তাই কি নিশ্চিন্তে সুস্থিরভাবে জীবনের সমস্ত আনন্দ থেকে বিদায় নিচ্ছিলাম? যাহোক আমার এই সংযম আর নিজেকে সংযত করবার ক্ষমতা টারান্টাসের যাত্রা শেষ হতেই বিলীন হোলো।

"যেই ট্রেনে উঠলাম অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গেল। এই আটঘণ্টা ট্রেনে ভ্রমণ আমার পক্ষে এক ভয়ংকর অভিজ্ঞতা। মৃত্যুর দিন পর্যন্তও এ ভুলতে পারব না। এর কারণ কি? ট্রেনে উঠে আমি আরো জীবন্ত ভাবে অনুভব করলাম আমি যাত্রার লক্ষ্যস্থলে পৌছচ্ছি। হয়তো এই জন্যেই। নাহলে হয়তো ট্রেন যাত্রাই সাধারণভাবে মানুষকে উত্তেজিত করে তোলে। আমি ঠিক জানি না। আমি কেবল জানি যে-মুহূর্তে আমি কামরায় ঢুকলাম সেই মুহূর্তে আমার চিন্তার ওপরে আমি সমস্ত কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেললাম। আমার কল্পনা আর

সহজ পথে চলতে চাইল না। একটার পর একটা অজস্র উজ্জ্বল রঙে চিত্র আঁকতে লাগলাম। প্রথমটা থেকে পরেরটা আরো কঠোর আরো রূঢ় এবং প্রত্যেকটাই আমার ঈর্ষার আগুনকে জ্বালিয়ে তুললো। প্রত্যেকটাই এক বিষয়ে। আমার অনুপস্থিতিতে আমার বাড়িতে কি ঘটছে! সে কিভাবে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে! চিত্রগুলি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমি রাগে, ঘৃণায় আর অপমানে পাগল হয়ে উঠলাম। তাদের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতেও পারি না, তাদের দিকে না চেয়েও পারি না। তাদের ভুলে থাকবারও ক্ষমতা নেই, আবার তাদের এই ঔদ্ধত্যকে বাধা দেবার মত মনের বলও নেই। ছবিগুলি যেভাবে জীবন্ত আর উজ্জ্বল হয়ে মনে জাগতে লাগলো তাতে তারা সত্য হয়ে উঠলো। এই কল্পিত অপছায়াগুলি বাস্তবতার রূপ নিল। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেন এক শয়তান আমার কাছে এই সব সাংঘাতিক কাল্পনিক অনুমানের জাল বুনছে। বহুদিন আগে ট্রুখাট্‌স্‌শেভস্কির ভায়ের সঙ্গে আমার যে কথা হয়েছিল এখন আবার তা মনে পড়লো। এখন ট্রুখাট্‌স্‌শেভস্কি এবং আমার স্ত্রীর ক্ষেত্রে সেকথা প্রয়োগ করে অন্তরে ঘা দিতে লাগলাম। ট্রুখাট্‌স্‌শেভস্কির ভাইকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম সমাজ-বহির্ভূত মেয়েদের কাছে সে যায় কিনা। সে উত্তর করেছিল সে যায় না, কারণ দেখেছে একজন ইচ্ছা করলেই ভদ্রসমাজের মেয়েদের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাতে পারে। সেই লোকের ভাই এখন আমার স্ত্রীর সঙ্গে সম্বন্ধ পাতিয়েছে। না, সে অসম্ভব! সে হতে পারে না, কখনই না! এরকম কিছু ভাববার তিলমাত্র কারণ নেই। সেই কি আমাকে বলেনি যে তাকে আমি ঈর্ষা করি বলতে তার সম্মানের হানি হয়? নিশ্চয় সে বলেছে। কিন্তু হয়তো সে মিথ্যে কথা

বলেছে; হাঁ, সব ব্যাপারেই সে মিথ্যে কথা বলেছে। এতে আমার চিন্তা আবার গোড়া থেকে শুরু হোলো। ট্রেনের কামরায় ছিলেন কেবল দুজন লোক—একজন বৃদ্ধা আর তাঁর স্বামী। দুজনই চুপ করে ছিলেন। তাঁরাও এক স্টেশনে নেমে গেলেন, রইলাম আমি একা। আমি ঠিক যেন একটা হিংস্র পশু খাঁচার মধ্যে বাঁধা পড়েছি। হঠাৎ লাফিয়ে দৌড়ে যাচ্ছি জানালার কাছে, আবার কামরার মাঝখানে সিটে ভর দিয়ে সামনে ঝুঁকে পা ফেলছি, যেন ট্রেনটাকে তুলে ধরতে চাইছি। সমস্ত গাড়িটা তার জানলা-দরজা-আসনগুলি নিয়ে যেন কাঁপছে, ঝাঁকি দিয়ে উঠছে, ঠিক এখন আমাদের ট্রেনটা যেমন করছে।"

পজ্‌দ্‌নিশচেফ হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। কয়েক সেকেণ্ড এদিক ওদিক হেঁটে বসলেন আবার এসে।

"আঃ, ট্রেনের এই কামরাকে আমি বড় ভয় করি। আমাকে এরা শঙ্কিত করে তোলে।

"কি সাংঘাতিক সময় সেটা। ভাবছিলাম অন্য কিছু চিন্তা করব। সেই রাস্তার ধারে রেস্তোরাঁটির মালিকের কথা চিন্তা করব, যেখানে চা খেয়েছি। এবার কল্পনায় দেখতে পেলাম লম্বা দাড়ি নিয়ে দারোয়ান উঠে আসছে। সঙ্গে তার নাতি,—ছোট একটা ছেলে, আমার ভাসার বয়সী। আমার ভাসা! আমার ভাসা দেখবে কি করে একজন গায়ক তার মাকে চুমু খাচ্ছে! তার কচি প্রাণে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে এ দৃশ্য দেখে? কিন্তু তাতে তার কি আসে যায়? সে প্রেমে পড়েছে, নিশ্চয়ই···আবার সেই একই চিন্তা! না, না! হাসপাতালের সেই ব্যাপারটা ভাবা যাক। গতকাল, মনে আছে, একটা রোগী ডাক্তারের কাছে অভিযোগ করছিল···ডাক্তারটির ট্রুখাট্‌স্‌শেভস্কির মত গোঁফ। কি নির্লজ্জ বে-আদবী-ভাবে আমাকে সে প্রতারণা

করেছে—তারা দুজনেই করেছে! আবার সেই চিন্তা! এমন কোনো বিষয় নেই যা নিয়ে আমি চিন্তা করতে পারি। যা তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। কী ভীষণ যন্ত্রণা! সবচেয়ে বেশি যন্ত্রণা পাচ্ছি যখন ভাবছি তাকে আমি ভালবাসব না ঘৃণা করব। এই প্রশ্নের ওপর অনিশ্চয়তা, সন্দেহ, দোদুল্যমানতা আমাকে ক্ষিপ্ত করে তুলল। আমার দুশ্চিন্তা এত দুঃসহ হয়ে উঠলো যে ইচ্ছা হোলো লাইনে গিয়ে শুয়ে পড়ি, ট্রেনটা আমার ওপর দিয়ে চলে যাক, সব বেদনার সমাপ্তি হোক। এই চিন্তা তখনকার মত আমাকে শান্তি দিল, অন্তত ভাবলাম এ নিয়ে আর নিজেকে কষ্ট দেব না। একমাত্র নিজের প্রতি করুণা আমাকে নিরস্ত রাখল। আমাকে আত্মহত্যা করতে দিল না। সঙ্গে সঙ্গে এই করুণা রূপান্তরিত হোলো তার প্রতি ঘৃণায়। নিজের দুর্ভাগ্যকে বয়ে নিয়ে তাকে তার মত চলতে দিতে পারি না,' বললাম আমি। 'ন্যায়ত তার কিছু শিক্ষা পাওয়া দরকার, অন্তত সে জানুক আমি যন্ত্রণা পেয়েছি।'

"পথে আমি প্রত্যেক স্টেশনেই বেরিয়ে যেতে লাগলাম বিমনা হবার জন্যে। এক স্টেশনে দেখলাম লোকে রেস্তোরাঁয় মদ খাচ্ছে। তখনই গিয়ে নিজের জন্যে খানিকটা ভড্‌কা নিলাম। কাউণ্টারে একজন ইহুদি দাঁড়িয়েছিল আমার পাশে। সে কথা বললো। একলা থাকব না বলে তার সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীতে গেলাম। পুরনো তামাকের ধোঁয়ায় ভর্তি কামরা। সূর্যমুখী বীজের খোসা ইতস্তত ছড়ানো। অত্যন্ত নোংরা হলেও তার পাশে আমি কাঠের বেঞ্চে বসলাম। অনেক কথা সে বলে গেল। একবর্ণও আমি বুঝলাম না। মনে মনে সেই এক চিন্তাই করে চলেছি। তার বক্তব্যের দিকে সে মনোযোগী হতে বললো। এবার আমি উঠে নিজের কামরায় ফিরে

গেলাম। 'আবার গোড়া থেকে ভেবে দেখব,' বললাম আমি। 'আবার সূক্ষ্মভাবে বিচার করে দেখব, পক্ষে এবং বিপক্ষে সব কিছু তুলনা করে দেখব সত্যিই আমার উৎকণ্ঠার কোনো কারণ আছে কিনা।' শান্তভাবে বিষয়টা ভেবে দেখবার জন্যে বসলাম। কিন্তু সেই মুহূর্তেই বিশ্লেষণের পরিবর্তে পুরনো চিন্তা আবার নতুনভাবে ভিড় করে এল।

"কতবার আমি নিজেকে পীড়ন করেছি। কিন্তু পরে সবই ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে! আমার এখনকার সন্দেহও হয়তো সম্পূর্ণ অমূলক। নিশ্চয় তাই। আমি ঠিক জানি। বাড়ি গিয়ে আমি দেখব সে ঘুমুচ্ছে। তার চোখের চাহনিতে জানতে পারব অন্যায় কিছুই হয়নি। এ সমস্তই আমার মস্তিষ্কের কল্পনা। আঃ, কি সুখীই না তাহলে হব! কিন্তু না, এপর্যন্ত এরকম বহুবার হয়েছে, এবার নিশ্চয় অন্যরকম হবে। তীব্র সর্বগ্রাসী চিন্তা আবার চেপে বসলো আমার ওপর। সত্যিই কি পীড়ন! কাউকে হাসপাতালে যেতে হবে না কুকার্যের ফলাফল দেখতে। নিজের অন্তরের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। দেখতে হবে সেখানে শয়তান কি করে তার অন্তর ছিঁড়েখুঁড়ে দিচ্ছে! এইভাবে পরস্পরবিরোধী দুই চিন্তা সর্বাপেক্ষা বিদ্রোহী রূপ নিল। আমার দৃঢ় অভিমত হোলো স্ত্রীর ওপরে আমার অবিসংবাদিত কর্তৃত্ব। যেন সে আমারই। আবার একই সময়ে মনে হোলো তার ওপরে আমার কোনো কর্তৃত্ব নেই। সে আমার নয়। সে যা খুশি করতে পারে। সে আমার বিরুদ্ধমতে চলবার জন্যেই সংকল্পবদ্ধ। ট্রুখাট্‌স্‌শেভস্কিরও আমি কিছু করতে পারি না, তার চেয়েও সামর্থ্যহীন স্ত্রীর বেলায়। সে যদি আমাকে প্রতারণা না করে থাকে তবে ভালই কিন্তু যদি তা করে থাকে? যদি করবার জন্যে সংকল্পবদ্ধ হয়? তাহলে অবস্থা আরো

খারাপ। সে যদি আমাকে প্রতারিত করে থাকে তখন আমি পরিষ্কার ভাবতে পারব কি করতে হবে। সমস্ত উদ্ভট সন্দেহ আর ভয়ের কবল থেকে তাহলে রক্ষা পাব। আমি কি আশা করছি বা কি চাইছিলাম আমি কিছুই ঠিক করতে পারলাম না। এ সবই স্পষ্ট পাগলামি।

ছাব্বিশ

"আগের স্টেশনে গার্ড টিকিট নিতে এলো। সমস্ত জিনিস গুছিয়ে আমি প্লাটফর্মে নেবে এলাম। উদ্দেশ্যস্থলের কাছে এসে পড়েছি ভাবতেই আমার ব্যস্ততা আরো বেড়ে গেল। তীব্র শীত অনুভব করলাম। সঙ্গে সঙ্গে দাঁত কড় কড় করে উঠলো। অবশেষে লক্ষ্যস্থলে পৌছলাম। যন্ত্রচালিতের মত ভিড়ের সঙ্গে স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে এসে একখানা ড্রস্কি ডেকে চললাম বাড়ির দিকে। যাবার পথে রাস্তায় দুই একজন লোক, বাড়ির দরজায় বসা দারোয়ান, ড্রস্কির ছায়া, একবার পেছনে একবার সামনে লক্ষ্য করতে করতে চললাম। পথে এ ছাড়া অন্য কিছুই আমি চিন্তা করিনি। স্টেশন থেকে আধ মাইলটাক যেতে পা দুটো অত্যন্ত ঠাণ্ডা মনে হোলো। মনে পড়লো ট্রেনে মোজাজোড়া খুলে ট্রাভেলিং ব্যাগের মধ্যে রেখেছিলাম। কিন্তু ট্রাভেলিং ব্যাগ কোথায়? ড্রস্কিতে? ড্রস্কিতে সেটা ছিলো। কিন্তু ট্রাঙ্কটা? এবার বুঝতে পারলাম মালপত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভুল হয়ে গেছে। রসিদটা খুঁজে পেলাম। ঠিক করলাম এখন ফিরে যাবার কোনো অর্থ হয় না। বাড়ির দিকেই চললাম তাই। সেই থেকে আজ পর্যন্ত বাড়ি যাবার সময়কার মনের অবস্থা কি ছিল আমি স্মরণ করতে পারি না। আমি কি আশা করছিলাম, কি ভাবছিলাম সে সমস্তই এখন অন্ধকারাচ্ছন্ন।

"শুধু স্মরণ করতে পারি, আমি বুঝতে পারছিলাম যে ভীষণ একটা কিছু ঘনিয়ে আসছে। আমার জীবনের অতি মূল্যবান একটি ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। বলতে পারি না কেন এই ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। আমি সেই ভাবে চিন্তা করে রেখেছিলাম বলে না এরকম কিছু ঘটবে জানতে পেরেছিলাম বলে ঠিক বলতে পারি না। হয়তো আমার মনে একটা ধূসর ভীষণতার অস্পষ্ট ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছিলো।

"বাড়ির দরজায় এলাম যখন রাত প্রায় একটা। কয়েকজন গাড়োয়ান রাস্তার ওপরে দরজার পাশে ভাড়ার জন্যে প্রতীক্ষা করছে। জানলার আলোর সঙ্গে মিলিয়ে এই প্রতীক্ষা করাটা যুক্তিসংগতই মনে হোলো। (বৈঠকখানা এবং বাইরের ঘরের জানলাগুলিতে তীব্র আলো।) এত রাতে কেন ঘরে আলো জলছে ভেবে ঠিক করবার চেষ্টা না করে সেই একই উৎকণ্ঠা নিয়ে দরজায় এসে বেল বাজালাম। ছোকরা চাকরটা দরজা খুললো, নাম জর্জ। কাজের ব্যাপারে খুব উৎসাহী কিন্তু ছেলেটা বড় নির্বোধ। প্রথমেই আমার নজর পড়ল বাইরের ঘরে কাপড় জামা রাখবার হুকের সঙ্গে ঝুলছে সেই লম্বা ওভারকোট। তার সঙ্গে হ্যাট এবং আরো অন্যান্য জামা। এতে বিস্মিত হবার কথা। একটুও বিস্মিত হলাম না কারণ আমি এটা আশা করছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম 'কে এসেছে?' জর্জ ট্রখাট্‌স্‌শেভস্কির নাম করল। ঠিক যা ভেবেছিলাম। 'অন্য কেউ আছে?' জিজ্ঞেস করলাম। 'না, আর কেউ নেই।' আমার মনে আছে যে স্বরে সে এই কথাকটি বলল। যেন আমাকে খুশি করতে চাইছে এখানে আর কেউ নেই এই কথা জানিয়ে। 'বেশ', বললাম আমি। যেন নিজেকে শোনাবার জন্যেই জোরে বললাম, 'আর ছেলেমেয়েরা?' 'ছেলেমেয়েরা ঈশ্বরের কৃপায় ভালই আছে। তারা অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে।'

সহজভাবে আমি নিশ্বাস নিতে পারছি না। দাঁতের কাঁপুনিও থামাতে পারছি না। তাহলে ঠিক যা ভেবেছিলাম সে রকমহোলো না। এযাবৎ দুর্ভাগ্যের বিষয় চিন্তা করেছি শুধু দেখবার জন্যে যে সেগুলি মিথ্যা। এবার কিন্তু তা নয়। এবার ভয়াবহ বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়ালাম। এতদিন যা আমার কল্পনায় ছিল, যা আমি বিশ্বাস করতাম শুধু কল্পনা বলেই, আজ তা ভয়াবহ বাস্তব। এখন দেখছি সবই জীবন্ত সত্য।

"দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে যাবো এমন সময় যেন শয়তান বলল : নাকে কেঁদে ক্ষেদোক্তি কর, নিষ্ক্রিয় অভিমান করে থাকো—আর ওদিকে ওদের সরে যেতে সময় দাও। তারপর সারাজীবন দুশ্চিন্তায় ক্ষয়ে ক্ষয়ে যন্ত্রণায় দগ্ধে দগ্ধে মর। সঙ্গে সঙ্গে নিজের প্রতি সমস্ত অনুকম্পা দূর হয়ে এক অপূর্ব অনুভূতিতে মন ভরে উঠলো। আজ আমার সব যন্ত্রণার শেষ হতে চলেছে। এখন তাকে আমি শাস্তি দিতে পারি। আমার ঘৃণার সংযত বল্‌গা আজ খুলে দিতে পারি। ঘৃণাকে আজ আত্মপ্রকাশ করতে দিলাম। আমি হিংস্র পশু হয়ে উঠলাম। 'থাম! থাম!' জর্জ বৈঠকখানায় যাচ্ছিলো! 'শোন, একখানা ড্রস্‌কি নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পার স্টেশনে যাও। মাল্‌পত্রগুলি নিয়ে এস। এই যে রশিদ। সময় নষ্ট কোরো না।' বারান্দা দিয়ে ওভারকোট আনতে গেল জর্জ। পাছে ওদের সাড়া দিয়ে বসে তাই সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। যতক্ষণ সে ওভারকোট গায়ে দিল দাঁড়িয়ে রইলাম। বৈঠকখানা থেকে একখানা ঘরের ব্যবধানে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। গলার স্বর আর প্লেট, কাঁটা চামচের শব্দ ভেসে আসছিল। তারা খেতে বসেছে, বেল বাজা শুনতে পায়নি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তারা যেন এখনই ঘর ছেড়ে না যায়! জর্জ কোট গায়ে বেরিয়ে গেল। তাকে বের করে দিয়ে দরজা বন্ধ করলাম। এবার একটা ক্লান্তিকর ভয় চেপে

বসলো। এখন আমি একা। আমাকে দ্রুত কাজ করতে হবে। কিন্তু কি কাজ? এখনও তা জানি না। কেবল জানি সবই শেষ হয়ে গেছে। তার অপরাধ সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ নাই। আমি তাকে এখনই শাস্তি দেব। চিরদিনের জন্যে তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্কচ্ছেদ করব। এযাবৎ আমার সংশয় ছিল যে হয়তো সত্যি নয়, হয়তো আমি ভুল ভাবছি। এখন আর সেরকম কিছু ভাবছি না। সব কিছুই পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমার অজানতে তার সঙ্গে একাকী এবং তাও রাত্রে! এর কাছে কোনো যুক্তিই টিকতে পারে না। হয়তো এই ধৃষ্টতার সাহস স্ত্রীর বিচার বিবেচনার পরে করা হয়েছে। এই মতলবকেই নির্দোষিতা বলে আমাকে বিশ্বাস করানো হয়েছে। আর কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। আমি শুধু অস্বস্তি বোধ করছি যে তারা হয়তো সরে যেতে পারে। নতুন পন্থা বের করে আমাকে প্রতারিত করতে পারে। এইভাবে আমার বিবেককে প্রতারিত করে তাদের দোষ প্রমাণের সম্ভাবনাকে ব্যর্থ করে দিতে পারে।

"আর সময় নষ্ট করব না। আমি বৈঠকখানার দিকে গেলাম। বাইরের ঘর দিয়ে সোজা গেলাম না। বারান্দা দিয়ে, নার্সারীর ভেতর দিয়ে আঙুলে ভর করে হেঁটে গেলাম। নার্সারীর প্রথম ঘরে ছেলেরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। দ্বিতীয় ঘরে নার্স নিশ্বাস ছেড়ে পাশ ফিরল যেন সে জেগে পড়বে। মনটা কেমন যেন হয়ে গেল। সে যদি জানতে পারে কি হতে যাচ্ছে তবে কি মনে করবে। মনে এমন একটা খেদ এলো যে আর চোখের জল রোধ করতে পারলাম না। ছেলেরা যাতে না জাগে এমনিভাবে ছুটে বেরিয়ে এলাম বারান্দায়। পড়বার ঘরে ঢুকে সোফার ওপরে মুখ গুজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলাম।

"আমি একজন সৎলোক, বনেদী ঘরের ছেলে। সংসারের

বুকে শান্তিতে জীবন কাটাবার আজীবন স্বপ্ন দেখেছি। আমি তার স্বামী। কোনোদিন তার কাছে আমি অবিশ্বাসের কাজ করিনি। আমাকে আজ এই দেখতে হচ্ছে! পাঁচটি সন্তানের মা সে, আর সেই কিনা একজন গায়কের আলিঙ্গনে নিজেকে সঁপে দিয়েছে! না সে মানুষ না।···আর এ সবই কিনা এই নার্সারীর পাশেই, তার ছেলে মেয়েরা যেখানে ঘুমিয়ে রয়েছে। সারাজীবন ধরে যাদের দেখিয়েছে সে ভালবাসে! সে আমাকে পাঠালো কিনা এমনি একখানা চিঠি! না. কি জানি?—হয়তো এ ব্যাপার বহুদিন থেকেই চলছে। কাল যদি আসতাম হয়তো দেখতাম চুলটা সে ভাল করে আঁচড়েছে, ক্ষীণ কোটিদেশ পোশাকে আঁটো করে চলবার গতিকে মন্থর লোভনীয় করে তুলেছে। এদিকে আমার ভেতরের ঈর্ষার হিংস্র পশুটা তখন আমার অন্তরকে নখে ছিঁড়ে ফেলতে চাইত। নার্স কি ভাববে? জর্জ? লিজা? (কি হচ্ছে না হচ্ছে একটু বুঝবার মত তার বয়স হয়েছে।) আঃ কি নির্লজ্জ! কি ভণ্ডামি!”

“আমি উঠতে চাইছিলাম, কিন্তু পারলাম না। বুকটা এত ধড়ফড় করছিল যে দাঁড়াতে পারলাম না। হয়তো জ্ঞান হারিয়ে ফেলব। এখনই পড়ে গিয়ে মারা যাব। সেই আমার মৃত্যুর কারণ হবে। সে তাইতো চাইছে। মারা যাওয়াতে তার কিছুই হবে না। কিন্তু আমি মরে গেলে সেতো তার পক্ষে সুখের বিষয়। এ সুখ তাকে আমি পেতে দেব না। আমি আমার ঘরে বসে রয়েছি আর তারা ওখানে খাচ্ছে আর হাসি ঠাট্টা করছে··ও, কেন তাকে আমি গলা টিপে মেরে ফেলছি না? এক সপ্তাহ আগে এই ঘর থেকে তাকে বের করে দিয়েছিলাম, টেবিলের সমস্ত আসবাবপত্র ভেঙে ফেলেছিলাম। সে সময়কার মানসিক অবস্থা আমার স্পষ্ট মনে আছে। শুধু মনে থাকা

নয়, আমি ঠিক সেই একই তাড়না অনুভব করলাম। আমার মনে আছে কিছু করবার জন্যে আমি ক্ষেপে উঠলাম। কিছু একটা কাজ। সেই কাজের সম্বন্ধে ছাড়া অন্য সব চিন্তা আমার মন থেকে পলকের মধ্যে মুছে গেল। আমি যেন হয়ে গেলাম একটা হিংস্র পশু। কিন্তু উত্তেজনার মধ্যেও সূক্ষ্মভাবে হিসাব করে খুব তাড়াতাড়ি কাজ সারতে চাইলাম।

সাতাশ

"প্রথমত আমি বুটজোড়া খুলে ফেললাম। মোজা পায়ে সোফার দিকে এগিয়ে গেলাম। সোফার ওপর দেয়ালের গায়ে ঝুলছে কতকগুলি বন্দুক আর ছোরা। একখানি বাঁকা দামাস্কাস ছোরা নিলাম। ছোরাখানা তীব্র ধারালো, এর আগে কোনোদিন ব্যবহার হয়নি। খাপ থেকে বের করতে খাপটা সোফার পেছনে পড়ে গেল। আমার মনে আছে আমি বললাম, পরে খুঁজে দেখবো, নাহলে হয়তো হারিয়ে যেতে পারে। এবার নিঃশব্দে চুপি চুপি গিয়ে হঠাৎ দরজাটা খুলে ফেললাম।

"তাদের সে মুখের চেহারা আমার মনে আছে। কারণ তখন আমাকে সেটা একপ্রকার হিংস্র আনন্দ দিয়েছিল। আমি ঠিক যা আশা করেছিলাম। মৃত্যুর দিনেও আমি ভুলতে পারব না তাদের মুখের সে হতাশা আর ভয়। ট্রুখাচেভস্কি আমার মনে হয় টেবিলের সামনে বসে ছিল। আমাকে দেখেই কাপবোর্ডে পিঠ হেলান দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। সে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। আমার স্ত্রীর মুখেও সেই একই অভিব্যক্তি। কিন্তু তা ছাড়াও তাতে আরো কিছু ছিল। এই আরো কিছু যদি না থাকত, যদি আমি ভয় ছাড়া আর কিছু দেখতে না পেতাম তবে হয়তো কিছুক্ষণ বাদে যে ঘটনা ঘটলো তা

ঘটত না। তার চোখের দৃষ্টিতে প্রকাশ পেল হতাশা, আর বাধা এসে পড়াতে বিরক্তি। অন্তত আমার তাই মনে হোলো। ওর সংগ তাকে যে সুখ দিচ্ছিল তা ভেঙে দেওয়াতে প্রকাশ পেল অস্বস্তি। তার যেন শুধু এক চিন্তা, এক আশা ছিল—সে একা থেকে নিঝঞ্ঝাটে তার সুখ উপভোগ করবে। কয়েক মুহূর্ত বাদে ট্রুখাট্‌স্‌শেভস্কি চাইল তার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে। যেন বলছে, মিথ্যা কথা বলে কি শুধরানো যাবে? তা যদি যায় তবে বলতে আরম্ভ করা যাক। না হলে কিছু একটা ঘটে যাবে। কিন্তু কি? তার মুখের হতাশা আর বিরক্তি। এক মুহূর্ত আমি দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে রইলাম পেছনের দিকে ছোরা হাতে করে। সেই মুহূর্তে সে হেসে কথা বলতে শুরু করলো। গলার স্বরে সরলতা আর দৃঢ়তা অত্যন্ত হাস্যাস্পদ মনে হোলো। 'আমরা গানের বিষয়ে আলোচনা করছিলাম'…সে বলতে গেল।

'আঃ, কি আশ্চর্য!' পরমুহূর্তে আমার স্ত্রী যেন তার কাছ থেকে বিষয়টা হাতে পেয়ে বলে উঠল।

"তাদের দুজনের কেউই কিন্তু বক্তব্য শেষ করতে পারল না। এক সপ্তাহ আগে আমাকে যে কাণ্ডজ্ঞানহীন উন্মত্ততায় পেয়ে বসেছিল আবার তাইতে আমাকে পেয়ে বসল। আবার সব কিছু ধ্বংস করবার, হিংস্রভাবে আক্রমণ করবার, পাগলামীকে জয়ী করাবার এক অযৌক্তিক কামনায় মেতে উঠলাম। এই মত্ততায়ই আমি দেহমন সঁপে দিলাম।

"তাদের কারোই বক্তব্য শেষ হোলো না। অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা যা বলতে চাইছিল সব ভেসে গেল। স্ত্রীর ওপরে আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ছোরাটা সব সময়ই লুকিয়ে রাখলাম যাতে ট্রুখাট্‌স্‌শেভস্কি

বাধা না দিতে পারে বুকের পাশে বসিয়ে দেবার সময়। (এই জায়গাটি আমি প্রথম থেকেই ভেবে রেখেছিলাম।) তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তেই ট্রুথাট্স্শেভস্কি দেখতে পেল আমি কি করতে যাচ্ছি। আমারহাত চেপে ধরে সে চিৎকার করে উঠল, 'ভেবে দেখুন কি করতে যাচ্ছেন! থামুন!'

"আমি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে একটি কথাও না বলে এবার তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আমার চোখে চোখ পড়তে সে কাগজের মত সাদা হয়ে গেল। ঠোঁট রক্তশূন্য হয়ে গেল। চোখ দুটি অস্বাভাবিক ভাবে জ্বলে উঠল। সব চেয়ে বেশি আশ্চর্য হলাম যখন দেখলাম সে পিয়ানোর নিচে ঢুকে গিয়ে ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল।

"আমি তার পেছনে ছুটতে যাবো কিন্তু হাতে কিসের ভার অনুভব করলাম। আমার স্ত্রী হাত চেপে ধরেছে। নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার অনেক চেষ্টা করলাম কিন্তু আমাকে সে আরো ভারে নুইয়ে ফেললো। সত্যিই আমাকে সে নড়তে দিল না। এই আকস্মিক বাধা আমাকে আরো উত্তেজিত করে তুললো। বুঝতে পারলাম আমি অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছি। তাকে ভয় দেখানো ছাড়া কোনো উপায় নেই। আমি একটু চিন্তা করলাম।

"সমস্ত শক্তি দিয়ে এবার তার মুখে কনুইএর ঘা মারলাম। সে চিৎকার করে হাত ছেড়ে দিল।

"আবার আমি ছুটে যেতে চাইছিলাম কিন্তু মনে হোলো মোজা পায়ে স্ত্রীর প্রেমিকের পেছনে ছুটে যাওয়াটা হাসির ব্যাপার হবে। হাস্যাস্পদ হোতে আমি চাই না, আমি ভীষণ হোতে চাই। দুরন্ত ক্রোধে জ্বলতে থাকলেও ওদের ওপর কি ছাপ ফেলেছিলাম সে বিষয়ে আমি সর্বদা সচেতন ছিলাম। এক এক সময় সেই ছাপই আমাকে নির্দেশ দিচ্ছিল।

"আমি এবার তার দিকে ফিরলাম। খাটের ওপর শুয়ে থেতলানো চোখে হাত ঢাকা দিয়ে সে আমার দিকে চেয়ে ছিল। মুখে ফুটে উঠেছে তার শত্রুর প্রতি অর্থাৎ আমার প্রতি ভয় আর ঘৃণা। একটা ফাঁদে-পড়া ইঁদুরকে আলোর কাছে তুলে ধরলে যেমন হয় তার চোখের চাহনি। অন্তত আমি তার চোখে ভয় আর ঘৃণা ছাড়া আর কিছু দেখতে পেলাম না। আর একজনের প্রতি ভালবাসা স্বভাবতই যে ভয় এবং ঘৃণা আনতে পারে। তবু হয়তো কিছু করতাম না যদি সে কেবল চুপ করে থাকত।

"কিন্তু সে কথা বলল। ছোরাশুদ্ধ হাতখানা চেপে ধরতে চেষ্টা করতে লাগল।

" 'ভেবে দেখ তুমি কি করছ। তার এবং আমার ভেতরে কিছুই হয়নি, কিছুই না। আমি শপথ করে বলছি। কিছুই হয়নি।' আমি হয়তো তবু ইতস্তত করতাম যদি না শেষের কথাকটি সে বলত। যাতে আমি বুঝে নিলাম এর বিপরীতটাই সত্য—সব কিছুই হয়েছে। এই কথাগুলির উত্তর দেবার ছিল। সে উত্তর হবে আমি যতখানি উন্মত্ততায় পৌঁছেচি তারই অভিব্যক্তি। সে উন্মত্ততা ক্রমে বেড়েই চলেছে, আরো বেড়ে চলবে। অন্যান্য মানসিক অবস্থার মত ক্রোধেরও নিয়মাবলী আছে।

" 'মিথ্যে কথা বোলো না, নরকের ডাইনি!' বাঁ হাতে তার হাত ধরে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। সে হাতের মুঠি ছাড়িয়ে সরে গেল। এবার আমি গলা চেপে ধরলাম। চিৎ করে ফেলে শ্বাসরোধ করে দিতে লাগলাম। গলা কি শক্ত! দুহাতে আমার হাত চেপে ধরে সে গলা থেকে হাত সরিয়ে দিল। আমি যেন এই জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। ছোরাটা তার বাঁ পাশে পাঁজরার নিচে বসিয়ে দিলাম।

" লোকে যখন বলে আকস্মিক উন্মত্ততার বশে সে কি করেছে ঠিক করতে পারেনি তখন সে হয় অর্থহীন কথা বলে না হলে মিথ্যে কথা বলে। আমি ভালভাবেই জানতাম আমি কি করছি। এবং এক মুহূর্তের জন্যেও এ চেতনা আমি হারাইনি। যত আমি ক্রোধকে ফেনিয়ে তুলেছি তত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আমার চেতনা। হৃদয়ের আনাচকানাচ ততো আলোকিত হয়ে উঠেছে। আমি যা করছি তা স্পষ্ট না দেখে উপায় ছিল না। আমি বলছি না যে যা আমি করতে যাচ্ছিলাম তা আমি পূর্বেই জানতাম। কিন্তু যে মুহূর্তে আমি কিছু করছিলাম বা মনে করুন তার কয়েক সেকেণ্ড আগে থেকেই আমি সচেতন ছিলাম আমি কি করছি। যেন সময়মত অনুশোচনা করতে পারি বা পরে এ কথা বলবার থাকে যে আমার হাতকে আমি সামলাতেও পারতাম। আমি বুঝতে পারছিলাম তার পাঁজরের নিচে আঘাত করছি এবং ছোরা বিঁধে যাবে। আমি জানতাম আমি সাংঘাতিক একটা কিছু করছি, যা পূর্বে কখনো করিনি। যে কাজের পরিণাম হবে সাংঘাতিক। কিন্তু এই চেতনা বিদ্যুৎচমকের মতই ক্ষণিক! কাজটা এর পর এত তাড়াতাড়ি ঘটলো যাকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলা চলে। এই কাজ সম্বন্ধে, এই কাজের চেহারা সম্বন্ধে আমার চেতনা যেমনি করুণ তেমনি স্পষ্ট। আমি অনুভব করলাম ছোরাটা কাঁচলিতে আর কিসে যেন একটু ক্ষীণ বাধা পেল, তারপর শরীরের নরম অংশের ভেতর দিয়ে পত করে ঢুকে গেল। ছোরাটা দুহাতে চেপে ধরলেও সে তার অনুপ্রবেশ রোধ করতে পারল না।

"পরে জেলখানায় যখন একটা নৈতিক বিপ্লব আমাকে আমূল পরিবর্তিত করে দিয়েছে তখন সেই সময়কার সম্ভব সমস্ত সূক্ষ্ম বিষয় স্মরণ করে, তখনকার চেতনা এবং মনোভাব নিয়ে আমি ঘণ্টার পর

ঘণ্টা বসে ভেবেছি। আমার মনে আছে এক সেকেণ্ড আগে, কাজটা ঘটবার কেবল এক সেকেণ্ড আগে আমি বুঝেছিলাম আমি খুন করতে যাচ্ছি—খুন করতে যাচ্ছি একটি স্ত্রীলোককে, একটি অসহায় স্ত্রীলোক, আমার স্ত্রীকে। এই অবস্থায় আমার মনের বর্ণনাতীত আতংক আমি স্মরণ করতে পারি। আমি আরো অস্পষ্ট মনে আনতে পারি তার দেহে ছোরা বসিয়ে দিয়ে আমি তৎক্ষণাৎ আবার টেনে বের করলাম, অধীর হয়ে যেন আশা করলাম এইভাবে যা করেছি তার প্রতিকার করতে পারব, আমার হত্যার হাতকে সংযত করতে পারব। আমি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। অপেক্ষা করতে লাগলাম কি হয় দেখবার জন্যে, দেখবার জন্যে যে সংশোধন করা যায় কিনা।

"হঠাৎ সে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল: নার্স, এ আমায় খুন করেছে! নার্স গলার স্বর শুনে তখনই দোর গোড়ায় এসে হাজির হোলো। আমি তখনও দাঁড়িয়ে আছি নিশ্চল হয়ে, প্রত্যাশী এবং সন্দিগ্ধ চিত্তে। হঠাৎ রক্ত উপচে বেরুল তার কাঁচুলির নিচ থেকে।

"এবার বুঝলাম যা করেছি তার আর সংশোধন হবে না। সেই সঙ্গে সিদ্ধান্ত করলাম এর সংশোধন আশা করাও উচিত নয় কারণ এই কাজই আমি করতে চেয়েছিলাম, করা দরকার ছিল। তবুও আমি অনর্থক দাঁড়িয়ে রইলাম যতক্ষণ না সে পড়ে গেল। 'হায়, ভগবান!' নার্স ছুটে এল তার সাহায্যে। এতক্ষণে হাত থেকে ছোরাখানা ছুঁড়ে ফেলে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। নিজের মনে বললাম, আমি উত্তেজিত হব না, যা করেছি সেটা ভেবে দেখি।

"নার্স ভয়ে চিৎকার করে উঠলো, পরিচারিকাকে ডাকলো।

"বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে আমি পরিচারিকাকে ডেকে তার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে আমার ঘরে চলে এলাম। কি করব আমি

এরপর? উত্তরটাও যেন তখনই এল। পড়বার ঘরে গিয়ে দেয়ালে ঝুলানো একটা রিভলভার হাতে নিয়ে পরীক্ষা করলাম। রিভলভারটা ভরতি ছিল। টেবিলের ওপরে সেটাকে রাখলাম। সোফার পেছন থেকে ছোরার খাপটা এবার কুড়িয়ে নিয়ে বসলাম সোফার ওপরে। চিন্তা-ভাবনাশূন্য হয়ে অনেক্ষণ এইভাবে বসে রইলাম। অন্যান্য ঘরে উত্তেজনা আর হৈচৈ বেশ বুঝতে পারছিলাম। বাড়ির দরজায় একখানা গাড়ি এসে কাউকে নিয়ে থামলো, তারপর আর একখানা। এবার দেখলাম মালপত্র নিয়ে জর্জ এই পড়বার ঘরে আসছে—যেন কেউ ওগুলি চাইছে! 'কি ব্যাপার হয়েছে জান?' জিজ্ঞেস করলাম। দারোয়ানকে গিয়ে বলো পুলিসে খবর দিতে।

"সে কোনো উত্তর না দিয়ে চলে গেল। সোফা থেকে উঠে আমি সিগারেট আর ম্যাচ্ বের করলাম। একটা সিগারেট শেষ না করতেই চোখ ভেঙে ঘুম এল। ঘুমিয়ে পড়লাম।

"দুঘণ্টা ধরে আমি ঘুমুলাম। স্বপ্ন দেখলাম আমরা দুজনে যেন শান্তিতে বাস করছি। যেন ঝগড়া করেছি আবার মিটিয়ে ফেলতে চাইছি। এই পথে যেন কি একটা বাধা এসে দাঁড়িয়েছে কিন্তু অন্তরে অন্তরে আমরা দুজনে বন্ধুই আছি।

"দরজা ধাক্কার শব্দ শুনে ঘুম ভাঙলো।

"পুলিস এসেছে; ভাবলাম আমি। বুঝি তাকে খুন করেছি। কিন্তু হয়তো সেই এসে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। এরকম কোনো ব্যাপারই আসলে হয়নি। দরজায় ধাক্কা পড়তেই থাকলো। কোনো উত্তর দিই নি আমি। কেবল ভাবতে চেষ্টা করলাম সত্যিই এরকম কোনো ঘটনা ঘটেছে কিনা। হাঁ, ঘটেছে। কাঁচলির বাধা আমার স্মরণ হোলো। সঙ্গে স্মরণ হোলো দেহের ভেতরে সেই ছোরার প্রবেশ পথ। সঙ্গে

সঙ্গে শিরদাড়া দিয়ে একটা ঠাণ্ডা শিহরণ বয়ে গেল, মাংস কুঁকড়ে এল……

"হাঁ, তাহলে ঘটেছে। এ বিষয়ে ভুল নেই কোনো। এবার আমার পালা, এবার নিজেকে হত্যার পালা। কিন্তু নিজেই যখন একথা বলছি তখনও জানি আত্মহত্যা আমি করব না। তবু উঠে আবার রিভলভারটা নিলাম। আশ্চর্য লাগে; আমার মনে আছে এর আগে কতবার আমি আত্মহত্যা করতে গেছি। যেমন এই ঘটনার আগের রাত্রেও ট্রেনে। সব সময়ই আমার কাছে এটা সোজা বলে মনে হয়েছে; সোজা মনে হয়েছে কারণ সেটাকে আমি তখন ভয় দেখাবার সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত পন্থা বলে মনে করতাম। কিন্তু এখন শুধু আত্মহত্যা করতে পারি না যে তাই নয়, সে কথা মনে স্থান দিতেও পারি না। আত্মহত্যা আমি কেন করব? জিজ্ঞেস করলাম নিজেকে। কোনো উত্তরই পেলাম না। দরজায় ধাক্কা তখনও পড়ছে। আঃ, প্রথমত আমি দেখি দরজায় কে। একাজ করবার সময় সবসময়ই পাওয়া যাবে। রিভলভারটা টেবিলে রেখে কাগজ চাপা দিলাম। দরজার ছিট্‌কেনি খুলে দেখলাম আমার স্ত্রীর বোন।

'ভাসা এসব কি?' চেঁচিয়ে উঠল সে। সর্বক্ষণই তৈরি থাকা চোখের জল অনর্গল বয়ে গেল।

" 'কি চাও তুমি?' রেগে জিজ্ঞেস করলাম। জানতাম তার প্রতি রেগে কথা বলা আমার উচিত হবে না। কিন্তু অন্য কোনো স্বরে আমি কথা বলতে পারলাম না।

" 'ভাসা সে মারা যাচ্ছে, আইভান জাকারিয়েভিচ বললেন।' আইভান জাকারিয়েভিচ তার চিকিৎসক, উপদেষ্টা। জিজ্ঞেস করলাম, 'তিনি কি এখানে?' আবার তার প্রতি আমার ঘৃণা আত্মপ্রকাশ করল।

" 'বেশ, সে মারা যাচ্ছে, তা তুমি কি বলতে চাও?'

" 'ভাসা, তার কাছে এখন যাও। আঃ! কি ভীষণ!'

"তার কাছে যাব? স্থির করলাম যাওয়া আমার কর্তব্য। এ অবস্থায় এটাই ন্যায্য। স্বামী যখন স্ত্রীকে খুন করে, তখন তাকে তার কাছে যাওয়াই উচিত। সবক্ষেত্রেই যদি তাই হয়ে থাকে, তবে আমারও যাওয়া উচিৎ। আর যদি দরকারই হয়—আত্মহত্যার কথা ভেবে বললাম— তবে পরে প্রচুর সময় পাওয়া যাবে। মুখের ভাবে এবং বাক্যচ্ছটায় এবার আমাকে মিথ্যাবাদী হতে হবে। কিন্তু আমি বিব্রত হব না। 'একটু দাঁড়াও,' শ্যালিকাকে বললাম, 'পায়ে জুতো না দিয়ে যাওয়া দৃষ্টিকটু দেখায়! দাঁড়াও, চটিটা পায়ে দিয়ে আসি।'

আটাশ

"পড়বার ঘর ছেড়ে পরিচিত ঘরগুলি দিয়ে যাবার সময় আবার আমি আশা করতে লাগলাম সত্যিই এসব কিছু ঘটেনি। কিন্তু আইডিন, কার্বলিক এ্যাসিড প্রভৃতি ওষুধের ঝাঁঝালো গন্ধ আমাকে অভিভূত করে ফেললো, বুঝলাম এটা ভীষণ বাস্তব।

"নার্সারীর সামনে বারান্দা দিয়ে যেতে দেখলাম লিজাকে। আমার দিকে সে ভয়ে ভয়ে চাইলো। মনে হোলো আমার পাঁচটা ছেলেমেয়েই ওখানে দাঁড়িয়ে পলকহীন চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে। 'তার' ঘরের দরজায় যেতে পরিচারিকা দোর খুলে দিয়ে বাইরে চলে গেল।

"প্রথম আমার চোখে পড়লো তার ধূসর পাতলা পোশাকটা রক্তে সম্পূর্ণ কালো হয়ে চেয়ারের ওপরে পড়ে আছে। সে শুয়ে আছে আমার বিছানায়। কারণ তার বিছানা থেকে আমার বিছানাই কাছে ছিল। একগাদা বালিশে মাথা রেখে তীর্যকভাবে শুয়ে আছে। হাঁটু দুটি উঁচু

করা, ব্লাউজের বোতাম খোলা। ক্ষতস্থানে কিছু দিয়ে রাখা হয়েছে। সমস্ত ঘর আইডিনের তিক্ত গন্ধে ভরা। প্রথমত গভীরভাবে আমার মনের ওপরে রেখাপাত করলো তার স্ফীত, থেঁথলানো মুখ চোখ এবং নাকের কিছুটা অংশে কালশিটে দাগ। আমি যে কনুয়ের ঘা মেরেছিলাম তারই ছাপ। সৌন্দর্যের কোনো চিহ্নই আর নেই। তার বদলে দেখলাম সেখানে বিরক্তি। দরজার গোড়ায় আমি থমকে দাঁড়ালাম।

" 'কাছে এগিয়ে যাও—তার কাছে যাও!' বোন বললে।

"'হাঁ, হয়তো সে অনুতাপ করতে চাইছে।' হয়তো সে ক্ষমা চাইছে। তাকে কি ক্ষমা করব? সে যখন মরছে তখন মনে হয় তাকে ক্ষমা করতে পারি। আমি উদার ভাব দেখাতে চেষ্টা করলাম।

"বিছানার কাছে গেলাম। অনেক কষ্টে সে আমার দিকে চোখ তুললো। একটা চোখ খুব বেশি থেঁথলে গেছে। ভাঙা ভাঙা ভাবে প্রত্যেকটা শব্দের ওপরে হোঁচট খেতে খেতে সে বললো, 'তোমার পথ এবার পরিষ্কার। আমাকে তুমি খুন করেছ।' তার মুখের ওপরে দেখলাম অত্যন্ত বেদনার ভেতরেও সেই অভিব্যক্তি। মৃত্যুর মুখমুখী হয়েও সেই পুরনো পরিচিত বিদ্বেষ আর হিংস্র ঘৃণা। 'ছেলেমেয়েদের —তুমি—পাবে না; আমি—তাদের—তোমার কাছে—দেব না! সে (তার বোন)—তাদের নিয়ে যাবে।'

"আমার কাছে সব চেয়ে যেটা প্রয়োজনীয় বিষয়—তার অপরাধ, তার বিশ্বাসহীনতা—এ সম্বন্ধে সে সামান্য একটু উল্লেখ করাও প্রয়োজন বোধ করল না।

'হাঁ, তুমি যা করেছ তার তারিফ কর!' সে আস্তে আস্তে চোখ দুটি দরজার দিকে ঘুরিয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ল। দোরগোড়ায় তার বোন ছেলেমেয়েদের নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। 'হাঁ, দেখ, তুমি যা করেছ।'

ছেলেমেয়েদের দিকে আমি তাকালাম। তারপর তাকালাম তার থেঁতলানো কাল মুখের দিকে। এই প্রথম নিজেকে ভুলে গেলাম, ভুলে গেলাম আমার অধিকার, আমার গর্ব। এই প্রথম তাকে দেখলাম একটা মানুষ বলে। যে সমস্ত অন্যায় আমাকে আঘাত করেছে, এমন কি আমার ঈর্ষাকেও এখন এত ছোট, এত তুচ্ছ মনে হোলো; আমি যা করেছি সেটা এত গুরুতর এত ঘৃণ্য মনে হোলো যে আমি তার পায়ে পড়ে তার হাত আমার হাতের মধ্যে নিয়ে বলতে চাইলাম, 'আমাকে ক্ষমা কর!' কিন্তু সাহস হোলো না। সে চোখ বুজে চুপ করে রইল। অত্যন্ত দুর্বল সে, কথা বলতে পারছে না। হঠাৎ তার বিকৃত মুখখানা থর থর করে কেঁপে কেঁপে উঠলো। একটা ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটি করে সে দুর্বলভাবে ধাক্কা দিয়ে আমাকে তার কাছ থেকে সরিয়ে দিল। 'কেন এ হোলো। ওঃ, কেন?' 'ক্ষমা কর আমাকে!' বললাম আমি। 'ক্ষমা, যত সমস্ত বাজে, অর্থহীন! আঃ, শুধু যদি বাঁচতে পারতাম!' মাথাটা একটু তুলে সে আমার দিকে চাইল। চোখ দুটি জ্বলে উঠল তীব্র ঘৃণায়। 'তুমি যা চেয়েছিলে তা করেছ। তোমাকে আমি ঘৃণা করি! আঃ!' তার মনটা ইতস্তত ঘুরতে ঘুরতে কিসে যেন ভয় পেল বলে মনে হোলো। 'এখন আমাকে মেরে ফেল, মেরে ফেল; আমি ভয় করি না। ওদের সবাইকেই খুন কর— তাকেও কর। সে যে পালিয়ে গেছে, পালিয়ে গেছে!' উন্মত্ত প্রলাপ শেষ পর্যন্ত চলতে থাকল। আর সে চিনতে পারলো না কাউকে। সেই দিনই দুপুরে সে মারা গেল।

"তার আগেই সকাল আটটায় আমাকে পুলিস স্টেশনে নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে জেলে পাঠানো হয়েছিল। বিচারের অপেক্ষায় এগার মাস জেলে রইলাম। জেলে আমি আমার সম্বন্ধে, আমার অতীত জীবন

সম্বন্ধে গভীরভাবে ভেবে এর ভেতরে সত্য খুঁজে পেলাম। তিন দিন বাদে আমাকে তারা বাড়িতে নিয়ে গেল—"পজ্দ্নিশ্চেফ আরো বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু দীর্ঘনিশ্বাস রোধ করবার শক্তি তাঁর ছিল না। তাই চুপ করলেন। আবার চেষ্টা করলেন আরম্ভ করতে ঃ

"জগতের সবকিছুকেই তাদের সত্যি চেহারায় দেখতে আরম্ভ করেছি কেবল তাকে কফিনে দেখবার পর। কেবল যখন তার মৃত মুখের ওপরে আমার দৃষ্টি পড়ল তখনই আমি বুঝতে পারলাম আমি কি করেছি। অনুভব করলাম যে আমিই তাকে খুন করেছি, আমার যন্ত্রই কিছুক্ষণ আগে যে জীবিত, ভ্রাম্যমান, উষ্ণ ছিল তাকে করে দিয়েছে নিশ্চল, মোমের মত নরম আর ঠাণ্ডা। এ আর কোথাও কখনো কেউই শুধরে দিতে পারবে না। যার এ অভিজ্ঞতা নেই সে বুঝবে না··· ওঃ, ওঃ, ওঃ!" তিনি কয়েকবার আবেগে শব্দ করে উঠলেন।

আমরা দুজনে বহুক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইলাম। 'আচ্ছা বিদায়।' অবশেষে তিনি চাদর গায়ে শুয়ে পড়লেন।

যে স্টেশনে নামবো গাড়ি এল সেখানে সকাল আটটায়। বিদায় নিতে গেলাম তাঁর কাছে। তিনি শুয়ে আছেন। ঘুমিয়ে আছেন কি ঘুমের ভান করে আছেন বুঝতে পারলাম না, তবে তিনি নড়লেন না। হাত দিয়ে তাঁকে ধাক্কা দিলাম। মুখের ওপর থেকে চাদর সরাতে বুঝলাম ঘুমাননি। 'বিদায়,' হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললাম। তিনি হেসে হাত বাড়িয়ে দিলেন। হাসিটা অত্যন্ত অপরিস্ফুট, কিন্তু এত করুন মনে হোলো যে আমার চোখে প্রায় জল এসে পড়েছিল।

'আচ্ছা বিদায়,' যে কথা বলে তাঁর জীবনের আখ্যান শেষ করেছিলেন সেই কথা বলেই তিনি আমাকে শেষ বিদায় দিলেন।

